মাসিক

# আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক
১৫তম বর্ষ : ১২তম সংখ্যা

# সূচীপত্র

✡ সম্পাদকীয় ০২
✡ দরসে কুরআন : ০৩
♦ মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ধারক শর নিষিদ্ধ বস্তু
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ প্রবন্ধ :
♦ আল-কুরআনের আলোকে ক্বিয়ামত ১৫
-রফীক আহমাদ
♦ পরহেযগারিতা ১৯
-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
♦ মানবাধিকার ও ইসলাম ২৫
-শামছুল আলম
✡ কবিতা : ২৭
♦ হক্বের দাওয়াত
♦ সোনালী সকাল হাসে
♦ ক্ষমা করে দাও প্রভু তুমি
♦ বড় দল
✡ সোনামণিদের পাতা ২৮
✡ স্বদেশ-বিদেশ ২৯
✡ মুসলিম জাহান ৩১
✡ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩২
✡ সংগঠন সংবাদ ৩৩
✡ প্রশ্নোত্তর ৩৬
✡ বর্ষসূচী ৪৩

# সম্পাদকীয়

## আসামে মুসলিম নিধন

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের ওপারে ভারতের আসাম রাজ্য অবস্থিত। ৭৮ হাযার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই রাজ্যে ৩ কোটির কিছু বেশী লোকের বাস। ভাষ্যগত দিক দিয়ে 'অহমিয়া' হ'ল প্রধান ভাষা প্রায় ৫৮ শতাংশ। এর পরেই বাংলার অবস্থান প্রায় ২২ শতাংশ। ধর্মীয় দিক দিয়ে প্রায় ৬০ ভাগ হিন্দু ও ২৫ ভাগ মুসলমান। বাদবাকী খৃষ্টান ও শিখ প্রভৃতি। হিন্দুরা 'বোড়ো' নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আসামের চা, তৈল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং আসাম থেকেই ভারতীয় রাজ্যসভার এম,পি।

আসামের সংসদ সদস্যা রুমি নাথ ইসলাম কবুল করে একজন মুসলমানকে বিয়ে করায় গত ১লা জুলাই হিন্দুদের হাতে বর্বর নির্যাতনের শিকার হওয়ার কয়েকদিন পরেই গত ১৬ই জুলাই বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন আসামের কোকড়াঝাড় যেলায় দু'জন বাঙ্গালী মুসলিম ছাত্রনেতা খুন হন। এরপর ১৯শে জুলাই আরও ২ জন। একই দিনে খুন হয় বোড়ো ন্যাশনাল প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্টের ৪ জন। অতঃপর শুরু হয় বাঙ্গালী মুসলিম নিধনযজ্ঞ। জ্বালাও-পোড়াও, খুন-ধর্ষণ, লুট-পাট সবই চলতে থাকে বাধাহীন গতিতে। দিল্লীগামী রাজধানী এক্সপ্রেস থামিয়ে সেখানেও হামলা চালানো হয়। কোকড়াঝাড় সহ ৪টি যেলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেস দলীয় রাজ্য সরকার দেশব্যাপী তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের মুখে অবশেষে ২৫শে জুলাই সেনাবাহিনী নামায়। এতে দাঙ্গার ব্যাপকতা কমলেও বোড়াদের হিংস্রতা বন্ধ হয়নি। ইতিমধ্যে শতাধিক নিহত হয়েছে এবং গৃহহীন হয়েছে প্রায় ৪ লাখ মানুষ। ২ লাখের উপর মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সরকারের খোলা প্রায় ২৫০টি আশ্রয় শিবিরে। বাকীরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে পালিয়ে গেছে। আশ্রয় শিবিরে খাবার নেই, পানি নেই, মাথা গোঁজার ঠাই নেই। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যর্থ। অভিযোগের ঝড় বয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ অবশেষে ২৮ জুলাই উপস্থিত হয়েছেন মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধী। ঘোষণা দিয়েছেন নিহত ব্যক্তি প্রতি ২ লাখ রুপী এবং আহত ব্যক্তি প্রতি ৫০ হাযার রুপী দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দাঙ্গায় হতাহতদের জন্য ৩০০ কোটি রুপী অর্থ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দেবেন তো রাজ্য সরকারের দলবাজ প্রশাসনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে নিহতদের তালিকা কমিয়ে বলা হয়েছে ৫২ জন। যা প্রকৃত সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। এরপর বলা হবে উপদ্রুতদের বহু সংখ্যক বোড়ো হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। এরপরেও সরকারী অফিসার ও দলীয় ক্যাডারদের খায়েশ মিটিয়ে প্রকৃত ব্যক্তিরা অবশেষে কত টাকা হাতে পাবে, কতদিনে পাবে, তার খবর কে নেবে? কেননা অন্যান্য গণতান্ত্রিক

দেশের ন্যায় এখানেও ঘুষ-দুর্নীতি, দলীয় ক্যাডারবাজি ও চাঁদাবাজি একটি সাধারণ ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া যায়। আসল কথা হ'ল, টাকা দিয়ে জীবনের মূল্য দেওয়া যায় না। যে মূল্যবান জীবনগুলি চলে গেল, তা আর কখনোই ফিরে আসবে না। নিহতদের উত্তরাধিকারী ও নিকটাত্মীয়দের হৃদয়ে রক্তাক্ত স্মৃতির যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হ'ল, যুগ যুগ ধরে তা অমলিন থাকবে। এই স্মৃতি উসকে দিয়ে রাজনৈতিক দাঙ্গাবাজরা আগামীতে আবার দাঙ্গা বাধাবে। শত শত বছর ধরে সহাবস্থানকারী বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা আবারও বিনষ্ট হবে। কেননা সাধারণ মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। তারা অশান্তি চায় না। সমাজনেতা ও সরকারের উচিত সর্বদা নিরপেক্ষ থাকা। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে নিরপেক্ষ শাসন অলীক চিন্তা মাত্র।

আসামের বাঙ্গালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বোড়োদের প্রধান অভিযোগ হ'ল এই যে, তারা বহিরাগত। অতএব তাদের বাংলাদেশে পাঠাতে হবে। অথচ আসামে তাদের বসবাস অহমিয় হিন্দুদের আগমনের বহু আগে থেকেই। কেননা বাংলাভাষী মুসলমানেরা বাংলা থেকে আসামের কামরূপ যায় ১২০৬ খৃষ্টাব্দে। আর অহমিয়রা বার্মা থেকে এখানে আসে ১২২৮ সালে। অথচ তারাই এখন মুসলমানদের 'ফরেনার' বলছে। আদি হিন্দু বোড়ো কাচাড়ি সম্প্রদায় এখানকার প্রথম অধিবাসী হ'লেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও কলিতরা আসে অনেক পরে কনৌজ ও উড়িষ্যা থেকে। কিন্তু তাদের বিতাড়ন করা হচ্ছে না। অথচ রাষ্ট্রের যেকোন নাগরিক যেকোন স্থানে বসবাস করতে পারে নিজ নিজ ধর্ম ও আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে। রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের নিরাপত্তা দিবে। কারা আগে এল বা পরে এল এটা দেখার বিষয় নয়। কিন্তু বস্তুবাদী ধারণায় মানুষ ভেবেছে, সে নিজেই মাটির মালিক। অথচ মাটির প্রকৃত মালিক আল্লাহ। আল্লাহ্র বান্দা আল্লাহ্র যমীনে যেখানে খুশী বসবাস করতে পারে। মানুষের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা কোন রাষ্ট্রের উচিত নয় সঙ্গত কারণ ব্যতীত।

কেবল আসাম নয় ভারতের প্রায় সর্বত্র মুসলিম নির্যাতনের ইতিহাস প্রধানতঃ বৃটিশ শাসনের যুগ থেকে শুরু হয়ে আজও চলছে। অথচ প্রায় সাড়ে ছয়শো বছর মুসলমানেরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। তখন ধর্মীয় দাঙ্গার কোন খবর ছিল না। বরং মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছে, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। বৃটিশরা এসে সদ্য শাসনহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুনেতাদের ব্যবহার করে। অতঃপর 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' এই নীতি সামনে রেখে তারা এদেশকে কব্জায় রাখতে চেষ্টা করে। ১৯৪৭ সালে তারা চলে গেলেও রেখে যায় 'গণতন্ত্র' নামক ইলাহী সার্বভৌমত্বহীন মেজরিটির শাসনের এক অত্যাচারী মতবাদ। ফলে মেজরিটি হিন্দুদের হাতে মাইনরিটিরা মার খাচ্ছে এবং খাবে, যতদিন এই মতবাদের খপ্পর থেকে জাতি মুক্ত না হবে। এই শাসনে ন্যায়-অন্যায় সবকিছু নির্ধারিত হয় মেজরিটির নিরিখে। আদালতের কথিত ন্যায়বিচার কখনোই নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের হৃদয়ের কান্না থামাতে পারেনি। অথচ ইসলামী শাসন সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে। সেখানে মেজরিটি-মাইনরিটিতে কোন প্রভেদ নেই। যার বাস্তব নমুনা ভারতবর্ষের ও বাংলার বিগত যুগের মুসলিম শাসকদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আধুনিক মতবাদীরা ইসলামের এই নিরপেক্ষ শাসনকে ভয় পায়। সেকারণ তারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের ইসলামী নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর এবং এর মাধ্যমে মানবতাকে তাদের দুঃশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করতে চায়।

ভারতের প্রগতিশীল পত্রিকা Front line ১৯৯১ সালের ১৫ই নভেম্বরে প্রকাশিত হিসাব মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সেদেশে ১৩,৯০৫টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে পশ্চিম বঙ্গ সরকার তার রাজ্য বিধান সভায় প্রদত্ত রিপোর্টে বলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত প্রাদেশিক রাজধানী কলিকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ এবং ৭টি মাযার ও গোরস্থান হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে'। উক্ত হিসাব মতে দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে কথিত ভারতে তার স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছরে গড়ে প্রতি বছর ৩০৯টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ২০০১-২০০৯ সাল পর্যন্ত সেদেশে ৬৫৪১টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। জান-মাল ও ইযযত হারিয়েছে এবং গৃহহারা হয়েছে কত অসংখ্য মানুষ তার হিসাব কে রাখে? ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ৪৬৫ বছরের সুপ্রাচীন 'বাবরী মসজিদ' ভেঙ্গে তারা সেখানে কথিত 'রাম মন্দির' গড়েছে। ২০০২ সালে গুজরাটে প্রায় ২০০০ মুসলিমকে তারা হত্যা করেছে সরকারী ছত্রছায়ায়। আজও যার বিচার হয়নি। এখনো প্রতিদিন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে মুসলিম নির্যাতন চলছে। সারা ভারত থেকে বাংলাভাষী মুসলিমদের হাঁকিয়ে এনে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার চেষ্টা চলছে হরহামেশা। সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা চলছে প্রতিদিন। এখন আবার আসাম থেকে মুসলিমদের খেদিয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর মিশন শুরু হয়েছে। কি চমৎকার ধর্মনিরপেক্ষতা! আমরা আসামের মযলূম অসহায় ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র গায়েবী মদদের প্রার্থনা জানাই। *(স.স.)*।

# মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ধারক শর নিষিদ্ধ বস্তু

*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِيْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُوْنَ-

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শর সমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে বিরত হও। তাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে'। 'শয়তান তো কেবল চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?' *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*।

উপরোক্ত আয়াতে প্রধান চারটি হারাম বস্তু হ'তে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সূরা মায়েদাহ কুরআনের শেষ দিকে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের অন্যতম। অতএব এখানে যে বস্তুগুলি হারাম ঘোষিত হয়েছে, সেগুলি আর মনসূখ হয়নি। ফলে তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরন্তন হারাম হিসাবে গণ্য। অসংখ্য নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে এখানে প্রধান চারটির উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ চারটি হারাম বস্তু আরও বহু হারামের উৎস। অতএব এগুলি বন্ধ হ'লে অন্যগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে।

১. اَلْخَمْرُ অর্থ মদ। خَمَرَ يَخْمُرُ خَمْرًا অর্থ سَتَرَ গোপন করা। ওড়নাকে আরবীতে 'খেমার' (خِمارٌ) বলা হয় এজন্য যে, তা মহিলাদের মাথা ও বুক আবৃত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَمِّرُوا الآنِيَةَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا 'তোমরা তোমাদের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখ এবং তার উপরে আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর'।[১] ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 'মদ তাই, যা মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে'।[২] সে সময় আরব দেশে আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব সহ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরী হ'ত।[৩] তবে প্রধানতঃ আঙ্গুর থেকেই সচরাচর মদ তৈরী হ'ত। যেমন বলা হয়েছে, النَّيُّ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلاَ وَاشْتَدَّ وَبَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ- 'মদ হ'ল আঙ্গুরের কাঁচা রস যখন পচে গরম হয় এবং ফুলে ফেনা ধরে যায় ও চূড়ান্ত নেশাকর অবস্থায় পৌঁছে যায়'।

আঙ্গুরের কাঁচা রস পচে ফেনা ধরে গেলে তাতে নেশা সৃষ্টি হয়, যাতে মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পচা-সড়া জিনিষ দিয়ে মদ তৈরী হয়। যেমন বাংলাদেশে পচা পান্তা, পচা খেজুর রস, তালের রস ইত্যাদি দিয়ে দেশী মদ ও তাড়ি বানানো হয়। এছাড়াও রয়েছে তামাক, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি বহু প্রাচীন মাদক সমূহ। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে হিরোইন, ফেন্সিডিল, ইয়াবা ট্যাবলেট, পেথিড্রিন ইনজেকশন ইত্যাদি নানাবিধ নেশাকর বস্তু নামে-বেনামে তৈরী হচ্ছে। যা সবই এক কথায় মাদক দ্রব্য বা মদ। মদ সাময়িকভাবে দেহের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও চূড়ান্তভাবে তা মানুষকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে।

**মদ হারাম হওয়ার বিবরণ**

ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্ম। মানুষ সাধারণত নেশার গোলাম। তাই মানুষের স্বভাব বুঝে আল্লাহ ক্রমধারা অনুযায়ী এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। শিশুকে বুকের দুধ ছাড়াতে মা যেমন ধীরগতির কৌশল অবলম্বন করেন, স্নেহশীল পালনকর্তা আল্লাহ তেমনি বান্দাকে মদের কঠিন নেশা ছাড়াতে ধীরগতির কৌশল অবলম্বন করেছেন। সে সময় আরবরা ছিল দারুণভাবে মদে অভ্যস্ত। মদ্যপান ছিল সে যুগে আভিজাত্যের প্রতীক। আরব-আজম সর্বত্র ছিল এর ব্যাপক প্রচলন। তাই ইসলাম প্রথমে তার অনুসারীদের মানসিকতা তৈরী করে নিয়েছে। তারপর চূড়ান্তভাবে একে নিষিদ্ধ করেছে। আর যখনই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তখনই তা বাস্তবায়িত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এজন্য কোন যবরদস্তি প্রয়োজন হয়নি।

মদ নিষিদ্ধের জন্য পরপর তিনটি আয়াত নাযিল হয়। বাক্বারাহ ২১৯, নিসা ৪৩ ও সবশেষে মায়েদাহ ৯০-৯১। প্রতিটি আয়াত নাযিলের মধ্যে নাতিদীর্ঘ বিরতি ছিল এবং মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনের অবকাশ ছিল। প্রতিটি আয়াতই একেকটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়। যাতে মানুষ নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে সহজে গ্রহণ করে নেয়। যেমন (১) কিছু ছাহাবী এসে মদের অপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ কামনা করেন। তখন নাযিল হয়,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا- (البقرة ٢١٩)-

'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন যে, এ দু'টির মধ্যে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য রয়েছে কিছু উপকারিতা। তবে এ দু'টির পাপ এ দু'টির উপকারিতার চাইতে অধিক' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। এ আয়াত

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৯৪; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১২৩৪।*
২. *বুখারী হা/৪৬১৯; মুসলিম হা/৩০৩২; মিশকাত হা/৩৬৩৫।*
৩. *বুখারী, আবূদাঊদ হা/৩৬৬৯।*

নাযিলের ফলে বহু লোক মদ-জুয়া ছেড়ে দেয়। তবুও কিছু লোক থেকে যায়।

অতঃপর (২) একদিন এক ছাহাবীর বাড়ীতে মেযবানী শেষে মদ্যপান করে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অন্যজন ছালাতে ইমামতি করতে গিয়ে সূরা কাফিরূণে نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ পড়েন। যার অর্থ 'আমরা ইবাদত করি তোমরা যাদের ইবাদত কর'।[৪] যাতে আয়াতের মর্ম একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন আয়াত নাযিল হয়,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ- (النساء ٤٣)- 'হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার' *(নিসা ৪/৪৩)*। এ আয়াত নাযিলের পর মদ্যপায়ীর সংখ্যা আরও হ্রাস পায়।

পরে (৩) একদিন জনৈক ছাহাবীর বাড়ীতে খানাপিনার পর মদ্যপান শেষে কিছু মেহমান অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ সময় জনৈক মুহাজির ছাহাবী নিজের বংশ গৌরব কাব্যাকারে বলতে গিয়ে আনছারদের দোষারোপ করে কবিতা বলেন। তাতে একজন আনছার যুবক তার মাথা লক্ষ্য করে উটের হাড্ডি ছুঁড়ে মারেন। তাতে তার নাক মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করা হয়। তখন সূরা মায়েদাহ্র আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাযিল হয়।[৫]

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, ছাহাবী আবু ত্বালহা আনছারীর বাড়ীতে মেযবানী শেষে 'ফাযীহ' (الفضيح) নামক উন্নতমানের মদ্যপান চলছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে যান أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ 'হুঁশিয়ার হও! মদ হারাম করা হয়েছে'।[৬]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, মদ সম্পর্কে তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا 'হে আল্লাহ! আমদেরকে মদ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন'। পরে বাক্বারাহ ২১৯ আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে আয়াতটি শুনিয়ে দেন। তখন ওমর (রাঃ) পুনরায় পূর্বের ন্যায় দো'আ করেন। তখন নিসা ৪৩ আয়াতটি নাযিল হয়। তখন পূর্বের রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে আনেন ও আয়াতটি শুনিয়ে দেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) পুনরায় পূর্বের ন্যায় দো'আ করেন। তখন মায়েদাহ ৯০-৯১ আয়াতদ্বয় নাযিল হয়। তখন ওমর (রাঃ)-কে ডেকে এনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে শুনিয়ে দেন। এবারে তিনি খুশী হয়ে বলে ওঠেন, انْتَهَيْنَا 'এখন আমরা বিরত হলাম' (অর্থাৎ আর দাবী করব না)।[৭] আবু মায়সারাহ বলেন, মদ নিষিদ্ধের আয়াত নাযিল হয়েছিল ওমর (রাঃ)-এর কারণে *(কুরতুবী, মায়েদাহ ৯০)*।

ত্বীবী বলেন, সূরা মায়েদাহ্র অত্র আয়াতে মদ নিষিদ্ধের পক্ষে ৭টি দলীল রয়েছে।-

(১) মদকে رِجْسٌ বলা হয়েছে। যার অর্থ নাপাক বস্তু (২) একে مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ বা শয়তানী কাজ বলা হয়েছে, যা করা নিষিদ্ধ (৩) বলা হয়েছে فَاجْتَنِبُوهُ 'তোমরা এ থেকে বিরত হও'। আল্লাহ যা থেকে বিরত থাকতে বলেন, তা নিঃসন্দেহে হারাম (৪) বলা হয়েছে لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও'। অর্থাৎ যা থেকে বিরত থাকার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ (৫) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ 'শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়'। অর্থাৎ যার মাধ্যমে এগুলি সৃষ্টি হয়, তা নিঃসন্দেহে হারাম (৬) বলা হয়েছে, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ 'আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখে'। এক্ষণে যার মাধ্যমে শয়তান এই দুষ্কর্মগুলি করে, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ (৭) فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 'অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে'? অর্থ انتهوا 'তোমরা নিবৃত্ত হও'। অতএব আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের যে কাজ হ'তে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে হারাম'।[৮]

উল্লেখ্য যে, নিসা ৪৩ আয়াতটির শানে নুযূলে হযরত আলী (রাঃ) সূরা কাফিরূণ যোগ-বিয়োগ করে পড়েছিলেন বলে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে সনদ ও মতন দু'ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। যেমন মুনযেরী বলেন, অন্য সনদে এসেছে যে, সুফিয়ান ছওরী এবং আবু জা'ফর রাযী আত্বা ইবনুস সায়েব হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ এখানে এসেছে, সুফিয়ান ছওবী আত্বা ইবনুস সায়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মতনে ইখতেলাফ এই যে, আবুদাঊদের বর্ণনায় *(হা/৩৬৭১)* এসেছে যে, আলী ও আব্দুর রহমান বিন আওফকে জনৈক আনছার ছাহাবী দাওয়াত দেন। অতঃপর খানাপিনা শেষে আলী (রাঃ) মাগরিবের ছালাতে ইমামতি করেন ও সূরা কাফেরূণে ভুল করেন। অন্যদিকে তিরমিযীর বর্ণনায় *(হা/৩০২৬)* এসেছে, আব্দুর রহমান বিন আওফ আলী (রাঃ)-কে দাওয়াত দেন। যেখানে তাঁকে ইমামতিকে এগিয়ে দেওয়া

৪. *তিরমিযী হা/৩০২৬।*
৫. *মুসলিম হা/১৭৪৮; বায়হাক্বী ৮/২৮৫।*
৬. *বুখারী হা/২৪৬৪, মুসলিম হা/১৯৮০; আবুদাঊদ হা/৩৬৭৩।*
৭. *আবুদাঊদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৩০৪৯; ছহীহাহ হা/২৩৪৮; আওনুল মা'বূদ হা/৩৬৫৩ 'পানীয় সমূহ' অধ্যায়।*
৮. *আওনুল মা'বূদ হা/৩৬৫৩-এর ব্যাখ্যা।*

হয় এবং তিনি সূরা কাফেরূণে যোগ-বিয়োগ পড়েন। নাসাঈতে এসেছে ইমামতি করেন আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)। আবুবকর আল-বাযযার-এর বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা জনৈক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন ও তিনি ছালাতে ইমামতি করেন। বর্ণনায় উক্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি। অন্য হাদীছে এসেছে فَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَصَلَّى بِهِمْ 'কওমের জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে যান ও ইমামতি করেন'।[৯]

ইবনু জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আব্দুর রহমান বিন আওফ ইমামতি করেন এবং আয়াত গোলমাল করে পড়েন أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ- وَأَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ- 'আমি ইবাদত করি যাদের তোমরা ইবাদত কর এবং তোমরা ইবাদত কর আমি যার ইবাদত করি'।[১০] হাকেম-এর বর্ণনায় এসেছে, আলী (রাঃ) বলেন,

دَعَانَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَحَضَرَتْ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ الآية- هذا حديث صحيح ولم يخرجاه- وقال الذهبي : صحيح-

'আমাদেরকে জনৈক আনছার ব্যক্তি দাওয়াত দেন মদ হারাম হওয়ার পূর্বে। এমন সময় মাগরিবের ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। তখন জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে যায় ও ছালাতে সূরা কাফিরূণ পাঠ করে। কিন্তু তাতে যোগ-বিয়োগ করে। তখন নাযিল হয় সূরা নিসা ৪৩ আয়াতের প্রথমাংশ'। ইমাম হাকেম বলেন, হাদীছটি ছহীহ। কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি'। ইমাম যাহাবীও হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন'। অতঃপর ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকেম বলেন,

وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَائِدَةٌ كَبِيرَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْخَوَارِجَ تَنْسُبُ هَذَا السُّكْرَ وَهَذِهِ الْقِرَاءَةَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ بَرَّأَهُ اللهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ رَاوِيُ الْحَدِيْثِ-

'অত্র হাদীছে বহু উপকারিতা রয়েছে। আর তা এই যে, (আলীর দুশমন) খারেজীরা এই মাতলামি ও এই ক্বিরাআতে যোগ-বিয়োগ হওয়াকে আমীরুল মুমেনীন আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করে, অন্যের দিকে নয়। অথচ আল্লাহ তাঁকে এই দোষ থেকে মুক্ত করেছেন। কেননা তিনিই এই হাদীছের রাবী'।[১১] অতএব ব্যাপারটিতে হযরত আলী (রাঃ) বা কোন একজন ছাহাবীকে নির্দিষ্ট করা ঠিক হবে না।

৯. *আওনুল মা'বূদ হা/৩৬৫৪-এর ব্যাখ্যা।*
১০. *ইবনু জারীর হা/৯৫২৫; তাফসীর ইবনু কাছীর, নিসা ৪৩।*
১১. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩১৯৯, ২/৩০৭ পৃঃ।*

২. الْمَيْسِرُ অর্থ জুয়া। يَسَرَ يَيْسِرُ يَسْرًا জুয়া খেলা, অনুগত হওয়া, সহজ হওয়া, বাম দিক থেকে আসা ইত্যাদি। يسر لي كذا إذا وجب ওয়াজিব হওয়া। الياسر أي الجازر অর্থ কসাই, গোশত বন্টনকারী।

জাহেলী আরবে নিয়ম ছিল যে, তারা উট যবহ করত। অতঃপর তা ২৮ বা ১০ ভাগ করত। অতঃপর তাতে তীরের মাধ্যমে লটারী করত। কোন তীর অংশহীন থাকত। কোন তীরে দুই বা তিন অংশ চিহ্ন দেওয়া থাকত। অতঃপর সেগুলি একটা পাত্রে রেখে নাড়াচাড়া করে সেখান থেকে এক একটা তীর বের করে নিতে বলা হ'ত। ফলে যার তীরে বেশী উঠত, সে বেশী অংশ নিত। আর যার তীর অংশবিহীন থাকত, সে খালি হাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে ফিরে যেত *(মিছবাহুল লুগাত)*।

এভাবে তীর দ্বারা গোশতের অংশ বণ্টন করা থেকেই الياسر হয়েছে। অর্থ اللاعب بالقداح তীরের মাধ্যমে জুয়া খেলুড়ে বা জুয়াড়ী *(কুরতুবী, বাক্বারাহ ২১৯)*। বস্তুতঃ জুয়ার মাধ্যমে প্রতারণা করে অন্যের মাল সহজে হাছিল করা হয় বলে একে 'মাইসির' (الميسر) বলা হয়।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, জাহেলী যুগে উটের গোশতের ভাগ একটি বা দু'টি বকরীর বিনিময়ে বিক্রি হ'ত। যুহরী আ'রাজ থেকে বর্ণনা করেন যে, মাল ও ফলের ভাগও মানুষ ক্রয় করত ভাগ্য নির্ধারণী তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। ইমাম মালেক (রহঃ) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে বর্ণনা করেন, نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِـــاللَّحْمِ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোশতের বিনিময়ে পশু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন'।[১২] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'মাইসির' দু'ধরনের। একটি হ'ল খেলা-ধুলা (اللهو)। অন্যটি হ'ল, জুয়া (القِمـــار)। খেলা-ধুলার মাইসির হ'ল, নারদ (পাশা খেলা), শাতরাঞ্জ (দাবা খেলা) ও সবরকমের খেলা-ধুলা। আর জুয়ার মাইসির হ'ল, মানুষ যেসব বিষয়ে বাজি ধরে ও জুয়া খেলে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, শতরঞ্জ বা দাবা খেলা মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَـــنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِـــهِ 'যে ব্যক্তি নারদশীর (পাশা) খেলল, সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে নিজের হাত ডুবালো'।[১৩] তিনি বলেন, مَنْ لَعِبَ

১২. *মুওয়াত্ত্বা হা/৬৪, সনদ হাসান; বায়হাক্বী ৫/২৯৬, তিনি বলেন, হাদীছটি মুরসাল ছহীহ।*
১৩. *মুসলিম হা/২২৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৬৩; মিশকাত হা/৪৫০০ 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ‘যে ব্যক্তি নারদশীর খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল’।[১৪]

উপরোক্ত খেলা দু’টি পারস্য দেশীয়। যা আরবদের মধ্যে চালু হয়। যাতে জুয়া মিশ্রিত ছিল। ‘মাইসির’ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ হল জুয়া। যার মাধ্যমে অর্থের লোভে মানুষ ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সাথে অনর্থক খেলা-ধূলাকেও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, খেলা-ধূলা বিষয়ে শরী‘আতের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ:

(১) **হারাম :** (ক) যে সম্পর্কে শরী‘আতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন- দাবা, পাশা ইত্যাদি (খ) যে খেলায় প্রাণীর ছবি, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা থাকে (গ) যে খেলা ঝগড়া-বিবাদ ও নোংরামিতে প্ররোচিত করে (ঘ) যে খেলায় অহেতুক অর্থের ও সময়ের অপচয় হয়।

(২) **জায়েয :** (ক) সৈনিকদের কুচ-কাওয়াজ, অস্ত্র চালনা, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি।[১৫] (খ) সাতার কাটা।[১৬]

(৩) **শর্তাধীনে জায়েয :** (ক) যদি ঐ খেলার সাথে জুয়া যুক্ত না থাকে (খ) যদি ঐ খেলা কোন ফরয কাজে বাধা না হয়। যেমন ছালাত, ছিয়াম প্রভৃতি (গ) যদি ঐ খেলা কোন ওয়াজিব কাজে বাধা না হয়। যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য, পারিবারিক দায়িত্ব পালন, লেখা-পড়া ও জ্ঞানার্জন প্রভৃতি (ঘ) যদি ঐ খেলায় কোন অপব্যয় না থাকে (ঙ) যদি ঐ খেলায় অধিক সময়ের অপচয় না হয় (চ) যদি ঐ খেলা ইসলামী শালীনতা বিরোধী না হয়। যেমন হাঁটুর উপরে কাপড় তোলা, মেয়েদের প্রকাশ্যে খেলা করা ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দৈনিক কিছু সময়ের জন্য শরীর চর্চা ও নির্দোষ খেলা-ধূলা ইসলামে জায়েয। এতদ্ব্যতীত স্রেফ আনন্দ-ফূর্তির জন্য খেলা-ধূলা ইসলামে অনুমোদিত নয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ– ‘যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিল, আজকে আমরা তাদের ভুলে যাব। যেমন তারা এদিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছিল’ *(আ‘রাফ ৭/৫১)*।

মদ, জুয়া নিষিদ্ধের কারণ হিসাবে মায়েদাহ **৯১** আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, শয়তান এর মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে ও ছালাত হতে তোমাদের বিরত রাখে’। অতএব যেসব খেলা পরস্পরে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং ছালাত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে, সে সব খেলায় আর্থিক জুয়া থাক বা না থাক, তা অবশ্যই নিষিদ্ধ এবং তা মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত। ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বলেন, كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ– ‘প্রত্যেক বস্তু যা আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং ছালাত হ’তে মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, সেটাই ‘মাইসির’ *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

ইমাম কুরতুবী বলেন, প্রত্যেক খেলা যা আপোষে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং ছালাত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে, তা মদ্যপানের ন্যায় এবং তা হারাম হওয়া ওয়াজিব। আর এটা জানা কথা যে, মদ মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে। কিন্তু জুয়া নেশাগ্রস্ত করে না। এতদসত্ত্বেও এদু’টিকে আল্লাহ সমভাবে হারাম করেছেন মর্মগত দিক দিয়ে দু’টির পরিণতি একই হওয়ার কারণে। দ্বিতীয়তঃ স্বল্প পরিমাণ মদ মাদকতা আনে না, যেমন দাবা ও পাশা খেলা মাদকতা আনে না। তবুও অল্প পরিমাণ মদ যেমন হারাম বেশী পরিমাণের ন্যায়। ঐসব খেলাও তেমনি হারাম। তৃতীয়তঃ মদ্যপানের পর মাদকতা আসে ও তা ছালাত থেকে উদাসীন করে। পক্ষান্তরে খেলার শুরুতেই উদাসীনতা আসে, যা হৃদয়ের উপর মদের ন্যায় আচ্ছন্নতা নিয়ে আসে। ফলে মদ ও খেলার ফলাফল একই হওয়ার কারণে একইভাবে দু’টিকে হারাম করা হয়েছে।[১৭] অতএব উপরোক্ত শর্তাদি পাওয়া গেলে সকল ধরনের খেলা-ধূলা হারাম বলে গণ্য হবে। এইসব কাজে অর্থ দিয়ে, সময় ও শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা ও উৎসাহিত করা অন্যায় ও পাপাচারে সহযোগিতা করার শামিল। যা ইসলামে নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ‘নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটি সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

৩. اَلْأَنْصَابُ একবচনে النَّصَبُ ‘নিদর্শন হিসাবে দাঁড় করানো কোন ঝাণ্ডা বা স্তম্ভ’ *(মিছবাহ)*। একবচনে النُّصُبُ হ’তে পারে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ‘যা বেদীতে যবহ করা হয়’ *(মায়েদাহ ৩)*। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, هِيَ حِجَارَةٌ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَ قَرَابِيْنَهُمْ عِنْدَهَا এটি হ’ল সেই সব পাথর, যেখানে জাহেলী যুগের আরবরা পশু কুরবানী করত *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু জুরায়েজ বলেন, লোকেরা মক্কায় এগুলি যবহ করত। অতঃপর বায়তুল্লাহ্‌র সামনে এগুলির রক্ত ছিটিয়ে দিত ও গোশত বেদীর মাথায় রাখত। এ সময় কা‘বার চারদিকে ৩৬০টি এরূপ বেদী ছিল *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এগুলির মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করত। ইসলাম আসার পর এগুলিকে

১৪. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫০৫ সনদ হাসান।*
১৫. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৭২ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।*
১৬. *ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৩১৫।*
১৭. *তাফসীর কুরতুবী, মায়েদাহ ৯০।*

হারাম ঘোষণা। যদিও যবহের সময় তার উপরে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় *(ইবনু কাছীর)*। কেননা এর ফলে ঐ পাথরকে সম্মান করা হয় *(কুরতুবী)*। যা স্থানপূজার শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন পীর-আউলিয়ার কবরে 'হাজত' দেওয়ার নামে যেসব পশু 'বিসমিল্লাহ' বলে যবহ করা হয়, তা উক্ত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যা স্পষ্টভাবে হারাম। একইভাবে শহীদ বেদী, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি যেখানেই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. اَلْأَزْلاَمُ একবচনে زَلَمٌ বা زُلَمٌ অর্থ পাখনা বিহীন তীর, ভাগ্য নির্ধারণী তীর। এখানে জুয়ার তীর বা শর। যার মাধ্যমে জাহেলী যুগের আরবরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করত। ইবনু কাছীর বলেন, আরবদের নিকট 'আযলাম' ছিল দু'ধরনের। একটি ছিল ভাল-মন্দ নির্ধারণ করার জন্য। অন্যটি ছিল জুয়া। অত্র আয়াতে জুয়াকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে ভাল-মন্দ নির্ধারণে আল্লাহ্র শুভ ইঙ্গিত কামনা করে ছালাতুল ইস্তিখারাহ আদায়ের নির্দেশ এসেছে হাদীছে।[১৮] ফলে উভয় অবস্থায় 'আযলাম' নিষিদ্ধ করা হ'ল।

অন্য আয়াতে একে فِسْقٌ অর্থাৎ পাপকর্ম বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ 'তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল মৃত প্রাণী, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত হয়েছে... এবং জুয়ার তীর দ্বারা যেসব অংশ তোমরা নির্ধারণ করে থাক। এসবই পাপ কর্ম' *(মায়েদাহ ৩)*। ইবনু জারীর বলেন, الاستقسام অর্থ طلب القسم অংশ দাবী করা।

জাহেলী যুগে 'আযলাম' ছিল তিন ধরনের। যেমন একটি তীরে লেখা থাকত إِفْعَلْ 'তুমি কর'। একটিতে লেখা থাকত لاَ تَفْعَلْ 'করো না'। আরেকটিতে কিছুই লেখা থাকত না। অতঃপর যে ব্যক্তি যেটা তুলত, সেটাকেই সে আল্লাহ্র নির্দেশ মনে করত। কিন্তু যখন খালিটা হাতে উঠত, তখন সে পুনরায় লটারি করত। যতক্ষণ না আদেশ বা নিষেধের তীর হাতে আসত *(ইবনু কাছীর)*।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের মূর্তিতে তাদের হাতে ধরা ভাগ্যতীর দেখতে পান। তিনি সেগুলি হটিয়ে দিয়ে বললেন, لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। ওরা ভাল করেই জানে যে, এ দু'জন ব্যক্তি কখনোই এভাবে ভাগ্য নির্ধারণ করতেন না'।[১৯]

বর্তমান যুগে পাখির মাধ্যমে বা রাশি গণনার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। কেউ শান্তির প্রতীক মনে করে পায়রা উড়িয়ে শুভ কামনা করেন। কেউ বিশেষ কোন দিন বা সময়কে শুভ ও অশুভ গণ্য করেন। কেউ মৃত পীরের খুশী ও নাখুশীকে মঙ্গল বা অমঙ্গলের কারণ বলে ধারণা করেন। এসবই 'আযলামের' অন্তর্ভুক্ত যা নিষিদ্ধ এবং স্পষ্টভাবে শিরক।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চারটি বস্তুর মধ্যে প্রধান হ'ল 'মদ'। চাই তা প্রাকৃতিক হৌক বা রাসায়নিক হৌক। প্রাকৃতিক মদ যেমন, পানীয় মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি এবং তামাক ও যাবতীয় তামাকজাত দ্রব্য। রাসায়নিক মদ, যেমন হেরোইন, ফেনসিডিল, কোকেন, মরফিন, প্যাথেড্রিন, ইয়াবা, সীনেগ্রা, আইসপিল এবং সকল প্রকার মাদক দ্রব্য। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের ও বিভিন্ন নামের অগণিত বাংলা মদ ও বিদেশী মদ।

**মাদকের কুফল :**

বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে তামাকজাত দ্রব্য এবং মাদক দ্রব্য। যা প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ তরুণ-তরুণীদের জীবন ও পরিবার এবং ধ্বসিয়ে দিচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। সেই সাথে মাদক ব্যবসা বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ও সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায় চোরাকারবারীরা এই ব্যবসায়ের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়েছে। তাছাড়া ভৌগলিক কারণে এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে মাদক পাচারের আন্তর্জাতিক রুট। অধিকন্তু পার্শ্ববর্তী বৃহৎ রাষ্ট্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে এদেশের উঠতি বয়সের তরুণদের ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য তাদের সীমান্তে অসংখ্য হেরোইন ও ফেনসিডিল কারখানা স্থাপন করেছে এবং সেখানকার উৎপাদিত সব মাদক দ্রব্য এদেশে ব্যাপকভাবে পাচার করছে উভয় দেশের চোরাকারবারী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে। এছাড়া স্থল, নৌ ও বিমান পথের কমপক্ষে ৩০টি রুট দিয়ে এদেশে মাদক আমদানী ও রফতানী হচ্ছে। ফলে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারী মাদক অধিদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট মাদকাসক্তের ৯০ শতাংশই কিশোর, যুবক ও ছাত্র-ছাত্রী। যাদের ৫৮ ভাগই ধূমপায়ী। ৪৪ ভাগ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। মাদকাসক্তদের গড় বয়স কমতে কমতে এখন ১৩ বছরে এসে ঠেকেছে। আসক্তদের ৫০ শতাংশের বয়স ২৬ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। এইসাথে বিস্ময়কর তথ্য হ'ল এই যে, দেশের মোট মাদকসেবীর

১৮. *বুখারী, আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৩২৩ ঐচ্ছিক ছালাত অনুচ্ছেদ-৩৯।*

১৯. *আহমাদ, বুখারী হা/৪২৮৮।*

অর্ধেকই উচ্চ শিক্ষিত। এভাবে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও দিন-মজুর, বাস-ট্রাক, বেবীট্যাক্সি ও রিকশাচালকদের মধ্যেও রয়েছে ব্যাপকভাবে মাদকাসক্তি। আর এটা জানা কথা যে, মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি তামাকসেবীর মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ হ'ল নারী। বাংলাদেশের ৪৩ ভাগ লোক তামাকসেবী। আর তামাক ব্যবহারকারীদের শতকরা ৫৮ ভাগ হ'ল পুরুষ ও ২৯ ভাগ নারী। ধোঁয়াবিহীন তামাকসেবী নারীর সংখ্যা শতকরা ২৮ এবং পুরুষের সংখ্যা ২৬। অর্থাৎ নারীরা তামাক-জর্দা-গুল ইত্যাদি বেশী খায় এবং পুরুষেরা বিড়ি-সিগারেট বেশী খায়। সম্ভবতঃ লোক-লজ্জার ভয়ে নারীরা প্রকাশ্য ধূমপান থেকে বিরত থাকে। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে এই লজ্জা দিন-দিন কমে যাচ্ছে। এমনকি দাড়ি-টুপীওয়ালা ব্যক্তিও এখন প্রকাশ্যে ধূমপানে লজ্জাবোধ করে না। ফলে তাদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেরা আরও বেশী উৎসাহিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে ঐসব দাড়িওয়ালা ধূমপায়ীরা অন্যদের চেয়ে বেশী পাপের অধিকারী হবে।

ধূমপানে বিষপান। কেননা বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় নিকোটিনসহ ৪০০০-এর মত রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে। যারা এগুলো খায় তারা টাকা দিয়ে স্রেফ বিষ কিনে খায়। এজন্য নিকোটিনকে 'খুনী' বলা হয়। কেননা সে প্রথমে ধূমপায়ীর স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। অতঃপর তাকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। অথচ গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৮ জন মাদকাসক্ত শুরুতে ধূমপানের মাধ্যমেই নেশার জগতে প্রবেশ করেছে। অনেকে সখের বশে, কেউ বন্ধু-বান্ধবের চাপে, কেউ হতাশায় ভুগে। মদ ও জুয়ার মধ্যে কিছু উপকারিতা থাকার পরেও আল্লাহ তা হারাম করেছেন। অথচ তামাক ও ধূমপানে কোনই উপকার নেই। বরং শতকরা একশ ভাগই ক্ষতি এবং সবটাই অপচয়। ধূমপায়ীরা বছরে কোটি কোটি টাকা স্রেফ ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এরা শয়তানের গোলাম। আল্লাহ বলেন, 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৭)*। ফলে তামাক ও ধূমপান মদ ও জুয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। আর যারা এগুলি খায়, তারা কতদূর জঘন্য, সহজে অনুমেয়। তামাক গাছ পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই গাছ মাটির এমন কিছু উপাদানকে নষ্ট করে দেয়, যা অন্যান্য ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। সকলেই জানেন যে, তামাক গাছ ছাগল, কুকুর এমনকি শূকরেও খায় না। অথচ মানুষে খায়। তামাক ও ধূমপান এমন এক খাদ্য, যা ক্ষুধা মেটায় না, পুষ্টিও যোগায় না। যা কেবল জাহান্নামীদের খাদ্যের সাথেই তুলনীয়। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ 'যা তাদের পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও মিটাবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/৭)*।

মাদকের কুফল শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সবদিকেই রয়েছে। এর (১) শারীরিক (Physical) কুফলের মধ্যে প্রধান হ'ল, (ক) ফুসফুস আক্রান্ত হওয়া। ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, ক্যান্সার, হৃৎপিণ্ড বড় হওয়া, হার্ট ব্লক, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের ফলে ফুসফুস ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার সহ ২৫ প্রকার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও ধূমপায়ীদের আশপাশের অধূমপায়ীগণ ঐসব রোগ হওয়ার ৩০ শতাংশ ঝুঁকির মধ্যে থাকে। (খ) পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র আক্রান্ত হওয়া। ফলে অরুচি, এ্যাসিডিটি, আমাশয়, আলসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, কোলন ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয় (গ) প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হওয়া। ফলে যৌনক্ষমতা হ্রাস, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী বা খুঁৎওয়ালা সন্তান জন্মদান, সিফিলিস, গণোরিয়া, এইডস প্রভৃতি দূরারোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন চর্মরোগ হ'তে পারে। সর্বোপরি শরীরের সার্বিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে যেকোন সময় যেকোন ধরনের জীবাণু দ্বারা সহজেই একজন মাদকসেবী আক্রান্ত হয়। অনেক মাদকদ্রব্য আছে, যা সেবনে কিডনী বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল ধ্বংস হয়ে যায়। কোন চিকিৎসার মাধ্যমে যা সারানো সম্ভব হয় না। এর ফলে লিভার সিরোসিস রোগের সৃষ্টি হয়, যার চিকিৎসা দুরূহ।

বিশেষজ্ঞদের মতে মাদক ও ভেজাল খাদ্যের কারণেই মরণব্যাধি লিভার ও ব্লাড ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত বেগে। ফলে এখুনি বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি লোক ক্যান্সারের আক্রান্ত। অতএব সাবধান!

**(২) মানসিক (Mental) :**

মাদকের প্রভাবে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তার মধ্যে পাগলামি, অমনোযোগিতা, দায়িত্বহীনতা, অলসতা, উদ্যমহীনতা, স্মরণশক্তি হ্রাস, অস্থিরতা, খিটখিটে মেযাজ, আপনজনের প্রতি অনাগ্রহ এবং স্নেহ-ভালোবাসা কমে যাওয়া ইত্যাদি আচরণ প্রতিভাত হয়।

**(৩) সামাজিক (Social) :**

প্রাথমিকভাবে তার বন্ধুদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ছোটদের প্রতি স্নেহ কমে আসে। অতঃপর সে ক্রমে নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। সে যেকোন সুযোগে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। হেন কোন অপকর্ম নেই, যা তার দ্বারা সাধিত হয় না। দুষ্ট লোকেরা টাকার বিনিময়ে সর্বদা এদেরকেই ব্যবহার করে থাকে। এরা সর্বদা মানুষের ঘৃণা কুড়ায় ও সমাজে নিগৃহীত হয়।

**(৪) অর্থনৈতিক (Economic) :**

বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে প্রতি বছর কেবল তামাকের কারণে বিশ্বব্যাপী ২০০ বিলিয়ন ডলার (১৬২০০ বিলিয়ন টাকা) ক্ষতি হয়। ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপনে ১ হাযার ৩০০ কোটি ডলারের বেশী ব্যয় হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর হিসাব মতে বিশ্বে প্রতিদিন ৪৪ হাযার লোক তামাকজনিত কারণে এবং বছরে ৫০ লক্ষ লোক ধূমপানের কারণে মারা যায়। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, প্রতি বছর

মাদকদ্রব্য, খুন, রাহাযানি, আত্মহত্যা, সড়ক ও বিমান দুর্ঘটনা ও অন্যান্য কারণে মৃত্যু সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মৃত্যু হয় ধূমপানের কারণে'।

উপরে বর্ণিত শুধুমাত্র তামাক জনিত মাদকের ক্ষতির হিসাবের সাথে অন্যান্য মাদক দ্রব্য ও জুয়ার হিসাব যোগ করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের সকল আর্থিক ক্ষতির মধ্যে সিংহভাগ ক্ষতি হয় মদ ও জুয়ার কারণে। বর্তমান যুগে ক্রিকেট জুয়া যার শীর্ষে অবস্থান করছে। অথচ মানুষ যদি আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা মানত, তাহ'লে তারা এই চূড়ান্ত ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যেত।

**মাদক ও ধূমপান বিষয়ে শারঈ নির্দেশ**

আল্লাহ বলেন, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ '(নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ) মানুষের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং সকল নোংরা বস্তু হারাম করেন' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

মাদক ও ধূমপান নিঃসন্দেহে খবীছ ও ক্ষতিকর বস্তু। অতএব তা হারাম। যারা বলেন, তামাক, জর্দা, গুল, বিড়ি, সিগারেট হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে কুরআনে নেই। অতএব তা হালাল কিংবা খুব বেশী হলে মাকরূহ, যা খেতে বাধা নেই। এদের উদাহরণ ঐ ডায়াবেটিস রোগীর মত, যে ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞার ভয়ে চিনি খায় না। কিন্তু রসগোল্লা ছাড়ে না। আসলে বিড়ি-সিগারেট ও তামাক-জর্দা এইসব লোকদের বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়ে দিয়েছে। সেকারণ এরা জ্ঞান থাকতেও জ্ঞানহীন।

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। মাদক ও তামাকজাত দ্রব্যের চাইতে মানুষকে ধ্বংসে নিক্ষেপকারী আর কোন বস্তু আছে? অতএব হে মানুষ! তোমার পালনকর্তার কঠোর নির্দেশ মেনে চলো। মাদক ও তামাক ছেড়ে দাও। আল্লাহ্র নিকট তওবা করো। সুস্থ জীবনে ফিরে এসো।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তোমাদের তিনটি ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হন। (ক) অনর্থক কথা-বার্তা (খ) অধিক হারে প্রশ্ন করা (গ) মাল-সম্পদ নষ্ট করা'।[২০] তামাক সেবন ও ধূমপানে স্রেফ মাল বিনষ্ট হয়। অতএব তা হারাম। (২) তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[২১] ধূমপায়ী তার স্ত্রী-সন্তান, সহযাত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও আশ-পাশের লোকদের কষ্ট দেয় ও তাদের ক্ষতি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে ধূমপায়ী নিজে এবং তার অধূমপায়ী সাথী (Second hand Smoker) সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৩) তিনি বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যের ক্ষতি করো না'।[২২]

২০. *মুসলিম হা/৪৫৭৮; আহমাদ হা/৯০৩৪।*
২১. *বুখারী হা/৬০১৮।*
২২. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০।*

ধূমপায়ীরা সর্বদা নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। অতএব তা নিঃসন্দেহে হারাম। (৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলী। যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয় সমূহ পরিহার করল, সে তার দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করল। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে লিপ্ত হ'ল'।[২৩] (৫) তিনি বলেন, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ 'তুমি সন্দিগ্ধ বিষয় ছেড়ে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও'।[২৪] অতএব হে অজুহাত দানকারী তামাকসেবী ও অতি যুক্তিবাদী ধূমপায়ী! ফিরে এসো আল্লাহ্র পথে। তওবা কর খালেছ ভাবে।

**মাদক নিষিদ্ধ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী সমূহ :**

১. জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম'।[২৫]

২. আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ 'প্রত্যেক পানীয় যা নেশাগ্রস্ত করে, তা হারাম'।[২৬]

৩. জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যার বেশীতে মাদকতা আনে, তার অল্পটাও হারাম'।[২৭]

৪. আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু (মুহাম্মাদ) আমাকে অছিয়ত করেছেন যে, তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগ করে, তার উপর থেকে আল্লাহ্র যিম্মাদারী উঠে যায়। আর তুমি মদ্যপান করবে না। কেননা মদ হ'ল مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'সকল অনিষ্টের মূল'।[২৮]

৫. আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তিকে লা'নত করেছেন। (১) মদ প্রস্তুতকারী (২) মদের ফরমায়েশ দানকারী (৩) মদ পানকারী (৪) মদ বহনকারী (৫) যার প্রতি মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) মদ বিক্রেতা (৮) মদের মূল্য ভোগকারী (৯) মদ ক্রয়কারী (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়'।[২৯]

২৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*
২৪. *আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ; মিশকাত হা/২৭৭৩।*
২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়-১৭ অনুচ্ছেদ-৬।*
২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৩৭।*
২৭. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫।*
২৮. *ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৮০ 'ছালাত' অধ্যায়।*
২৯. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৭৬।*

**মদ্যপানের দুনিয়াবী শাস্তি :**

(ক) জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ– قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ– 'যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি চতুর্থবার পান করে, তবে তাকে হত্যা কর। তিনি বলেন, পরে অনুরূপ একজন ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আনা হ'লে তিনি তাকে প্রহার করেন। কিন্তু হত্যা করেননি'।[30]

(খ) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং আবুবকর ও ওমরের যুগের প্রথম দিকে কোন মদ্যপায়ী আসামী এলে তাকে আমরা হাত দিয়ে, চাদর দিয়ে, জুতা ইত্যাদি দিয়ে পিটাতাম। অতঃপর ওমরের যুগের শেষ দিকে তিনি ৪০ বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু যখন মদ্য পান বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তিনি ৮০ বেত্রাঘাত করেন।[31] অন্য বর্ণনায় লাঠি ও কাঁচা খেজুর ডালের কথা এসেছে। এমনকি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে তার মুখে মাটি ছুঁয়ে মেরেছেন, সেকথাও এসেছে'।[32]

উল্লেখ্য যে, অবিবাহিত যেনাকারের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত কুরআন দ্বারা নির্ধারিত।[33] সেকারণেই মদ্যপানের শাস্তি তার নীচে রাখা হয়েছে। এটির পরিমাণ আদালতের এখতিয়ারাধীন বিষয়। আদালত মদ্যপায়ীর পাপের মাত্রা বুঝে শাস্তির মাত্রায় কমবেশী করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এটা জানা আবশ্যক যে, ইসলামী দণ্ডবিধির লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধন। সেকারণ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য সুন্দরভাবে তওবা করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং পরে যাতে সে পুনরায় ঐ পাপ না করে, সেরূপ সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। একবার অপরাধী সাব্যস্ত হ'লে সে যেন সারা জীবন আইনের চোখে দাগী অপরাধী হিসাবে গণ্য না হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার এক মদ্যপায়ীকে আনা হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মারার জন্য আমাদের হুকুম দিলেন। তখন আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে মারল। অতঃপর তিনি বললেন, ওকে তোমরা তিরস্কার কর। তখন লোকেরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, مَا اتَّقَيْتَ اللهَ؟ مَا خَشِيتَ اللهَ؟ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ 'তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না'? 'তুমি কি আল্লাহ্র শাস্তির ভয় পাও না'? 'আল্লাহ্র রাসূল থেকে কি তুমি লজ্জাবোধ কর না'? ইত্যাদি। অতঃপর যখন লোকটি ফিরে যাচ্ছিল, তখন একজন লোক বলে ফেলল, أَخْزَاكَ اللهُ 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন'! একথা শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলে উঠলেন, لاَ تَقُولُوا هَكَذَا وَلاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ 'তোমরা এরূপ বলো না। তোমরা তার উপরে শয়তানকে সাহায্য করো না'। বরং তোমরা বল, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর'! 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে রহম কর'।[34] অনুরূপ বারবার মদ্যপানের শাস্তিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে জনৈক ব্যক্তি অভিসম্পাৎ করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমরা ওকে অভিসম্পাৎ করো না। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে'।[35]

এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী দণ্ডবিধির লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তির নৈতিক সংশোধন। শাস্তিপ্রাপ্ত হ'লে এবং তওবা করলে ঐ ব্যক্তি নির্দোষ হিসাবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহিত ব্যভিচারীকে 'রজম' অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার পর নিজে তার জানাযা পড়েছেন।[36]

**মদ্যপানের পরকালীন শাস্তি :**

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক মাদকই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিয়মিত মদ পান করেছে এবং তা থেকে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করেছে, আখেরাতে সে ব্যক্তি তা পান করবে না'।[37] অর্থাৎ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করল। অথচ তওবা করল না। আখেরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হ'ল'।[38]

৩. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ : عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ– 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াদাবদ্ধ যে ব্যক্তি নেশাকর বস্তু পান করে

---

৩০. *তিরমিযী হা/১৪৪৪, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬১৭।*
৩১. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৬১৬।*
৩২. *আবুদাঊদ হা/৪৪৮৭; মিশকাত হা/৩৬২০।*
৩৩. *নূর ২৪/২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৫৫৫-৫৮ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।*
৩৪. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬২১; বুখারী, মিশকাত হা/৩৬২৬।*
৩৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৬২৫।*
৩৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৫৬০-৬১।*
৩৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮।*
৩৮. *বুখারী হা/৫৫৭৫, মুসলিম হা/২০০৩।*

তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কি বস্তু হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহের ঘাম অথবা দেহনিঃসৃত রক্ত-পূঁজ'।[৩৯]

পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদের আপ্যায়নের জন্য যে সুরা পরিবেশন করা হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ- خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ- وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ- 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধতম শারাব পান করানো হবে'। 'যার মোহর হবে কস্তুরীর। অতএব প্রতিযোগীরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করুক'। '(শুধু তাই নয়) এতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের'। 'সেটা একটি ঝর্ণা, যা থেকে নৈকট্যশীল বান্দারা পান করবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৫-২৮)*। ঐ শারাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ- بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ- لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ- 'জান্নাতীদের সেবায় রত থাকবে চির কিশোররা'। 'পানপাত্র, কুঁজা ও বিশুদ্ধ শারাবের পেয়ালা সমূহ নিয়ে'। 'সেই শারাব পানে কোন শিরঃপীড়া হবে না বা তারা জ্ঞানহারাও হবে না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১৭-১৯)*। অথচ মদখোর হতভাগারা দুনিয়ায় পচা মদ খেয়ে আখেরাতের বিশুদ্ধতম শারাব থেকে বঞ্চিত হবে।

হাঁ, দুনিয়ায় এইসব পচা-সড়া মদ-তাড়ি খেয়ে অভ্যস্তদের জন্য জাহান্নামেও অনুরূপ দেহনিঃসৃত পচা রক্ত-পুঁজ পানীয় হিসাবে খেতে দেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا- إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا- 'সেদিন তারা সেখানে কোনরূপ শীতলতা কিংবা কোন পানীয় পাবে না'। 'ফুটন্ত পানি ও দেহ নিঃসৃত রক্ত ও পূঁজ ব্যতীত' *(নাবা ৭৮/২৪-২৫; হা-ক্কাহ ৬৯/৩৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯)*। আর খাদ্য হিসাবে তারা পাবে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ও বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত যাক্কূম বৃক্ষ *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৫২)* ও বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনা যরী' ঘাস'। 'যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও মেটাবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/৬-৭)*।

অতএব হে মাদকাসক্ত হতভাগা! যেকোন মুহূর্তে পরকালের ডাক এসে যাবে। আর শুরু হবে কবরে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অতএব দুনিয়ার এই সাময়িক ফূর্তি ছেড়ে দাও। খালেছ তওবা করে ফিরে যাও তোমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌র দিকে। তিনি তোমার তওবা কবুল করবেন। এই তওবার বিনিময়ে তুমি পেতে পার জান্নাতের বিশুদ্ধতম শারাব। আল্লাহ তোমাকে তওবা করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

৩৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯।*

**২য় শাস্তি :** আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا 'যে ব্যক্তি একবার মদ্য পান করে, আল্লাহ ৪০ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল করেন না' (অর্থাৎ সে ছালাতের ছওয়াব পায় না)। এভাবে পরপর তিনদিন যদি সে মদ পান করে ও তিনবার তওবা করে, তবু আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু চতুর্থবার যদি সে মদ পান করে, তাহ'লে তার ৪০ দিনের ছালাত তো কবুল হয় না। উপরন্তু তার তওবা আর কবুল হবে না। এছাড়া পরকালে আল্লাহ তাকে 'নাহরে খাবাল' (وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ) অর্থাৎ জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত রক্ত ও পূঁজের দুর্গন্ধময় নদী হ'তে পান করাবেন'।[৪০] আর মদ খাওয়াটাই হ'ল এর কারণ। মদের পরিমাণ কম হৌক বা বেশী হৌক। তাতে নেশা হৌক বা না হৌক। মদে অভ্যস্ত যারা, তাদের অল্প মদে মাদকতা আসে না। অনুরূপভাবে অল্প তামাক ও ধূমপানে মাদকতা আসে না। কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব তার দেহে ঠিকই পড়ে। সেকারণ জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যার বেশী পরিমাণ নেশা আনয়ন করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম'।[৪১]

**আখেরী যামানায় মদ :**

(ক) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا ، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল, ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে, যেনা বৃদ্ধি পাবে, মদ্যপান বিস্তার লাভ করবে'।[৪২]

(খ) আবু মালেক আশ'আরী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا 'আমার উম্মতের কিছু লোক বেনামীতে মদ্যপান করবে'।[৪৩]

(গ) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ أُمَّتِيْ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا- 'আমার উম্মত আখেরী

৪০. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৪৩-৪৪।*
৪১. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫; বঙ্গানুবাদ হা/৩৪৭৮।*
৪২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৩৭ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়-২৭, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ-২।*
৪৩. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২৯২; ছহীহাহ হা/৯০।*

যামানায় মদ্যপান করবে। তারা একে অন্যভাবে নামকরণ করবে।[৪৪]

উক্ত হাদীছ সমূহের বাস্তবতা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। অতএব মাদকের আগ্রাসী থাবা থেকে সমাজকে বাঁচানোর পথ আমাদের বের করতেই হবে। নইলে আগামী বংশধর শেষ হয়ে যাবে।

**প্রতিরোধের উপায় :**

মাদকতা প্রতিরোধের উপায় মূলতঃ দু'টি : নৈতিক ও প্রশাসনিক। প্রত্যেকটিই দু'ভাগে বিভক্ত।

**১. নৈতিক প্রতিরোধ :** যা দু'ভাবে হ'তে পারে-

**(ক) মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা :**

পিতা-মাতা, গুরুজন, শিক্ষক ও বয়স্কদের উপদেশের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। বর্তমানে সেক্যুলার কিছু ব্যক্তি ও দু'একটি সংবাদপত্র 'মাদককে না বলো' অভিযান করে থাকেন। অনেকে সেমিনার ও টিভিতে টকশো করেন। এগুলোতে যে আসলেই কোন কাজ হয় না, বরং কেবল মিডিয়ায় ছবি ও নাম প্রকাশ হয়, এটা উদ্যোগীরা ভালভাবেই জানেন। বরং এইসব ছবি দেখিয়ে বহু মদ্যপায়ী ও মদ চোরাচালানী আদালত থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে।

**(খ) ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা :**

এটাই হ'ল এর প্রধান চিকিৎসা। একমাত্র আল্লাহভীতিই মানুষকে এ শয়তানী খপপর থেকে মুক্ত করতে পারে। আখেরাতে জবাবদিহিতা এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় মানুষকে মাদকের কুহক থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে পারে। মদ নিষিদ্ধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের অবস্থা কিরূপ পরিবর্তিত হয়েছিল, একটু পরেই আমরা তা বিস্তারিত তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

**২. প্রশাসনিক প্রতিরোধ :**

নৈতিক চিকিৎসার পাশাপাশি প্রশাসনিক প্রতিরোধ অবশ্যই যরূরী। এটি দু'ভাবে হ'তে পারে। এক- রাষ্ট্রীয় এবং দুই- সামাজিক।

(ক) রাষ্ট্রীয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এজন্য প্রথমদিকে মদ্যপায়ীকে সর্বসমক্ষে হাত দিয়ে, খেজুরের ডাল দিয়ে বা জুতা দিয়ে মারতে বলতেন ও তাকে তিরষ্কার ও নিন্দা করতে বলতেন। যাতে সে লজ্জিত হয় ও ভীত হয়। মদের পাত্র সমূহ ভেঙ্গে ফেলা হয়। তৈরী করা ও আমদানী করা সব মদ ফেলে দেওয়া হয়। মদ তৈরীর সকল সরঞ্জাম বিনষ্ট করা হয় ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরে আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে ৪০ বেত ও ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে ৮০ বেত মারার বিধান জারি করা হয়। বর্তমান যুগেও বিচার বিভাগকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা নিতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সাথে সাথে মদ তৈরী, সেবন, বহন ও তামাক-গাঁজা ইত্যাদির উৎপাদন ও তামাকজাত দ্রব্যের বিপণন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(খ) সামাজিক প্রতিরোধ : মানুষ সামাজিক জীব। তাকে সমাজে বসাবস করতে হয়। যে সমাজে সে বাস করে, তারা যদি তার মাদক সেবনকে ঘৃণা করে ও তাকে বয়কট করে, তাহ'লে সে লোকলজ্জার ভয়ে হ'লেও এই বদভ্যাস ত্যাগ করবে। এ কারণেই মদ্যপায়ীর শাস্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জনসমক্ষে দিতেন। সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হ'ল পরিবার। পরিবারের সদস্যরা যদি তাকে ঘৃণা করে, তাতেই কাজ বেশী হয়। কিন্তু যদি পরিবার ব্যর্থ হয়, তখন প্রতিবেশীরা ও সমাজনেতারা তাকে সামাজিক শাস্তির মুখোমুখি করবে। না পারলে তাকে একঘরে করবে। তার সাথে বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় সামাজিক লেনদেন বন্ধ করবে। যতক্ষণ না সে তওবা করে ভাল হয়ে যায়। সর্বদা লক্ষ্য হবে ব্যক্তির সংশোধন।

যদি কোন মুসলমান মদ্যপায়ী হয়, তবে তার তওবা করার মোক্ষম সুযোগ হ'ল রামাযান মাস। কারণ এ মাসে ছিয়াম অবস্থায় সে সারাদিন অভুক্ত থাকে। আল্লাহ্র ভয়ে সে গোপনে এক গ্লাস পানিও পান করে না। অতএব এ সময় তাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, যে আল্লাহ্র ভয়ে সারাদিন হালাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিনি, সেই আল্লাহ্র ভয়ে ইফতারের পর থেকে সাহারী পর্যন্ত এই সময়টুকু কি আমি হারাম খাদ্য ও পানীয় তথা মদ ও মাদক দ্রব্য পরিহার করতে পারব না? আল্লাহ সবই দেখছেন ও শুনছেন *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*, এ বিশ্বাসটুকু দৃঢ় থাকলেই মদ ত্যাগ করা সহজেই সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। শুধু প্রয়োজন তওবা করার দৃঢ় মানসিকতা ও আল্লাহ্র ভয়।

আর যদি মাদকসেবী নাস্তিক ও বিধর্মী হয়, তবে কেবলমাত্র দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমেই তাকে মদ পরিত্যাগ করতে হবে। যদিও তা স্থায়ী হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

**অন্যান্য প্রতিকার ব্যবস্থা :**

নৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে সাথে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

(১) সৎ ও আদর্শবান যুবসংগঠন বা ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়া। যারা সর্বদা সাথীদের ও অন্যান্যদের মধ্যে মাদক বিরোধী চেতনা জাগরূক রাখবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রচার অব্যাহত রাখবে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক ও ধূমপানের বিরুদ্ধে পাঠ দান করা এবং শিক্ষা সিলেবাসে কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতিসহ পৃথক অধ্যায় সংযোজন করা।

(৩) চিকিৎসকগণ তাদের রোগীদের কাছে মাদক ও ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরলে তা দ্রুত ফলদান করে এবং জনগণ দ্রুত এ বদভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে।

---

৪৪. *ত্বাবারাণী কাবীর; ছহীহাহ হা/৯০।*

(৪) আলেম ও খতীবগণ যদি কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে তাদের শ্রোতা ও মুছল্লীদের সম্মুখে মাদক ও ধূমপানের অপকারিতা ও পরকালীন শাস্তির কথা তুলে ধরেন, তাহ'লে দ্রুত সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। যা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রশাসনের চাইতে সহজে এবং দ্রুত ফল দান করে থাকে।

(৫) আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশন থেকে সন্তানদের বাঁচানোর জন্য মোবাইল, কম্পিউটার, টিভির নীল ছবি থেকে তওবা করতে হবে। নিজের চোখ ও কানকে সর্বাগ্রে মুসলমান বানাতে হবে। যাতে ঐ দু'টি খোলা জানালা দিয়ে মনের গহীনে কোন নোংরা বস্তু প্রবেশ না করে। যা যেকোন সময়ে মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার ও সমাজনেতাদেরকে এদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেন তরুণ সমাজ বিপথে না যায়।

**দু'টি শিক্ষণীয় ঘটনা :**

১. ছাহাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, যেদিন মদ হারাম ঘোষিত হয়, সেদিন আমি আবু ত্বালহার বাড়ীতে মেহমানদের মদ পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলাম। সেদিন 'ফাযীহ' (اَلْفَضِيْخُ) নামক উন্নত মানের মদ পরিবেশিত হচ্ছিল। এমন সময় ঘোষণা শোনা গেল, أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ 'সাবধান হও! মদ হারাম করা হয়েছে'। সাথে সাথে মদের বড় বড় কলসীগুলো সব রাস্তায় ফেলে দেওয়া হ'ল। বাড়ীওয়ালা আবু ত্বালহা বললেন, তুমি বের হও এবং ওগুলিকে জ্বালিয়ে দাও। তখন আমি সব জ্বালিয়ে দিলাম। এসময় মদীনার অলি-গলিতে মদের স্রোত বয়ে গেল। আমাদের কেউ ওযূ করল। কেউ গোসল করল। কেউ গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে পেটের ভিতরকার সবকিছু বমি করে ফেলে দিল। অতঃপর আমরা সবাই মসজিদে গেলাম। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সূরা মায়েদাহ ৯০ ও ৯১ আয়াত দু'টি পাঠ করে শুনালেন। তখন একজন বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে যারা মদ পান করেছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের উপায় কি হবে? তখন মায়েদাহ ৯৩ আয়াতটি নাযিল হয়। যেখানে বলা হয় لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য তাতে কোন গোনাহ নেই, যতটুকু তারা খেয়েছে, যদি তারা সংযত হয়'... *(মায়েদাহ ৫/৯৩)*।[৪৫]

(২) ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার সিনেট মদ্য নিবারক আইন' (Prohibition law) পাস করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে উক্ত আইন বাতিল করে। এই আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে মদের অপকারিতা বুঝানোর জন্য প্রকাশিত বই-পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৯০০ কোটির মত। আর ব্যয় হয়েছে মোট ৬৫ কোটি পাউন্ডের মত। এছাড়া ১৪ বছরে ২০০ লোক নিহত হয়। ৫ লাখ ৩৪ হাযার ৩৩৫ জন কারারুদ্ধ হয়। নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে আমেরিকায় মদ চোলাইয়ের অনুমোদিত দোকানের সংখ্যা ছিল ৪০০। কিন্তু নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মাত্র ৭ বছরের মধ্যে ৭৯,৪৩৭ জন কারখানা মালিককে গ্রেফতার করা হয় এবং ৯৩,৮৩১টি মদের দোকান বাযেয়াফত করা হয়। এটি ছিল সর্বমোট কারখানা ও দোকানের এক দশমাংশ। কেবল নিউইয়র্ক শহরেই নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে যেখানে মদ্যপানে রোগাক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৭৪১ জন ও মৃতের সংখ্যা ছিল ২৫২ জন। সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষণার পরে ১৯২৬ সালে রোগাক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ হাযারে এবং মৃতের সংখ্যা সাড়ে সাত হাযারে পৌঁছে যায়। এতদ্ব্যতীত দেশে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাযানি, যেনা-ব্যভিচার ও সন্ত্রাস এত বেড়ে যায় যে, ১৯৩৩ সালের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার প্রতি তিনজনে একজন পেশাদার অপরাধী। তবে হত্যাকাণ্ডের অপরাধ আরও বেড়ে শতকরা সাড়ে তিনশ' ভাগে উন্নীত হয়েছে'।

প্রিয় পাঠক! পৃথিবীর দুই গোলার্ধের দু'টি সমাজচিত্র সামনে রাখুন ও দু'টি সংস্কার প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করুন। প্রথমটি হ'ল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঘটনা। যখনকার মানুষ নারী ও মদে চুর হয়ে থাকত। আরবী ভাষায় কেবল মদের ২৫০টির মত শব্দ ছিল। এতেই বুঝা যায়, মদ তাদের সমাজকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অথচ সেই মানুষগুলিকে মদ থেকে ফিরানোর জন্য কোন প্রচারণা চালানোর প্রয়োজন হয়নি। কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে হয়নি। আল্লাহ্র হুকুম জানতে পারার সাথে সাথে তারা মদ পান রত অবস্থায় মদের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল। গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে দিল। মদের কলসীগুলো সাথে সাথে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল ও জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল। মদীনার অলিতে-গলিতে মদের স্রোত বয়ে গেল। যারা মদ ছাড়তে চায়নি, তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হ'ল। সমাজ জীবন থেকে মদ বিদায় নিল।

অথচ আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বলে খ্যাত আমেরিকার গৃহীত 'বিশ্ব ইতিহাসের বৃহত্তম সংস্কার প্রচেষ্টা' একেবারেই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হ'ল। কারণ এটা ছিল স্রেফ জনমতের উপর নির্ভরশীল। যা সদা পরিবর্তনশীল। এখানে চিরস্থায়ী কোন এলাহী নির্দেশনা ছিল না। আখেরাতে মুক্তি ও চির শান্তির কোন গ্যারান্টি সেখানে ছিল না। ফলে স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থে গৃহীত এই বৃহত্তম দুনিয়াবী প্রচেষ্টা দুনিয়াপূজারী নেতাদের হাতেই ব্যর্থ হ'ল। চৌদ্দ বছর পূর্বে তারা যেটাকে হারাম ঘোষণা করেছিল, তারাই তাকে পুনরায় হালাল করল। গণতন্ত্রের কাছে স্থায়ী সত্য বলে কিছু নেই। নফসরূপী

৪৫. *বুখারী হা/৪৬২০ 'তাফসীর' অধ্যায়; ইবনু জারীর হা/১২৫২৭; তাফসীর ইবনু কাছীর।*

শয়তানের পূজা করাই এর ধর্ম। আর মদ হ'ল শয়তানের সবচেয়ে বড় বাহন।

**'উম্মুল ফাওয়াহেশ'**

(১) মদকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'উম্মুল ফাওয়াহেশ' বা 'সকল নির্লজ্জতার উৎস' বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صــ يَقُولُ : الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মদ হ'ল সকল নির্লজ্জতার উৎস এবং সকল পাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি মদ পান করে, সে তার মা, খালা, ফুফু সকলের উপর পতিত হয়'।[৪৬]

(২) উক্ত মর্মে হযরত ওছমান গণী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটি হ'ল সকল নিকৃষ্ট কর্মের উৎস'। মনে রেখ তোমাদের পূর্বেকার একজন সাধু ব্যক্তি সর্বদা ইবাদতে রত থাকত এবং লোকালয় থেকে দূরে থাকত। একদা এক বেশ্যা মেয়ে তাকে প্রলুব্ধ করল। তার কাছে সে তার দাসীকে পাঠিয়ে দেয়। সে গিয়ে বলে যে, আমরা আপনাকে আহ্বান করছি একটি ব্যাপারে সাক্ষী থাকার জন্য। তখন সাধু লোকটি দাসীটির সাথে গেল। যখনই সে কোন দরজা অতিক্রম করত, তখনই তা পিছন থেকে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হ'ত। এভাবে অবশেষে একজন সুন্দরী মহিলার কাছে তাকে পৌঁছানো হ'ল। যার কাছে একটি বালক ও এক পাত্র মদ ছিল। তখন ঐ মহিলাটি তাকে বলল, আমি আপনাকে সাক্ষ্য করার জন্য ডাকিনি। বরং ডেকেছি আমার সাথে যেনা করার জন্য। অথবা এই বালকটিকে আপনি হত্যা করবেন অথবা এই এক পেয়ালা মদ পান করবেন। সাধু লোকটি তখন মদ পান করল। অতঃপর বলল, আরো দাও। অতঃপর সে মাতাল হয়ে গেল। ফলে সে উক্ত নারীর সাথে অপকর্ম করল এবং ঐ বালকটিকেও হত্যা করল। অতএব তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। فَإِنَّهَا وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيْمَانُ وَالْخَمْرُ إِلاَّ لَيُوْشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ 'কেননা মদ ও ঈমান কখনো একত্রে থাকতে পারে না। বরং একটি আরেকটিকে বের করে দেয়'।[৪৭]

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্যক্তি ও সমাজকে ধ্বংস করার জন্য কেবলমাত্র মদই যথেষ্ট। অতএব ব্যক্তি জীবনে কঠোরভাবে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা অতীব যরূরী। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

৪৬. *দারাকুৎনী হা/৪৫৬৫; ছহীহাহ হা/১৮৫৩।*
৪৭. *নাসাঈ হা/৫৬৬৬-৬৭; বায়হাক্বী ৮/২৮৭-২৮৮।*

# আল-কুরআনের আলোকে ক্বিয়ামত

*রফীক আহমাদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্বিয়ামত দিবসের প্রতিকূল পরিবেশে অপরাধীদের বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ–

'যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দিবে। অথচ তারা দেখতে পাবে; আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। আর দেখবে তাদের দুষ্কর্ম সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তা তাদেরকে ঘিরে নিবে' *(যুমার ৪৭-৪৮)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আযাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ থাকত তবে কি তুমি সে সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন, আদমের ঔরসে থাকাকালে এর চেয়েও সহজ বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ' *(বুখারী)*।

পবিত্র কুরআনে ক্বিয়ামতের বর্ণনা নানাভাবে নানা পর্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। তবে এসব বর্ণনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল ক্বিয়ামতের প্রতি বিদ্যমান অবিশ্বাস হ'তে মানব জাতিকে ফিরিয়ে আনা। কুরআন আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, রহমত, ছওয়াব, গযব ও আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক। এজন্য ক্বিয়ামতের মহা নিনাদ, ভয়ঙ্কর গর্জন, ভীতিকর পরিবেশ ইত্যাদির মাঝে হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অপরাধীরা তাদের দীর্ঘজীবনের অপকর্মের সময়কে খুবই সল্প সময় হিসাবে ব্যক্ত করে স্বস্তি লাভের চেষ্টা করবে। এক পর্যায়ে গোনাহগাররা পৃথিবীর সব ধন-সম্পদের বিনিময়েও আল্লাহ্র কঠোর আযাব হ'তে রক্ষা লাভের জন্য প্রলাপ করবে। এসব বিষয় উপরের আয়াতে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পাপী কাফেরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ি ও জাহান্নাম।

আর মুমিন ও ইবাদতকারীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নে'মত, যা তারা কল্পনা করতে পারবে না। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

فَلاَ تَعْلَمُ نَفسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُوْنَ، أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَات فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ–

'কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম' *(সাজদাহ ১৭-২০)*।

মানব জাতির জন্য আল্লাহপাক বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। একইভাবে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের জন্য এক বিশাল ও বিপুলায়তনের অন্ত র্জগতও সৃষ্টি করেছেন নিখুঁত ও নিরঙ্কুশভাবে। এই অন্ত র্জগতই হ'ল মানুষের সম্মান, খ্যাতি ও যশের একমাত্র লীলাভূমি। আবার কলংক, অধঃপন ও অমর্যাদার অতল তলে তলিয়ে যাওয়ারও পথ। সমগ্র বিশ্বজগতের অসীম অনন্ত ও অবাধ্য পরিবেশের চেয়ে, ব্যক্তিগত অন্তর্জগতের সীমাবদ্ধ ও বাধ্যগত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলক অনেক সহজ। এজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করার জন্য মানুষকে বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। অতঃপর যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তারা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হয় এবং সৎপথ প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে যারা শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র স্মরণ ভুলে যায় বা অগ্রাহ্য করে, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ফলে তারা জাহান্নামের আমল করে নিজেদের ধ্বংস করে।

ক্বিয়ামতে আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে অন্ধ করে উঠাবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْراً، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى–

'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। অতএব তোমাকে আজ ভুলে যাব' *(ত্বোয়া-হা ১২৪-১২৬)*।

একইভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে যে,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ-

'যেদিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা যা কিছু তারা করত। সেদিন আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য স্পষ্ট ব্যক্তকারী' *(নূর ২৪-২৫)*।

আলোচ্য বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়াসে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রত্যাদেশ করেন,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءَ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ، حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْراً مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ-

'যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুর বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না' *(হা-মীম-সাজদাহ ১৯-২২)*।

ক্বিয়ামত হবে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ) হ'তে শুরু করে শেষ দিবসের শেষ মানুষ পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সমস্ত মানুষের মিলন কেন্দ্র, পরীক্ষা কেন্দ্র তথা বিচার কেন্দ্র। সেখানে যা ঘটবে তার একটি ছোট্ট নমুনা। যা উপরের আয়াতে সকল মানবের অবগতির জন্য বর্ণিত হয়েছে। মানুষের হাত, পা, কান, চোখ, ত্বক ইত্যাদি তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এটা অবশ্যই বিস্ময়কর। ঐ দিন সকল মানুষ ক্বিয়ামতের ময়দানে সমবেত হবে, কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবে না এবং সকলকে একাকী অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে হাযির হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْداً، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً، وَكُلُّهُمْ آتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً-

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে' *(মারিয়াম ৯৩-৯৫)*।

অতঃপর ঐদিন আল্লাহ তা'আলা সুদীর্ঘ সময়ের বিপুল সংখ্যক মানুষের খতিয়ান বহিঃপ্রকাশ করে দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। মহিমাময় পরওয়ারদেগার তাঁর অলৌকিক শক্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন। মানুষের কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। অতঃপর তাদের কর্মফল অনুযায়ী তাদের কারো ডান হাতে ও কারো বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তরা হবে সৌভাগ্যবান এবং বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্তরা হবে দুর্ভাগ্যবান। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন,

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيْراً، وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوْراً، وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْراً، وَيَصْلَى سَعِيْراً-

'যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজ হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিছনদিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৭-১২)*।

ক্বিয়ামত দিবস অবিশ্বাসী ও কাফেরদের জন্য হবে মারাত্মক, তারা প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে; হয় আমলনামা হাতে আসার পরে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব স্বশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। ফলে ক্বিয়ামতের অলৌকিক দৃশ্য কাফেরদের সামনে হাযার বছরের সমতুল্য মনে হবে। পক্ষান্তরে সৎকর্মপরায়ণদের সামনে এর কোন প্রভাবই পড়বে না। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ، ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ-

'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন। অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাযার বছরের সমান। তিনিই দৃশ্য ও

অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু' *(সাজদাহ ৫-৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ 'ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বছর' *(মা'আরিজ ৪)*।

ক্বিয়ামতে সীমালংঘনকারীরাই সর্বাধিক আতংক, উৎকণ্ঠা ও হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হবে। কাফের, মুনাফিক ও অবিশ্বাসীরাও আতংকগ্রস্ত থাকবে এবং অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। অতীত জীবনের স্থায়িত্ব কালকে খুবই সামান্য সময় হিসাবে ব্যক্ত করবে। তাদের সেই উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দার অবগতির জন্য বাণী অবতীর্ণ করেন,

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا 'যেদিন তারা (কাফেররা) একে (ক্বিয়ামত) দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে' *(নাযি'আত ৪৬)*।

একই বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ-

'ওদেরকে (কাফেরদের) সে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হ'ত, তা সেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা দিনের এক মুহূর্তেরও বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়' *(আহক্বাফ ৩৫)*।

এ বিষয়ে মুমিনদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُوْنَ، قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ، قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّيْنَ-

'আজ আমি তাদেরকে তাদের ছবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। আল্লাহ বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন' *(মুমিনূন ১১১-১১৩)*।

ক্বিয়ামত দিবসের সর্বশেষ অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করে বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের যতটুকু কষ্ট হয়, তোমাদের রবকে দেখতেও তোমাদের ততটুকু কষ্ট হবে মাত্র। তারপর তিনি বললেন, সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলবে যে, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সেই জিনিসের সাথে হয়ে যাও। সুতরাং ক্রুশধারীরা ক্রুশের সাথে চলে যাবে, মূর্তিপূজকরা মূর্তির সাথে হয়ে যাবে। এভাবে প্রতি মা'বূদের অনুসারীরা তাদের উপাস্যের কাছে যাবে। তারপর যারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করত, তারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। তারা গোনাহগার বা নেককার যাই হোক না কেন। সাথে সাথে আহলে কিতাবদের অবশিষ্ট কিছু লোকও থাকবে। এরপর জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। তা মরীচিকার মত মনে হবে। তখন ইহুদীদের বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহ্র বেটা উযায়েরের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্র তো কোন স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। (তাদেরকে পুনরায় বলা হবে) তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আপনি আমাদের পানি পান করতে দিন। বলা হবে ঠিক আছে, পানি পান করে নাও। তারপর তারা জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। এরপর নাছারা (খৃষ্টান)-দেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্র বেটা (ঈসা) মসীহের ইবাদত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ্র তো স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। (তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে) তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে বলা হবে, ঠিক আছে পান করে নাও। তারপর তারা জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতকারীরা। তাদের মধ্যে নেককারও থাকবে, গোনাহগারও থাকবে। তাদের বলা হবে, সব লোক তো চলে গেছে, কিন্তু তোমাদেরকে কিসে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলবে, আমরা তো তখনই তাদেরকে বর্জন করেছিলাম, যখন আজকের চাইতে তাদের বেশী প্রয়োজন ছিল। আমরা এমর্মে একজন ঘোষকের ঘোষণা শুনেছি যে, যে কওম যার জিনিসের ইবাদত করত, সেই কওম তার সাথে হয়ে যাও। আমরা (সেই ঘোষণা অনুসারে) আমাদের রবের জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এরপর মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন। কিন্তু প্রথমবার ঈমানদারগণ যে আকৃতিতে তাঁকে দেখেছিলেন তিনি সেই আকৃতিতে আসবেন না। তিনি (এসে) বলবেন, আমি তোমাদের রব! সবাই বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। (সে সময়) নবীগণ ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলবেন না। তোমরা কি তাঁর কোন চিহ্ন জান? তারা বলবে, সাক বা পায়ের নলার তাজাল্লী। সেই সময় সাক খুলে

দেয়া হবে। তখন সব ঈমানদারই সিজদায় পড়ে যাবে। তবে যারা প্রদর্শনীর জন্য আল্লাহকে সিজদা করতো তারা থেকে যাবে। তার সেই সময় সিজদা করতে চাইলে, তাদের মেরুদণ্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি তক্তার ন্যায় হয়ে যাবে। (তাই তারা সিজদা করতে পারবে না)।

তারপর পুলছিরাত এনে জাহান্নামের উপরে পাতা হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পুল বা পুলছিরাত কি? তিনি বললেন, পিচ্ছিল জায়গা, যার উপর লোহার হূক এবং চওড়া ও বাঁকা কাঁটা থাকবে যা নজদের সা'দান গাছের কাঁটার মতো। মুমিনগণ এ পুলছিরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ ছহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুনে ঝলসে যাবে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোন রকমে অতিক্রম করবে। আজ তোমরা হকের দাবীতে আমার তুলনায় ততখানি কঠোর নও, যতখানি কঠোর সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) ঈমানদারগণ প্রতাপশালী আল্লাহ্র কাছে হবে।

(আর তোমরা যে হকের দাবীতে আমার চাইতে বেশী কঠোর নও তা তো) তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন তারা (ঈমানদারগণ) দেখবে যে, তাদের ভাইদের মধ্যে তারাই শুধু নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেই সব ভাইয়েরা কোথায়, যারা আমাদের সাথে ছালাত পড়ত, ছিয়াম পালন করত ও নেক আমল করত? আল্লাহ বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে আনো। আল্লাহ তাদের আকৃতিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। তাদের কারো দু'পা ও পায়ের নলা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে ডুবে থাকবে। তারা (ঈমানদারগণ) যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আনবে। তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে তাদেরকেও বের করে আন। সুতরাং তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে মুক্ত করবে এবং তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, যাও যাদের হৃদয়ে একবিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে আনো। সুতরাং (এবারও) তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে মুক্ত করে আনবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহ'লে ইচ্ছা করলে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করো (তাতে একথার সত্যতার সমর্থন পাবে)। আল্লাহ (কারো প্রতি) একবিন্দু পরিমাণ যুলুমও করেন না। বরং কোন নেকীর কাজ হ'লে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন। এভাবে নবী, ফেরেশতা এবং ঈমানদারগণ শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন।

তারপর পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখন একমাত্র আমার শাফা'আতই অবশিষ্ট আছে। তিনি এক মুষ্টি ভরে জাহান্নাম থেকে একদল লোককে বের করবেন, যাদের গায়ের চামড়া পুড়ে কাল হয়ে গেছে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত 'হায়াত' নামক একটি নহরে নামানো হবে। তারা এর দু'তীরে এমনভাবে তরতাজা হয়ে উঠবে, যেমন তোমরা পাথর বা গাছের পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতের কিনারে বীজকে দ্রুত অঙ্কুরোদ্গম করতে দেখ। এর মধ্যে যেটা রোদে থাকে সেটা সবুজ হয়, আর যেটা ছায়ায় থাকে সেটা সাদা হয়। তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। তখন তাদেরকে মোতির দানার মত মনে হবে। তাদের গলায় সীলমোহর লাগান হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করলে জান্নাতবাসীরা বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহ্র মুক্ত করা লোক। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিয়েছেন, অথচ (এজন্য) তারা কোন আমল বা কল্যাণের কাজ করেনি। (জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে) তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা দেখছো তা তোমাদেরকে দেয়া হ'ল এবং অনুরূপ পরিমাণ আরও দেয়া হ'ল' *(বুখারী)*।

ক্বিয়ামত সম্পর্কিত আলোচনার শেষ প্রান্তে বর্ণিত হাদীছটি মোটামুটি ভাবে মানবমণ্ডলীর সর্বব্যাপক কর্মকাণ্ডের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছে। মহানবী (ছাঃ) ক্বিয়ামত সম্পর্কিত বিপুলসংখ্যক আয়াতগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেই উপরের সংক্ষিপ্ত হাদীছটির অবতারণা করেন। আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী ধর্মীয় তত্ত্বের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনে অসংখ্য মা'বূদের ইবাদতে আত্মোৎসর্গকারীদের পরিণতির পৃথক পৃথক ইতিহাস হাদীছটিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এক মা'বূদের ইবাদতকারীদের মধ্যে খাঁটি মুমিন এবং তুলনামূলকভাবে কিছু ত্রুটিযুক্ত মুমিন এবং আরও সামান্য ঈমান ওয়ালা মুমিনের সর্বশেষ অবস্থার বাস্তব চিত্রও হাদীছটিতে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা এখানে পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে উক্ত হাদীছটি পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উভয়ের মূল্যায়ন এক ও অভিন্ন।

ক্বিয়ামতের উপরোক্ত বিবরণ পড়ে আমাদের উচিত এখনই সাবধান হওয়া। সেই দিনের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেওয়া। যাতে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে আমরা নাজাত লাভ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

# পরহেযগারিতা

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

**ভূমিকা :**

পরহেযগারিতা বা আল্লাহভীরুতা দ্বীনের ভিত্তিসমূহের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতা ছাড়া ঈমান কখনোই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ঈমান হ'ল একটি বৃক্ষের ন্যায় আর পরহেযগারিতা হ'ল তার সৌন্দর্য। পানি যেমন কাপড় থেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা দূর করে দেয়, পরহেযগারিতা তেমনি মানবাত্মাকে যাবতীয় মানবিক ব্যাধি হ'তে মুক্ত করে সুন্দর মানুষে পরিণত করে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে পরহেযগারিতার সংজ্ঞা, তা অবলম্বনের উপকারিতা এবং অর্জনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

**পরহেযগারিতার সংজ্ঞা :**

আভিধানিক অর্থে বিরত থাকা, সংকোচ বোধ করা, হারাম থেকে বিরত থাকা, (বিশেষ অর্থে) হালাল ও মুবাহ বস্তু থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।[৪৬]

পারিভাষিক অর্থে শরীফ জুরজানী বলেন, الورع: اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات 'দ্বীনদারী হ'ল, হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ হ'তে বেঁচে থাকা'।[৪৭]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যে কাজ করলে আখেরাতে ক্ষতির আশংকা থাকে, তা পরিহার করাকে পরহেযগারিতা বলা হয়'।[৪৮]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন, 'পরহেযগারিতা হ'ল- সকল প্রকার সন্দেহযুক্ত বস্তু, অনর্থক কর্মকাণ্ড ও অতিরঞ্জিত কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা'।[৪৯]

পরহেযগারিতার সংজ্ঞায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন তিনি বলেছেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ 'ব্যক্তির ইসলামী সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিহার করা'।[৫০]

**পরহেযগারিতার স্তর সমূহ :**

রাগেব ইস্পাহানী পরহেযগারিতাকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছেন।-

(১) **ওয়াজিব :** সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকা। এ প্রকারের পরহেযগারিতা অর্জন করা সকল মানুষের উপর ওয়াজিব।

(২) **মুস্তাহাব :** সন্দেহপূর্ণ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। মধ্যম স্তরের পরহেযগার ব্যক্তিদের জন্য এ স্তরটি প্রযোজ্য।

(৩) **মাফযূল :** অনেক মুবাহ এবং স্বল্প প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ থেকেও বিরত থাকা। নবী-রাসূল, শহীদগণ এবং ছালেহ বান্দাদের জন্য এ স্তরটি প্রযোজ্য।[৫১]

**পরহেযগারিতা অবলম্বনের গুরুত্ব ও মর্যাদা :**

পরহেযগারিতা অবলম্বনের প্রভূত মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীছে আলোকপাত করা হয়েছে। একদা রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে পরহেযগারিতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ 'হে আবু হুরায়রা! তুমি পরহেযগার হও, তাহ'লে তুমি সকল মানুষের চেয়ে বড় ইবাদতকারীতে পরিণত হবে'।[৫২]

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ دِيْنِكُمُ الْوَرَعُ 'তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ'ল পরহেযগারিতা'।[৫৩]

রাসূল (ছাঃ) যেভাবে দ্বীনদারী অবলম্বনের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে সালাফে ছালেহীনও দ্বীনদারী অবলম্বনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁরা কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে তাক্বওয়া অর্জন ও দ্বীনদারী অবলম্বন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন- ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ لَيْسَ بِالطَّنْطَنَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَلَكِنَّ الدِّيْنَ الْوَرَعُ

'শেষ রাতে নড়াচড়া করা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া বা যিকির-আযকার করা প্রকৃত দ্বীন নয়, বরং দ্বীন হ'ল, পরহেযগারিতা অবলম্বন করা'।[৫৪]

অর্থাৎ যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে। অথচ হারাম-হালালের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, মানুষের হকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে কোন বাছ-বিচার করে না, তারা কখনোই দ্বীনদার নয়। ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তাদের এরূপ আমল কোনই কাজে আসবে না।

হাসান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হ'ল, সর্বদা দ্বীনী চিন্তা-ভাবনা রাখা এবং পরহেযগারিতা অবলম্বন করা।[৫৫]

অর্থাৎ যারা প্রতিটি কর্মে দ্বীনকে প্রাধান্য দেয় ও পরহেযগারিতা অবলম্বন করে, তাদের মধ্যে প্রকৃত মানবতা উদ্ভাসিত হয়। তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ্র হক, মানুষের হক

---

৪৬. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, পৃঃ ১০২৫; লিসানুল 'আরাব ৮/৩৮৮।
৪৭. শরীফ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৮) পৃঃ ২৫২।
৪৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৭৩), পৃঃ ১১৮ ।
৪৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারেজুস সালেকীন (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৬), ২/২৪।
৫০. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৮৩৯, সনদ ছহীহ।
৫১. রাগেব ইস্পাহানী, আয-যারী'আহ ইলা মাকারিমিশ শারী'আহ (কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৭), পৃঃ ২২৭।
৫২. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭, সনদ ছহীহ।
৫৩. হাকেম, আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৬৮।
৫৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, যুহ্দ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৯), পৃঃ ১০৪।
৫৫. ইবনু আবীদ্দুনিয়া, আল-ওয়ার'উ (কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়াহ, ১৯৮৮), পৃঃ ৩৭।

ও স্বীয় আত্মার হকের ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়। মানুষের হক তারা নষ্ট করে না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হকও তারা যথাযথভাবে আদায় করে। তাদের দ্বারা কোন প্রকার অন্যায়-অত্যাচার সংঘটিত হয় না। সকল প্রকার হারাম থেকে তারা বিরত থাকে।

মুতাররিফ বিন শিখখীর বলেন, তোমরা দুইজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলে দেখবে, একজন অনেক ছালাত ও ছিয়াম আদায় করে এবং বেশী বেশী আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে। আর অপর ব্যক্তি যে বেশী ছালাত বা ছিয়াম আদায় করে না এবং বেশী বেশী ছাদাক্বাও করে না। সে তার থেকে উত্তম। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তা কিভাবে সম্ভব? তখন তিনি বললেন, লোকটি তার অপর ভাইয়ের তুলনায় আল্লাহ্র নিষেধকৃত বিষয় সমূহে অধিক সতর্ক ও পরহেযগার।[৫৬]

এখানে একটি কথা স্পষ্ট হয়, শুধু ছালাত-ছিয়াম ও দান-ছাদাক্বা দিয়ে দ্বীনদার হওয়া যায় না। দ্বীনদার হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হারাম থেকে বেঁচে থাকা নফল ইবাদত-বন্দেগী হ'তে অধিক যরূরী।

**পরহেযগারিতা অবলম্বনের উপকারিতা :**

পরহেযগারিতা দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনে। ইহজগতে মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের মধ্যে তার এমন গ্রহণযোগ্যতা দান করেন, যার মাধ্যমে সে মানুষের ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়, যদিও তার জ্ঞান-বুদ্ধির ঘাটতি থাকে। আর আখেরাতে তার জন্য মহাপুরস্কার অপেক্ষা করে। যার বাস্তবতা আমরা সর্বদাই দেখে থাকি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'অবশ্যই সে সাফল্য লাভ করবে, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে' *(আ'লা ৮৭/১৪)*।

**১. অল্প আমলে অধিক ছওয়াব লাভ**

ইউসুফ বিন আসবাত বলেন, অধিক আমল করার চাইতে স্বল্প পরহেযগারিতা অর্জন করাই যথেষ্ট।[৫৭]

এক ব্যক্তি আবু আব্দুর রহমান আল-আমেরীকে বলল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। উত্তরে তিনি মাটি থেকে একটি প্রস্ত রখণ্ড উঠিয়ে নিয়ে বললেন, এ প্রস্তরখণ্ড পরিমাণ তাক্বওয়া তোমার অন্তরে প্রবেশ করা সমগ্র যমীনবাসীর ছালাত হ'তেও উত্তম।[৫৮]

অনেক মানুষ আছে যারা অধিক ইবাদত করে। কিন্তু তাদের ইবাদতে কোন খুলূছিয়াত নেই। তাদের এ ধরনের ইবাদত নিষ্ফল ও অকার্যকর। সুতরাং একথা স্মর্তব্য যে, শুধু অধিক ইবাদতই মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বরং পরহেযগার ব্যক্তির ইখলাছপূর্ণ স্বল্প আমলই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট।

**২. সন্দেহযুক্ত বস্তু হ'তে বিরত থাকার সক্ষমতা অর্জন**

পরহেযগারিতা মানুষকে সন্দেহপূর্ণ বস্তুসমূহ থেকে বিরত রাখে। আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনতাকী বলেন, যে ভয় করে সে ধৈর্য ধারণ করে। আর যে ধৈর্য ধারণ করে সে পরহেযগারিতা অবলম্বন করে। আর যে পরহেযগারিতা অবলম্বন করে সে সন্দেহজনক বস্তু থেকে বিরত থাকে।[৫৯]

**৩. দো'আ কবুল হওয়া**

পরহেযগারিতা দো'আ কবুলের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। মুহাম্মদ বিন ওয়াসে' বলেন, পরহেযগারিতার সাথে সামান্য দো'আই যথেষ্ট। যেমন খাবারের সাথে সামান্য লবণই যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ পরহেযগার ব্যক্তির সামান্য দো'আই আল্লাহ তা'আলা দ্রুত কবুল করেন।[৬০]

**৪. ইলম অর্জনে বরকত**

আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান কানৌজি (১৮৩২-১৮৯০ইং) বলেন, একজন আলেমের জন্য যরূরী হ'ল তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতা অবলম্বন করা। যখন কোন আলেমের মধ্যে তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা থাকবে তখন তার ইলমের ফায়েদা ও উপকারিতা বেশী হবে।[৬১]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর উস্তাদ ওয়াকী' যে উপদেশ দেন, তা নিম্নরূপ :

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي * فَأَوْصَانِيْ إِلَى تَرْكِ المَعَاصِيْ
فَإِنَّ العِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَهِي * وَنُوْرُ اللهِ لاَ يُعْطَي لِعَاصِيْ

'আমি আমার উস্তাদ ওয়াকী'কে আমার দুর্বল মুখস্থ শক্তির বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি আমাকে পাপ বর্জনের উপদেশ দিলেন এবং বললেন, দ্বীনী ইলম হ'ল আল্লাহ্র নূর। আর আল্লাহ্র নূর কোন গোনাহগারকে দেওয়া হয় না'।

কেননা ইলম মহান প্রভু প্রদত্ত এক অমূল্য নূর সদৃশ। আর পাপ হ'ল অন্ধকারের ন্যায়। অন্ধকার এবং আলো কখনোই একসাথে অবস্থান করতে পারে না। তাই যখনই বান্দা ছোট-বড় সকল ধরনের পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, তখনই তার হৃদয়ে ইলমের নূর প্রবেশ করে। যা দ্বারা সে নিজে উপকৃত হয় এবং অন্যকে উপকৃত করতে সক্ষম হয়।

**৫. হক কবুলের মানসিকতা সৃষ্টি**

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আমি যখনই কোন মানুষের নফসের চাহিদার বিরোধিতা করি, তখনই তাকে দেখতে পাই সে আমার উপর বিরক্ত হয়। আসলে বর্তমানে আলেম ও পরহেযগার লোকের খুব অভাব দেখা দিয়েছে।[৬২]

প্রকৃত আলেম বা পরহেযগার ব্যক্তিগণ কখনোই তাদের মতের বিরোধিতাকারীর উপর বিরক্ত হন না। বরং তাদের যদি

৫৬. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আয-যুহ্দ, পৃঃ ১০৪; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৬৬৪০।
৫৭. আবু নাঈম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৭৪), ৮/২৪৩।
৫৮. হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/২৮৮।
৫৯. হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/২৯০।
৬০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৪৯।
৬১. শু'আবুল ঈমান হা/১১৪৯।
৬২. হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/১৯।

কেউ উপদেশ দেয়, তাতে তারা খুশী হন এবং উপদেশ গ্রহণ করেন।

**৬. আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন**

আত্মার সংশোধন অত্যন্ত যরূরী বিষয়। আত্মার সংশোধন ছাড়া মানুষ কখনোই পরহেযগার হ'তে পারে না। আর যখন মানুষ পরহেযগার হবে না, তখন তাকে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। তবে মানুষ যখন পরহেযগার হয়, তখন সে অন্যের সংশোধনের পূর্বে নিজের সংশোধনে অধিক সচেষ্ট হয়। একজন মানুষের পরহেযগারিতা তার নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। মানুষ যখন পরহেযগার হয়, তার মধ্যে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার থাকে না। ইবরাহীম বিন দাঊদ বলেন,

وَالْمَرْءُ إِنْ كَانَ عَاقِلاً وَرِعاً * أَخْرَسَهُ عَنْ عُيُوْبِهِمْ وَرْعُهْ

كَمَا السَّقِيْمُ الْمَرِيْضُ يُشْغِلُهُ * عَنْ وَجَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَجَعُهْ

'যদি কোন মানুষ জ্ঞানী ও মুত্তাক্বী হয়, তার তাক্বওয়া তাকে মানুষের দোষ-ত্রুটি নিয়ে মন্তব্য বা সমালোচনা করা হ'তে বোবা বানিয়ে দেয়। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তার ব্যথা-বেদনা অন্যান্য লোকের ব্যথা-বেদনা নিয়ে চিন্তা করা হ'তে বিরত রাখে।[৬৩]

পরহেযগার ব্যক্তি সব সময় তার নিজের ভুল-ত্রুটি নিয়ে চিন্তিত থাকে। নিজেকে সঠিক ও সৎ পথে পরিচালনার জন্য ব্যস্ত থাকে। ফলে অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণের সুযোগ সে খুব কমই পেয়ে থাকে।

**৭. চারিত্রিক মাধুর্য বৃদ্ধি :**

উত্তম চরিত্র এক অমূল্য মানবীয় সম্পদ। উত্তম চরিত্র মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে চূড়ান্ত মর্যাদা ও সফলতার দুয়ার খুলে দেয়। মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ তাকে তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। আর এ গুণ অর্জনের জন্য পরহেযগারিতার কোন বিকল্প নেই।

আব্দুল করীম আল-জাযারী বলেন, একজন পরহেযগার ব্যক্তি কখনোই ঝগড়া-বিবাদ করে না। তারা মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে।[৬৪]

কোন সমাজে একজন পরহেযগার লোক থাকলে সে মানুষের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। লোকেরা তার কাছে বুদ্ধি-পরামর্শের জন্য যায়। বিপদ-আপদে তার থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে। যাবতীয় গোপন বিষয় তার কাছে বলে। দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশার সময় তার কাছে এসে সান্ত্বনা পায়।

**৮. দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জন**

পরহেযগার ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করে। ফুযায়েল বিন আয়ায বলেন, পাঁচটি বিষয় সৌভাগ্য লাভের কারণ : অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, দ্বীনি ব্যাপারে পরহেযগারিতা, দুনিয়া বিমুখতা, লজ্জাশীলতা এবং জ্ঞান।[৬৫]

**পরহেযগারিতা অর্জনের পথ :**

পরহেযগারিতা আল্লাহ প্রদত্ত এক অমূল্য নে'মত। যিনি এ নে'মতের অধিকারী হন, তার জন্য ইহকাল-পরকালের সফলতা নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য আমাদেরকে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে। যা নিম্নরূপ :

**(১) নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকা**

পরহেযগারিতা অর্জনের প্রথম শর্ত হ'ল যেসব কাজ আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকা। নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হ'তে বিরত থাকা দ্বীনদারী অর্জনের প্রধান শর্ত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, اجْتَنِبْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ 'যা কিছু তোমার জন্য হারাম করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাক। তাহ'লে তুমি বড় পরহেযগার হ'তে পারবে'।[৬৬]

**(২) সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ পরিহার করা**

পরহেযগারিতা অর্জনের অন্যতম উপায় হ'ল যাবতীয় হারাম বস্তু ছাড়াও সন্দেহপূর্ণ বিষয়সমূহ হ'তে বিরত থাকা এবং যে ব্যাপারে মনে খটকা সৃষ্টি হয়, আত্মাকে অস্থির করে তোলে, তা পরিত্যাগ করা।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ 'যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তা ছেড়ে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও।'[৬৭] অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, الْخَيْرُ طُمَأْنِيْنَةٌ وَالشَّرُّ رِيبَةٌ 'সৎকর্ম সর্বদা প্রশান্তিদায়ক, কিন্তু অসৎকর্ম সর্বদা সন্দেহপূর্ণ'।[৬৮]

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ-

'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যবর্তী কিছু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে, অধিকাংশ মানুষ যা জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি অস্পষ্ট বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে পূর্ণতা দান করবে। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট বিষয়

৬৩. আল-ওয়ারউ হা/২১৮, পৃঃ ১২৩।
৬৪. শু'আবুল ঈমান হা/৮১২৯।

৬৫. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২১৬।
৬৬. শু'আবুল ঈমান হা/১৯৭।
৬৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২।
৬৮. ইবনু হিব্বান হা/৭২২, সনদ ছহীহ।

সমূহে পতিত হবে, সে হারামে পতিত হবে। যেমন একটি রাখাল ক্ষেতের সীমানায় ছাগল চরালে সে শস্য ক্ষেতে প্রবেশ করতে পারে। মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহ্‌র একটি সীমানা রয়েছে। আর আল্লাহ্‌র সীমানা হচ্ছে তাঁর হারাম সমূহ'।[৬৯]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ 'সৎকর্ম হ'ল উত্তম চরিত্র। আর পাপকর্ম হ'ল যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং তা অন্য কারো অবগত হওয়াকে তুমি অপসন্দ কর'।[৭০]

তাই পরহেযগারিতা অর্জনের জন্য অবশ্যই সকল প্রকার সন্দেহপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

**(৩) আর্থিক লোভ-লালসা পরিহার করা**

পরহেযগারিতা অর্জনের জন্য অর্থের লোভ পরিত্যাগ করে সর্বদা পরকালীন মুক্তি লাভকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট একজন লোক এসে কোন একটি বিষয়ে সাক্ষী দিলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে চিনি না। আর আমার না চেনায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি একজন লোক নিয়ে আস যে তোমাকে চেনে। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ওমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি হিসাবে চেন? সে বলল, ন্যায়পরায়ণ এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসাবে। ওমর (রাঃ) বললেন, সে কি তোমার নিকট প্রতিবেশী? তুমি কি তার রাত-দিন, গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত? সে বলল, না। তুমি কি তার সাথে টাকা-পয়সার লেন-দেন করেছ, যা মানুষের পরহেযগারিতার প্রমাণ? লোকটি বলল, না। ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি তার সাথে কখনোও সফরে সঙ্গী হয়েছিলে, যার মাধ্যমে চারিত্রিক মাধুর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে জান না। সুতরাং তুমি এমন একজন লোক নিয়ে আস, যে তোমার সম্পর্কে জানে।[৭১]

সুফিয়ান ছওরীকে দ্বীনদারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে, উত্তরে তিনি বলেন,

إِنِّيْ وَجَدْتُ فَلا تَظُنُّوا غَيْرَهُ * هَذَا التَّوَرُّعُ عِنْدَ هَذَا الدِّرْهَمِ
فإِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهُ * فَاعْلَمْ بِأَنَّ هُنَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

'মনে রেখো, আমি দিরহামের নিকট পরহেযগারিতাকে খুঁজে পেয়েছি। এর বাইরে তুমি অন্য কিছুকে ধারণা কর না'। 'যখন তুমি দিরহাম অর্জনে সক্ষম হ'লে অতঃপর তা পরিত্যাগ করলে। জেনে রাখো! এখানেই একজন মুসলমানের তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা (লুকিয়ে) রয়েছে।[৭২]

**(৪) ছোট-বড় সকল কর্মের হিসাব দেওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকা**

আবুল আব্বাস ইবনু আত্বা বলেন, পরহেযগার লোকদের দ্বীনদারী সৃষ্টি হয় শস্যদানা ও অণু পরিমাণ পাপকে স্মরণ করার মাধ্যমে। তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের প্রতিটি ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব নিবেন। তিনি হিসাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দিবেন না। বরং কঠোরতা করবেন। তার চেয়ে আরও কঠিন ব্যাপার হ'ল যে, তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে অণুকণা ও শস্যদানা সমপরিমাণ বিষয়েও হিসাব নিবেন।[৭৩]

সুতরাং বান্দাকে অবশ্যই হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং আমাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হবে এ কথা চিন্তা করে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করতে হবে।

**(৫) আল্লাহকে ভয় করা**

আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনতাকী বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হয়।[৭৪] যার অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে, সে কখনোই নিষিদ্ধ বিষয়ের ধারে-কাছে যায় না। আল্লাহভীতিই দ্বীনের মূল ভিত্তি। তাই এটি ব্যতীত প্রকৃত দ্বীনদারী অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়।

**(৬) সর্বদা মৃত্যুর কথা চিন্তা করা**

একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ 'সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে'? উত্তরে তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ 'যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে'।[৭৫]

ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয বলেন, তিনটি অভ্যাসের চর্চা দ্বারা দ্বীনদারী অর্জিত হয়- আত্মমর্যাদাবোধ, বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং মৃত্যুর ভয়।[৭৬]

আত্মমর্যাদাবোধ মানুষকে অনেক অপরাধমূলক কাজ হ'তে বিরত রাখে। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ মানহানিকর কোন কর্মে অগ্রসর হয় না। এছাড়া আক্বীদার বিশুদ্ধতা ব্যতীত মানুষের কোন আমলই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই বিশুদ্ধ আক্বীদাকে মানুষের যাবতীয় আমলের রূহ হিসাবে গণ্য করা হয়।

---

৬৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২।
৭০. মুসলিম হা/২৫৫৩, মিশকাত হা/২৭৬২।
৭১. বায়হাক্বী হা/২০১৮৭, আলবানী, সনদ ছহীহ।
৭২. আবুল কাশেম কাযবীনী, মুখতাছার শু'আবুল ঈমান (দামেশক: দারু ইবনে কাছীর, ১৪০৫) পৃঃ ১/৮৬)।
৭৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৮৩।
৭৪. হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/২৯০।
৭৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।
৭৬. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/৬৮।

অতঃপর মৃত্যুর অপরিহার্যতা বিষয়ে সকলেই অবগত। তবে মানুষ যখন মৃত্যুর কথা বেশী বেশী চিন্তা করে তখন তার অন্তর নরম হয় এবং দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা দুর্বল হয়ে পড়ে। শতকষ্টেও সে আখেরাতের পুরস্কারের কথা ভেবে আনন্দিত হয়।

তাই মানুষ মৃত্যুকে যত বেশী স্মরণ করবে, ততই সে দুনিয়াবী লোভ-লালসা, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকবে এবং প্রকৃত দ্বীনদারী অর্জনে সক্ষম হবে।

**(৭) বিদ'আত পরিত্যাগ করা**

ইমাম আওযা'ঈ (রহঃ) বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তখন তার তাক্বওয়া-পরহেযগারিতাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।[৭৭]

**(৮) ইলম অনুযায়ী আমল করা**

ইলম অনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাহ্ল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, যখন কোন মুমিন তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ইলম তাকে তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতার দিকে পথ প্রদর্শন করবে। আর যখন সে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে, তখন তার অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে যুক্ত হবে।[৭৮]

ইলম অনুযায়ী আমল করা দ্বীনদারী অর্জনের পূর্ব শর্ত। যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য হেদায়াতের পথ খুলে দেন।

**(৯) দুনিয়া বিমুখ হওয়া**

মানুষকে দুনিয়াতেই বেঁচে থাকতে হয় এবং দুনিয়াতে বেঁচে থেকে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব-কর্তব্য সমূহ পালন করেই তাকে আখেরাতের পাথেয় অর্জন করতে হয়। কারণ দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানে মানুষ স্বল্প সময়ের জন্য বেঁচে থাকে। তারপর তাকে অবশ্যই তার আসল গন্তব্য আখেরাতের পথে পাড়ি দিতে হয়। দুনিয়াবী জীবন কারো জন্য চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতকে ভুলে যায় এবং দুনিয়া অর্জনের জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করে।

এ কথা আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের মহব্বত কখনোই একত্রে অবস্থান করতে পারে না। যার অন্তর দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্থ, তার অন্তর থেকে আখেরাতের পাথেয় অর্জনের চিন্তা দূর হয়ে যায়। আর যার অন্তরে আখেরাতের মহব্বত থাকে, তার অন্তরে দুনিয়াবী লোভ-লালসা বিস্তার লাভ করতে পারে না।

আবু জাফর আল-মিখওয়ালী বলেন, যে অন্তর দুনিয়াকে তার সাথী বানিয়েছে সে অন্তরে তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা বসবাস করা হারাম হয়ে যায়।[৭৯]

**(১০) ক্রোধ দমন করা**

ক্রোধ মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি মানুষের জীবনে অনেক বিপদ ডেকে আনে। আবু আব্দুল্লাহ আস-সাজী (রহঃ) বলেন, যখন কোন অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাক্বওয়া দূর হয়ে যায়। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে পরহেযগারিতা অবশিষ্ট থাকে না।[৮০]

**(১১) কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা**

মাত্রাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ মানুষের জন্য বহু অকল্যাণ বয়ে আনে। অধিক খাদ্যগ্রহণের ফলে মানুষকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। আক্রান্ত হ'তে হয় বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধিতে। ইবাদত-বন্দেগীতে অলসতা আসে। প্রবৃত্তির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রকৃত দ্বীনদারী অর্জনের জন্য অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। ইমাম গাযযালী বলেন, দ্বীনদারী ও তাক্বওয়ার চাবিকাঠি হ'ল, কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা।[৮১]

**(১২) আশা-আকাংখাকে সীমিত করা**

আশা-আকাংখার মাঝেই মানুষ বেঁচে থাকে। এটাই মানুষকে কর্মের দিকে ধাবিত করে। দীর্ঘ দিন বাঁচার আশায় মানুষ সঞ্চয় করে এবং ধন-সম্পদ হাছিলের অবিরাম চেষ্টা চালায়। মানুষ এত দীর্ঘ আশা করে থাকে যা তার জীবনকালের চেয়েও দীর্ঘ। কিন্তু এই দীর্ঘ আশা ইহকাল-পরকালে মানুষের জন্য কখনোই কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। সুতরাং আকাংখাকে সীমিত করতে হবে। প্রতিটি দিনকেই জীবনের শেষ দিন হিসাবে গণ্য করতে হবে। ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, স্বল্প লোভ ও আশা-আকাংখা মানুষের মধ্যে সততা ও দ্বীনদারী সৃষ্টি করে।[৮২]

**(১৩) বাক সংযত হওয়া**

যবানকে হেফাযত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একজন মানুষের জন্য কঠিনতম ও কষ্টকর কাজ হ'ল, যবানের হেফাযত করা। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব'।[৮৩] হাসান ইবনু ছালেহ বলেন, আমরা দ্বীনদারী অনুসন্ধান করে দেখতে পাই যে, যবান ছাড়া আর কোন কিছুতে তা এত দুর্বল নয়'।

ফুযায়েল ইবনু আয়ায বলেন, সবচেয়ে কঠিন পরহেযগারিতা হ'ল, মানুষের যবান। যার যবান ঠিক থাকবে তার বাকি সবকিছু ঠিক থাকবে। তাই পরহেযগারিতা অর্জনের জন্য বাক সংযম একান্ত যরূরী।

**(১৪) কথা কম বলা**

৭৭. আব্দুর রহমান 'আজালী, আহাদীছ ফী যাম্মিল কালাম (রিয়াদ: দারু আতলাস, ১৯৯৬) ৫/১২৭।
৭৮. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫।
৭৯. খতীব বাগদাদী, তারীখু দিমাশক (বৈরূত: দারুল গারব, ২০০২) ১৬/৫৯১।
৮০. হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/৩১৭।
৮১. গাযযালী, মা'আরেজুল কুদস (বৈরূত: দারুল আফাক, ১৯৭৩) পৃঃ ৮১।
৮২. হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/৩৫।
৮৩. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।

কথা কম বলা মানুষের একটি বিশেষ গুণ। যারা কথা কম বলে তারা অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে এবং মানুষ তাদের ভালবাসে। আর যে ব্যক্তি কথা বেশী বলে, তার মধ্যে বাড়িয়ে বলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তার দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে অধিকহারে প্রকাশ পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৮৪] একদিন তিনি আবু যর গেফারী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি উত্তম চরিত্রবান হও এবং দীর্ঘ সময় চুপ থাক।[৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আবি যাকারিয়া বলেন, যার কথা বেশী হবে, তার ভুল-ভ্রান্তি বেশী হবে, আর যার ভুল-ভ্রান্তি বেশী হবে, তার তাক্বওয়া হ্রাস পাবে, আর যার তাক্বওয়া কমে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে নিষ্প্রাণ বানিয়ে দিবেন।[৮৬]

### (১৫) ঝগড়া পরিহার করা

ঝগড়া-বিবাদ মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ 'আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে অপসন্দনীয় হ'ল সেই ব্যক্তি, যে অধিক ঝগড়াটে ও বিবাদকারী'।[৮৭] আওযাঈ হাকাম ইবনু গায়লান আল-কাইসীর নিকট লিখিত চিঠিতে বলেন, তুমি ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দাও, যা তোমার অন্তরকে কলুষিত করে, দুর্বলতা তৈরি করে, হৃদয়জগতকে শুকিয়ে দেয় এবং কথা ও কাজের মধ্যে তাক্বওয়া অবশিষ্ট রাখে না।[৮৮]

### (১৬) অন্যের চর্চা ছেড়ে দিয়ে নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে নযর দেওয়া

পরহেযগারিতা অর্জনের জন্য অন্যের দোষান্বেষণ থেকে বিরত হ'তে হবে। অধিকাংশ মানুষ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু নিজের দোষ খুঁজে দেখে না। কোন মানুষই দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়, সে কথা স্মরণে রেখে নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এজন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্র নিকটে একাগ্রচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ইবরাহীম বিন আদহামকে কিভাবে তাক্বওয়া পূর্ণতা লাভ করবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তুমি তোমার গুনাহের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তোমার প্রভুর নিকট তওবা কর, তাতে তোমার অন্তরে তাক্বওয়া বা দ্বীনদারী প্রতিষ্ঠিত হবে।[৮৯]

### (১৭) অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা হ'তে বিরত থাকা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ব্যক্তির ইসলামী সৌন্দর্য্য হ'ল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিহার করা'।[৯০] যেসব কাজ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইহকাল ও পরকালে কোন সুফল বয়ে আনে না, সেরূপ অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য একান্ত যরূরী।

সাহ্ল ইবনু আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরহেযগারিতা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়'।[৯১]

### (১৮) লজ্জাশীল হওয়া

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ 'লজ্জাশীলতা ঈমানেরই অংশ'।[৯২] তিনি আরো বলেন, اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না'।[৯৩] লজ্জাশীলতা মানুষকে অধিকাংশ অনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে। লজ্জাবোধের অভাবে মানুষের অধিকাংশ অপকর্ম সংঘটিত হয়। সুতরাং লজ্জাশীলতা পরহেযগারিতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ সোপান।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, যার লজ্জা কম হয়, তার তাক্বওয়াও কম হয়। আর যার তাক্বওয়া কম হয়, তার অন্তর মারা যায়।[৯৪]

### উপসংহার :

বস্তুতঃ পরহযেগারিতার বিষয়টি মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। পরহেযগারিতা অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে ইসলামী শরী'আত প্রদত্ত সকল ফরয ও ওয়াজিবসমূহ পালন করতে হয় এবং নিষিদ্ধ ও সংশয়পূর্ণ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকতে হয়। উপরন্তু তাকে এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হয়, যেগুলোর বিষয়ে শরী'আতে সরাসরি আদেশ বা নিষেধ না থাকলেও তার সাথে মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ জড়িত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, পরহেযগারিতা মানুষকে ইহকালে যাবতীয় হতাশা, দুশ্চিন্তা থেকে এবং যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দেয়। সাথে সাথে আখেরাতে অনাবিল শান্তি এবং মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য করে। তাই প্রত্যেক মুসলিম ভাই-বোনের জন্য পরহেযগারিতা অবলম্বন করা একান্ত যরূরী। মহান আল্লাহ দুনিয়াবী জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমাদেরকে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বিরত থেকে তাক্বওয়া-পরহেযগারিতার সাথে আমল করার তাওফীক দান করুন। আর বিনিময়ে পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا- فَأَضِرُّوْا بِالْفَانِي لِلْبَاقِيْ- 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার (ভোগ-বিলাস) অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, আখেরাতকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে আখেরাতের পাথেয় অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত কর।[৯৫] আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

---

৮৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩।
৮৫. মুসনাদ আবু ইয়া'লা, মিশকাত হা/৪৮৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৩৮ সনদ হাসান।
৮৬. হিলয়াতুল আউলিয়া ৫/১৪৯।
৮৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬২।
৮৮. হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/১৪১।
৮৯. হিলয়াতুল আউলিয়া ৮/১৬।
৯০. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৮৩৯ সনদ ছহীহ।
৯১. শু'আবুল ঈমান হা/৪৭০৩, ৭/৮৬।
৯২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭০।
৯৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১।
৯৪. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২২৫৯, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪৬৪০।
৯৫. আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৮৭।

# মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামছুল আলম**

(৪র্থ কিস্তি)

**জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ :**

মানবতার ইতিহাসে বিভীষিকাময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) সংঘটিত হওয়ার পর যুদ্ধে জড়িত এবং জড়িত নয় এরূপ প্রায় সকল দেশ উপলব্ধি করল যে, যুদ্ধ মানুষের কখনও কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই এর বিকল্প কিছু একটা করা দরকার। সে লক্ষ্যে ১৯২০ সালে গঠিত হয় 'লীগ অব নেশন্স' বা 'জাতিপুঞ্জ'। এটা গঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল যে, এতে বিশ্বে বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার, জাতিগত সংঘাত নিরসন, ধর্ম পালন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ ও প্রয়োগের নিশ্চয়তা থাকবে। কিন্তু না, তা হ'ল না। এ সনদ মানুষের কোন কল্যাণ আনতে পারেনি। যার কারণে দু'দশক পরে শুরু হয় আর এক ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বে এক দেশ আর এক দেশের ওপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, এক রাষ্ট্রনায়ক অন্য রাষ্ট্রনায়কের ওপর অবিশ্বাস ও সন্দেহ অথবা জাতিগত শক্তি প্রয়োগের অপচেষ্টায় ১৯৩৯ সালে শান্তিময় বিশ্বের বুকে জ্বলে ওঠে আর এক যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ফ্যাসিবাদী জার্মান শাসক ন্যাৎসী হিটলারের নেতৃত্বে ইটালী, জাপান প্রভৃতি এবং অন্য দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের মধ্যে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যে যুদ্ধে নিহত হয়- প্রায় দুই কোটি সৈনিক ও চার কোটি সাধারণ মানুষ সহ মোট ছয় কোটি বনু আদম, ধ্বংস হয় কোটি কোটি ঘর-বাড়ী ও স্থাপনা। বিনাস হয় মানব সভ্যতা। ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট জাপানে হিরোশিমা এবং ৯ আগষ্ট নাগাশীকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্ষিপ্ত ২টি পারমাণবিক বোমাতে মারা যায় ২ লক্ষ ৪০ হাযার মানুষ *(উইকিপিডিয়া)*। নিমিষে ধ্বংস হয়ে যায় বড় বড় এই দু'টি শহর। যারা বেঁচে ছিল তারাও পরবর্তীতে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। আজও যারা বেঁচে আছে তারা নানা জটিল রোগ অথবা পঙ্গুত্ব বরণ করে মহাকালের স্বাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। এর ধকল শুধু জাপান কেন গোটা বিশ্ববাসীকে আজও পোহাতে হচ্ছে।

তাইতো সেদিনের বাস্তবতা শত্রু-মিত্র উভয়পক্ষ উপলব্ধি করতঃ বিশ্বে লীগ অব নেশন্সের বিকল্প কিছু একটা করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ অবধি মার্কিন প্রেসিডেন্ট Franklin Delano Roosevelt এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী Winston Churchill মিত্র বাহিনী নিয়ে শান্তি মিশনের এক জোট গঠনের উদ্যোগ নেন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর একটি জাহাজে। একে বলা হয় 'আটলান্টিক সনদ' (Atlantic charter)।[৯৬] ধীরে ধীরে বহুদেশ এই মতের দিকে এগিয়ে আসে। অবশেষে আমেরিকার সানফ্র্যান্সিস্কোতে 'সম্মিলিত জাতিসংঘ' (The United Nations) নামের সংগঠনটি গড়ে উঠে এবং এর জন্য ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ (UN Charter) প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। মূলতঃ মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রণীত হয় এই জাতিসংঘ সনদ। এই সনদ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যাতে বিশ্ব সম্প্রদায় আন্ত র্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা উন্নয়নে সম্মত হয়। জাতিসংঘ সনদে মোট নয়টি স্থানে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার কথা সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। এ অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ৬৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ECOSOC মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে লণ্ডনে সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এ কমিশনকে অনুমোদন দেয়া হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে জেনেভাতে সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে মানবাধিকার কমিশন সিদ্ধান্ত নেন যে, 'International Bill of Rights'-এর তিনটি অংশ থাকবে। যথা- ১. মানবাধিকারের ঘোষণা, ২. মানবাধিকার চুক্তি এবং ৩. বাস্তবায়ন পদ্ধতি। এরই আলোকে মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র তৈরীর কাজ।

**মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা** (The Universal Declaration of Human Rights, UDHR) : জাতিসংঘ মানবাধিকার মূল সনদ বলতে সেই সনদকে বুঝানো হয় যা মানবাধিকার কমিশন মিসেস এলিয়নর রুজভেল্ট (Mrs. Eleanor Roosevelt)-এর নেতৃত্বে 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার খসড়া তৈরী করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে জমা দেয়।

এখানে তিনটি অংশের মধ্যে প্রথমটি ছিল মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা। তাই এটাকে 'তিন সোপান বিশিষ্ট রকেটের প্রথম সোপান' বলা হয় (The First stage of the three staged on rocket)।[৯৭] এ সময় সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৮। উপস্থিত ৫৬ সদস্যের মধ্যে সার্বজনীন ঘোষণার পক্ষে ভোট দিয়েছিল ৪৮ টি। বিপক্ষে কেউ ভোট দেয়নি। তবে ৮টি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত ছিল। সুতরাং বলা যায়, সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে 'মানাবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা।[৯৮] মানবাধিকারের

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৯৬. ডঃ রেবা মণ্ডল ও ডঃ মোঃ শাহজাহান মণ্ডল, মানবাধিকার আইন, (ঢাকা : শামস পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৯), পৃঃ ৩৫।
৯৭. তদেব, পৃঃ ৩৯।
৯৮. তদেব, পৃঃ ৩৯।

সার্বজনীন ঘোষণাটি 'সকল জাতির এবং মানুষের অধিকার অর্জনের সাধারণ মান' হিসাবে গৃহীত হয়। যে দর্শনের উপর ভিত্তি করে এটি গৃহীত হয় তা হ'ল 'সকল মানুষই বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেক দেয়া হয়েছে এবং তাদের উচিৎ ভাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে একে অন্যের প্রতি আচরণ করা।

সার্বজনীন ঘোষণায় ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। ৩ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে ১৯টি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ ভোগ করার অধিকারী। ২২ থেকে ২৭ অনুচ্ছেদে ৬টি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যেগুলো মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিধায় 'সমাজের সদস্য হিসাবে' প্রত্যেক ব্যক্তিই তা পাবার অধিকারী। প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে স্বীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা এ অধিকারগুলোর বাস্ত বায়নে সচেষ্ট হওয়া। তাই বলা যায়, সার্বজনীন মানবাধিকার বুঝানোর মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক আইন পর্যায়ে মানবাধিকারের আধুনিক ইতিহাস শুরু হয়েছে। এই ঘোষণাকে জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে অভিহিত করেছেন মনীষী গুড রিচ। কারণ UDHR গ্রহণ করার পর মাত্র দুই বছরের মধ্যে জাতিসংঘ Capitalist & Socialist ব্লকের মধ্যে বিরাজমান মতভেদের সমন্বয় সাধনে সমর্থ হয়।[৯৯]

**সার্বজনীন ঘোষণার ক্ষমতা ও প্রভাব :**

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাটির (UDHR) ক্ষমতা ও প্রভাব বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। মানবাধিকার কমিশন UDHR-এর খসড়া প্রণয়নকারী মিসেস এলিয়নর রুজভেল্ট নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেন, ঘোষণাটি চুক্তি বা আন্তর্জাতিক সম্পত্তি নয় এবং আইনগত দায়দায়িত্বও আরোপ করে না; বরং এটি সকল মানুষ এবং জাতির অধিকার অর্জনের সাধারণ মান হিসাবে উপস্থাপিত হস্তান্তরঅযোগ্য মানবাধিকার নীতি সমূহের আনুপূর্বিক বর্ণনা।

একই সুরে লটার পাস্ট বলেন, 'যেহেতু ঘোষণাটি কোন আইনী দলীল নয়, সেহেতু এটি আন্তর্জাতিক আইনের বাইরে কিছু এবং এর বিধানগুলো একটি আইনী ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু হ'তে পারে না। অপরদিকে Goodrich মনে করেন, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে রাষ্ট্রসমূহের মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রগুলোর কাছে শুধু এটাই আশা করা যায় না যে, এই ঘোষণার বিধান বদলে তাদের উদ্দেশ্য হিসাবে দেখবে ও অর্জন করবে। এও আশা করা হয় যে, এটিকে তারা আইনগত প্রতিশ্রুতি হিসাবে সম্মান করবে। কিন্তু লটারপাস্ট আরও এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেন যে, UDHR-এর কোন আইনগত বাধ্যকরণ শক্তি তো নেই, এমনকি নৈতিক কোন গুরুত্বও নেই।[৫]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, অধুনা বিশ্বে শান্তি ও মানবাধিকার তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায় যে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাটি প্রণয়ন করেছে, তা আদৌ সার্বজনীন নয়। কারণ যারা এটা প্রণয়ন করেছেন তারাই এটাকে বিশ্ব শান্তি, শৃংখলা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আইনগত ব্যাখ্যা ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হৌক বা না হৌক প্রচার ও অপব্যবহার কোন অংশে কমতি নেই। বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো তথা জাতিসংঘের স্থায়ী ৫ সদস্য রাষ্ট্রের কাছে যেন সেই শান্তির অমীয় বাণী বন্দী হয়ে রয়েছে। তাদের 'ভেটো পাওয়ার' আরও ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ তারা এ পাওয়ারকে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। যেমন- স্থায়ী ৫ সদস্যভুক্ত কোন ১টি রাষ্ট্র বিশ্ব শান্তি অথবা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে যদি ভেটো প্রয়োগ করে, তবে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। যেমন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ভোট দিলেও এক যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে তা কার্যকর হয়নি। তথাপি যেহেতু সার্বজনীন ঘোষণাটি বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোচিত হচ্ছে, সেহেতু একে খাটো না করে ইসলামের আলোকে মানবাধিকারের আলোচনা ও মূল্যায়নে যথার্থ হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে উপস্থাপনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। সে লক্ষে আমরা প্রথমে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাটির মূল দলীল উপস্থাপন করতঃ প্রত্যেকটি ধারার তুলনামূলক ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিশ্লেষণ করব এবং দেখব প্রকৃত অর্থে কোন বিধানটি মানব জীবনের জন্য সর্বোত্তম, সার্বজনীন ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে?

*[চলবে]*

৯৯. *তদেব, পৃঃ ৪০।*

৫. *তদেব, পৃঃ ৪২, ৪৩।*

**মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।**

# কবিতা

## হক্বের দাওয়াত

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল*
*নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।*

কোথায় পাবো হক্বের দাওয়াত আজ
অসংখ্য মতবাদে বিধ্বস্ত জাতি, বিপর্যস্ত সমাজ।
চারিদিকে শুধু শিরক-বিদ'আতের কুহেলিকা,
এরই মাঝে হক্বের দাওয়াত
অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা।
নতুন প্রাণে উজ্জীবিত হবে জাতি
আল-হেরার আলোয় জ্যোতির্ময়;
কুয়াশা কেটে হবে নতুন সূর্যোদয়।
বাতিলের তাণ্ডবে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মতবাদ
ধর্মের নামে নিত্য-নতুন পথে ইবলীসের আবির্ভাব।
লোভ-লালসা, প্রলোভনে ত্বাগূতের আহ্বান,
সস্তা পথে জনপ্রিয় হ'তে সেদিকের জয়গান।
অহি-র পথে হক্বের দাওয়াত
কন্টকাকীর্ণ রাস্তায় বাতিলের সাথে হবে মুলাকাত।
তবুও থাকতে অটল, অটুট রাখতে তাওহীদি চেতনা,
অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই মুমিনের বাসনা।
আক্বীদার সংশোধনে, নব্য জাহেলিয়াতের হবে অবসান,
হক্বের দাওয়াত থাকবে সদা হয়ে চির অম্লান।

## সোনালী সকাল হাসে

*আব্দুস সোবহান*
*পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজবাড়ী।*

সোনালী সকাল হাসে শূন্য রবিকর
বিকশি পুষ্প পুলক রূপসী আবীর;
মৃদু সমীরণে ভাসে সোনালী শিশির
শুষ্কতায় ঝরে যায় পল্লব মর্মর।
ঘন কুয়াশায় ঢাকা মেঘেরা অপার
পাখি ডাকা রাঙা রোদ শীতল সমীর;
ভ্রমরের গুঞ্জরণে সুর করে ভীড়
নদীতীরে মনোবর সোনালী দু'ধার।
লুকোচুরি খেলা করে বলাকার ঝাঁক
রবিকর হেসে করে নিবিড় সোহাগ;
সোনালী নোলক পেয়ে ফুলেরা অবাক
ফুলকলি ফুটে উঠে ফুলের পরাগ।
সোনালী সকাল হাসে অনন্তঃ নির্বাক
দুর্বা কোমল প্রকাশে মনোহর রাগ;
সবই সৃজিলে প্রভু করে মনোহর
গুণগান করি তাই কেবল তোমার।

## ক্ষমা করে দাও প্রভু তুমি

*এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দারী*
*কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।*

বৃথাই জনম কাটিয়ে দিলাম
হেলায় হারিয়ে সময়,
ভক্তি করে জীবনে প্রভু
ডাকতে পারিনি তোমায়।
ভোগ-বিলাসে কাটিয়েছি জীবন
নিজের ইচ্ছা মত,
দিনে দিনে পাপের বোঝা
ভারি করেছি কত?
মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েও
হ'তে পারিনি মুসলমান,
নভেল-নাটক পড়েছি কত
পড়তে পারিনি পাক কুরআন।
সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি দিয়ে
সাজিয়েছি রঙমহল,
পাপ করেছি লভিছি অভিশাপ
করতে পারিনি নেক আমল।
তুমি বিনে কোন উপাস্য নাই
ইহকাল-পরকালে
মুক্তি পেতে পারি হাশরে
তুমি তরিয়ে নিলে।
তোমার রাসূলের তরীকায় চালাও
সব ভেদাভেদ ভুলে।
তোমার কাছে মোর এ ফরিয়াদ,
রোজ হাশরে পার করিও
তোমার কঠিন পুলছিরাত।
ক্ষমা করে দাও প্রভু তুমি
এই অসহায় বান্দারে,
শেষ সময়ে দেখাও আলো
ঠেলে দিও না গভীর আঁধারে।

## বড় দল

*আবুল কাশেম*
*গোভীপুর, মেহেরপুর।*

সত্য করে বলরে তোরা
ইনছাফ করে বল,
ইসলাম নিয়ে ভাগাভাগী
কোনটা আসল দল?
দলাদলির নাইকো ভিত্তি
আমল হবে সার,
কুরআন-হাদীছ জেনে শুনে
সঠিক আমল কর।
একটি দল মুক্তি পাবে
সেটাই রাসূলের দল,
পীর-বুযরগো গাউছ-কুতুব
যাবে রসাতল।
হিসাব-নিকাশ হবে একদিন
মীযানের পাল্লায়,
বাহাত্তর দল জাহান্নামী
করছ দলের বড়াই?
দলাদলি ভুলে গিয়ে
আমল কর খাঁটি,
সব ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবে
সার হবে মাটি।
এসো ভাই সবে মিলে
করি দ্বীনের কাম
আহলেহাদীছ একটি দল
নেই কোন উপনাম।
***

# সোনামণিদের পাতা

## গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. দশ শতাব্দী।
২. শিরক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংশোধন করার জন্য।
৩. সাড়ে নয়শত বছর।
৪. আবুল বাশার ছানী বা মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা।
৫. নূহ (আঃ)।

## গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. মিটার স্কেল।
২. বৃষ্টি পরিমাপের জন্য।
৩. থার্মোমিটার।
৪. পানির নিচে মাটি কাটার যন্ত্র।
৫. পাওয়ার থ্রেসার।

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কুরআন শব্দের অর্থ কি?
২. কুরআনের সম্পূর্ণ বক্তব্য কার?
৩. কুরআনের প্রকৃত নাম কয়টি ও কি কি?
৪. পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কোথায় অবতীর্ণ হয়?
৫. পবিত্র কুরআন প্রথমে কার উপর অবতীর্ণ হয়?

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)

১. কম্পিউটার কি?
২. কম্পিউটার শব্দের অর্থ কি?
৩. কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন?
৪. ল্যাপটপ কি?
৫. পৃথিবীতে কখন ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় এবং কোন কোম্পানী এটা করে?

***সংগ্রহে :*** *বযলুর রহমান*
*কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।*

## সোনামণি সংবাদ

**হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য দুপুর দেড়টায় হাটগাঙ্গোপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগমারা উপযেলা সোনামণির প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম, এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলী ও অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল হামীদ প্রমুখ।

**কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২১ জুলাই শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর কমরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি যেলা উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি যেলা সহ-পরিচালক ফিরোয আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি যেলা পরিচালক মুনায়েম হুসাইন।

**শাসনগাছা, কুমিল্লা ২৫ জুলাই বুধবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় শহরের শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি-র প্রধান উপদেষ্টা ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা উপদেষ্টা ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী ও সোনামণি'র শুভাকাংখী মোছতফা কামাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল্লাহ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারীহা, খালিদ মাহমূদ ও আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক আহমাদুল্লাহ। উল্লেখ্য যে, যেলার ১২টি শাখা থেকে আগত আড়াই শতাধিক সোনামণি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

**পাঁচদোনা, নরসিংদী ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় পাঁচদোনা ইবতেদায়ী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক জনাব ওয়াহীদুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক। অনুষ্ঠানে সোনামণি পাঁচদোনা মাদরাসা শাখা গঠন করা হয়।

**পাঁচবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর পাঁচ বাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নরসিংদী যেলা 'সোনামণি' উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও নরসিংদী যেলা সোনামণি পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক।

**পালবাড়ী, নরসিংদী ২৭ জুলাই শুক্রবার :** অদ্য সকাল ৮-টায় পালবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহফূযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক। অনুষ্ঠানে পরিচালনা করেন অত্র মসজিদস্থ মক্তবের শিক্ষক মুখতারুল ইসলাম। সমাবেশে তিনশতাধিক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

**রায়রামপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ১ আগষ্ট বুধবার :** অদ্য সকাল ১০-টায় রায়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান।

# স্বদেশ-বিদেশ

## স্বদেশ

### এনার্জি ড্রিংকসের নামে মাদকের থাবা

সারা দেশ নেশাজাতীয় এবং যৌন উত্তেজক এনার্জি ড্রিংকসে সয়লাব হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানহীন এসব এনার্জি ড্রিংকস খেয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে মানুষ। এ ধরনের এনার্জি ড্রিংকস সেবনের পর শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সাময়িক উত্তেজনার জন্যই যুবসমাজ এই মরণ নেশার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সাম্প্রতিক তথ্য মতে, বাজারে প্রচলিত এসব এনার্জি ড্রিংকসে অপিয়েটস এবং সিলডেনাফিল সাইট্রেট রয়েছে, যা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তালিকায় ভয়ঙ্কর মাদকের উপাদান হিসাবে চিহ্নিত। ঐ ধরনের এনার্জি ড্রিংকসে এম ফিটামিন কেমিক্যাল থাকে। পচা সুপারির রস, গাছ-পালা, লতা-পাতার রস, ছালপচা রস, চিনি, পানি, রাসায়নিক উপাদান ও এ্যালকোহল মিশিয়ে তৈরি করা হয় এসব এনার্জি ড্রিংকস। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব এনার্জি ড্রিংকস নিয়মিত সেবনে হার্ট, লিভার, কিডনি অকেজো হয়ে পড়তে পারে। ক্ষতিকর এসব এনার্জি ড্রিংকসের মধ্যে রয়েছে হর্স পাওয়ার, হর্স ফিলিংস, টাইগার, এনার্জি ড্রিংকস, ডাবল হর্স, এনার্জি পাওয়ার, জিনসিন পাওয়ার, ফাস্ট হর্স, স্ট্রং, রুচিতাসহ নানান নামে যৌন উত্তেজনাকর ও নেশাজাতীয় পানীয় বোতল।

### এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

গত ১৮ জুলাই বুধবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর গড় পাসের হার ৭৮.৬৭%। পাসের হার সবচেয়ে বেশি সিলেট বোর্ডে, ৮৫.৩৭%। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে ৮১.৮৯%, চট্টগ্রামে ৭২.২৯%, বরিশালে ৬৬.৯৮%, কুমিল্লায় ৭৪.৫৬%, যশোরে ৬৭.৮৭%, দিনাজপুরে ৭৫.৪১% এবং রাজশাহী ৭৮.৪৪% শিক্ষার্থী পাস করেছে। মাদরাসা বোর্ডে এবার পাসের হার ৯১.৭৭%। আর কারিগরী বোর্ডে পাস করেছে ৮৪.৩২% শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্রীদের পাসের হার ৮৯.১৯%, আর ছাত্রদের ক্ষেত্রে ৭৮.২৩%।

### বছরে ১৫ হাযার নারী ও শিশু পাচার

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে সংঘবদ্ধচক্র গ্রামের দরিদ্র-অসহায় নারী-শিশু পাচার করছে। সীমান্ত দিয়ে তাদের পাশের দেশে পাচার করা হয়। বিদেশে চাকরি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামেও পাচার করা হয় নারীদের। এক সময় শিশুদের চাকরি দেয়ার নামে আরব আমিরাতে পাচার করে উটের জকি হিসাবে ব্যবহার করা হলেও এখন তা অনেকটাই বন্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার উদ্যোগে শিশুদের উটের জকিতে ব্যবহার বন্ধ হলেও নারী-শিশু পাচার বন্ধ করা যায়নি।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) তথ্য অনুযায়ী , বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাযার মানুষ পাচার হচ্ছে। এর বেশিরভাগই নারী ও শিশু। দেশের ২০ যেলার ৯৩টি পয়েন্ট দিয়ে মানুষ পাচার করা হয়। গত ১০ বছরে পাচার হয়েছে প্রায় এক লাখ মানুষ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত পাচার হয়েছে ১০ লাখেরও বেশি। পাচার হওয়া চার লাখ নারী আটক আছে ভারতের পতিতালয়ে। ১০ হাযারেরও বেশি নারী বিক্রি হয়েছে পাকিস্তানের পতিতালয়ে।

### কুমিল্লার শ্রীকাইলে দু'টি স্তরে গ্যাস পেয়েছে বাপেক্স

কুমিল্লার মুরাদনগরের শ্রীকাইলে গত ১৩ জুলাই প্রথম একটি স্তরে গ্যাস পাওয়ার পর সম্প্রতি দ্বিতীয় স্তরেও গ্যাস পেয়েছে বাপেক্স। গত ৩১ জুলাই বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মর্তুযা আহমাদ ফারূক এ কথা জানান। তিনি আরো জানান, গ্যাসের খুব ভালো চাপ আছে। এখানে ভালো মজুদের আশা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এ স্তর থেকে দৈনিক ১৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উঠবে। আগামী নভেম্বর মাস নাগাদ প্রতিদিন ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস তোলা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, এটি দেশের ২৫তম গ্যাসক্ষেত্র।

### শায়খুল হাদীছ আযীযুল হকের ইন্তিকাল

ইসলামী ঐক্যজোটের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সাবেক আমীর ও অভিভাবক সদস্য, ছহীহ বুখারীর অনুবাদক আল্লামা আযীযুল হক (৯৪) গত ৮ আগস্ট বুধবার দুপুর সাড়ে ১২-টায় ঢাকার আজিমপুরস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজি'উন।* তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ ছেলে, ৮ মেয়ে, নাতী-নাতনী, আত্মীয়-স্বজনসহ বহু গুনগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১১-টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তাঁর মেজো ছেলে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামে'আ রহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মাহফূযুল হক। জানাযা শেষে বেলা ১-টার সময় তাঁকে কেরানীগঞ্জের আটিবাজারে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

**শিক্ষা জীবন :** মাওলানা আযীযুল হক ১৯১৯ সালে ঢাকা যেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার লৌহজং থানাধীন ভিবিচখা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান। ৭ বৎসর বয়সে তার পিতা তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামে'আ ইউনুসিয়ায় ভর্তি করান। সেখানে ৪ বছর অধ্যয়নের পর ১৯৩১ সালে ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে তিনি সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতে গমন করেন। সেখানে তিনি জামে'আ ইসলামিয়া ও দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন।

**কর্মজীবন :** ভারতে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসায় মাসিক ৪০ টাকা বেতনে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে লালবাগ মাদরাসা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (ভিজিটিং প্রফেসর), বরিশাল জামে'আ মাহমূদিয়া, জামে'আ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, মিরপুর জামেউল উলূম, উত্তরা দারুস সালাম, লালমাটিয়া জামে'আ ইসলামিয়া, সাভার ব্যাংক কলোনী ও বনানী জামে'আ ইসলামিয়া প্রভৃতি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ সালে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালে ঢাকার মুহাম্মাদপুরে সাত মসজিদের পার্শ্বে জামে'আ রহমানিয়া আরাবিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

**রাজনৈতিক জীবন :** 'নেযামে ইসলাম পার্টি'র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে'র সভাপতি, ১৯৮১ সালে হাফেজ্জী হুজুরের 'খেলাফত আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর এবং ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের তিনিই মূল রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা মুখপাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরই ছাত্র মাওলানা ফযলুল করীম যার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস' এবং ১৯৯১ সালে তাঁকে চেয়ারম্যান করে সমমনা কয়েকটি ইসলামী দল নিয়ে গঠন করা হয় 'ইসলামী ঐক্যজোট'। তিনি বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক যুলুম-নির্যাতনেরও শিকার হন। জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম কারা নির্যাতিত হন। বাবরী মসজিদ ইস্যুতে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৯৩ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকার বায়তুল মুকাররম চত্বর থেকে গ্রেফতার হন। অতঃপর হাইকোর্টের ফৎওয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তৎকালীন আওয়ামী সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় তিনি তৃতীয় বারের মত গ্রেফতার হন এবং প্রায় চার মাস কারান্তরীণ থাকেন।

প্রচলিত নির্বাচনীয় কিংবা গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে ইসলামী নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো খুবই কঠিন বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে মানবতার সত্যিকার মুক্তি ও মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে খেলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাঁর দল বিভিন্ন নির্বাচনে অংশ নিলেও তিনি নিজে কোনদিন নির্বাচনে প্রার্থী হননি।

### প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের মন্তব্য

## মিয়ানমার থেকে বিতাড়নই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান

রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন বা জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) পরিচালিত আশ্রয় শিবিরে পাঠানোই রোহিঙ্গা সমস্যার 'একমাত্র সমাধান' বলে মন্তব্য করেছেন মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন। মিয়ানমারে প্রায় আট লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে যারা পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে বাস করছে। তবে মিয়ানমার তাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। থেইন সেইন বলেছেন, 'নৃতাত্ত্বিকভাবে যারা আমাদের জনগণ, আমরা তাদের দায়িত্ব নেব। কিন্তু মিয়ানমারে অবৈধভাবে প্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের দায়িত্ব নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। রোহিঙ্গারা নৃতাত্ত্বিকভাবে আমাদের জনগণ নয়'।

*[এটি একটি ডাহা মিথ্যাচার। রোহিঙ্গারা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব থেকেই আরাকানের আদি বাসিন্দা। বর্তমানের বৌদ্ধরা ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের মানুষ। ১৯৪২ সালে বর্মা সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে স্রেফ মুসলমান ও বাঙ্গালী হওয়ার অপরাধে (দ্রঃ সম্পাদকীয় জুলাই '১২)]।*

## রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন অব্যাহত

রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্যাতন এখনো অব্যাহত রয়েছে। মিয়ানমার সরকার এবং মগ বৌদ্ধরা মিলে যেভাবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তার কোন খবরই মিডিয়াতে আসছে না। মিয়ানমারের মংডু এলাকার এক রোহিঙ্গা মুসলমান রেডিও তেহরানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মগ বৌদ্ধদের নাসাকা পোষাক পরিয়ে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তারা একই সঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে গিয়ে লুটপাট চালাচ্ছে, তরুণীদের গণধর্ষণ করছে এবং অন্যান্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

৮ জুনের পর যরূরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমাদেরকে ছালাত আদায় করতে দিচ্ছে না সরকার। প্রথমে সরকার ঘোষণা দিল শুক্রবারে জুম'আর ছালাত পড়তে পারবে না মুসলমানরা। তারপর ঘোষণা দিল কোনো ছালাতই পড়তে পারবে না মসজিদে গিয়ে। সম্প্রতি সরকারী প্রশাসনের লোক, সেনাবাহিনী, নাসাকা ও পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মসজিদে আযান দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রথম রামাযানে তারাবীহ পড়ানোর অভিযোগে চারজন বিশিষ্ট ইমামকে গ্রেফতার করে কোথায় নিয়ে গেছে তা জানা যায়নি। বুছিডং নামে একটা জায়গায় বৌদ্ধদের চিতা রয়েছে। সেখানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যার পর গণকবর দিচ্ছে বলে আমাদের অনেকে দেখেছেন'। মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী গত জুনে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যা, ধর্ষণ ও গণগ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'। সরকার তাদেরকে রক্ষায় কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে জানায় সংস্থাটি।

## ভারতের মহারাষ্ট্রে ১ বছরে অপুষ্টিতে ২৪ হাযার শিশুর মৃত্যু

ভারতের মহারাষ্ট্রে এক বছরে অপুষ্টিতে ভুগে ২৪ হাযারের বেশি শিশু মারা গেছে। রাজ্যের সরকারী এক প্রতিবেদনে এ মর্মান্তিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের বিধান সভায় পেশ করা এ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়- রাজ্যে ১০ লাখ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে এবং এদের মধ্যে এক লাখ ২৪ হাযারের বেশি শিশু মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। ভারতে এখনো সন্তান প্রসবের সময় প্রতি ১০ মিনিটে একজন মা মারা যান বলে সম্প্রতি এক তথ্যে জানা গেছে।

## শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ইতালীয় পাদ্রী গ্রেপ্তার

১৩ বছর বয়সী এক বালিকার ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ইতালির একজন খৃষ্টান ধর্মীয় পুরোহিতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর পরই রুগেইরিকে পৌরহিত্যের সব ধরনের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নের হাযার হাযার ঘটনা এবং এ ধরনের বহু ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার খবর ফাঁস হওয়ায় ক্যাথলিক গির্জা মারাত্মক সংকটের মুখে পড়েছে। মানবাধিকার কর্মীরা মনে করছেন শিশুদের ওপর পাদ্রীদের যৌন নির্যাতনের বহু ঘটনা এখনও ফাঁস হয়নি। বিশেষ করে ইতালীসহ যেসব দেশে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেসব দেশে এ ধরনের অনেক ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়।

*[বিয়ে না করে সাধুতা দেখানোর বানোয়াট ধর্মীয় রীতির তিক্ত ফলাফল এগুলি। অতএব নিজেদের তৈরী এসব ধর্ম ছেড়ে আল্লাহ প্রেরিত স্বভাবধর্ম ইসলামে প্রবেশ করার মধ্যেই খৃষ্টানদের মুক্তি নিহিত রয়েছে (স.স.)]*

## দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত ইসরাঈলীর আত্মহত্যার চেষ্টা

ইহুদীবাদী ইসরাঈলের রাজধানী তেলআবিবে বিক্ষোভের সময় এক অসহায় গরীব ইসরাঈলী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। গায়ে আগুন দেয়ার আগে তিনি বলেন, তার দুর্দশার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দায়ী। ৫২ বছর বয়সী বিক্ষোভকারী গায়ে পেট্রোল ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে ইসরাঈলের বহুল প্রচারিত দৈনিক 'হারেতজ'। ঘটনাস্থল থেকে ব্যক্তির লেখা একটি চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে লেখা ছিল 'ইসরাঈল আমার সম্পদ চুরি-ডাকাতি করেছে এবং আমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলেছে'।

## ভারতে ৬২ রূপীতে সন্তান বিক্রি

ভারতের বিহারে অভাবের তাড়নায় চার মাসের শিশু সন্তানকে ৬২ রূপীতে বিক্রি করে দিয়েছে এক অসহায় মা। বিহারের ফরবিশগঞ্জ স্টেশনে মাত্র ৬২ রূপীর বিনিময়ে শান্নু খাতুন নামে ৩৫ বছরের মা এক নেপালী দম্পতির হাতে নিজের যমজ সন্তানকে তুলে দেন। অক্ষম স্বামী ও অন্য তিন সন্তানকে বাঁচাতেই স্বেচ্ছায় এ কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

## ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ৪০০ বছর চলতে পারবে নামিবিয়া!

আফ্রিকার মরু-অধ্যুষিত দেশ নামিবিয়ার উত্তরাঞ্চলে মাটির নীচেই আবিস্কৃত হয়েছে সুপেয় পানির এক বিশাল আধার। ঐ পানি দিয়ে আগামী অন্তত ৪০০ বছর এতদঞ্চলের লাখো মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শত শত বছর ধরে এ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ পানি অন্তত ১০ হাযার বছরের পুরোনো। কিন্তু আধুনিক অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া পানির চেয়ে তা অনেক বেশি পরিষ্কার ও পানযোগ্য। পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে নামিবিয়ার সরকার জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের গবেষকদের সহায়তায় ভূগর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান করছিল। অনুসন্ধান দলটি অ্যাঙ্গোলা ও নামিবিয়া সীমান্তে বহমান এই বিশাল পানির আধার আবিষ্কার করে।

*[সারা পৃথিবীতেই আল্লাহর নে'মত লুকিয়ে আছে ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে ও অন্ত রীক্ষে। বাংলাদেশ-এর ভূগর্ভে অনুরূপ লুকিয়ে আছে অফুরন্ত সম্পদ। সেগুলো উঠিয়ে কাজে লাগানোর দায়িত্ব আমাদের (স.স.)]*

## রাশিয়ায় মাদকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করলেন পুতিন

রাশিয়া থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে মাদক দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আইনটি প্রশাসনিকভাবে প্রকাশ করার পর থেকেই ওয়েবসাইটগুলোতে বিজ্ঞাপনের এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। তবে রাশিয়ার পত্রিকাগুলোতে মাদকদ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধে কিছুটা বিলম্ব হবে। কারণ পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন প্রচারে মাদক কোম্পানীগুলোর সঙ্গে বছরের শুরুতেই চুক্তিবদ্ধ হয়। তাই আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালের জানুয়ারী থেকে পত্রিকার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

# মুসলিম জাহান

## পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী অনুশাসনের পক্ষে

পাকিস্তানের ৮২% মানুষ পবিত্র কুরআনের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে। আমেরিকার 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' কর্তৃক পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে পরিচালিত এক জনমত জরিপ থেকে এ তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে দেখা যায়, দেশটির জনগণের বিরাট অংশ উগ্র ও চরমপন্থার বিরোধিতা করেছে। এ জরিপে দেখা যায়, জর্দানের শতকরা ৭২% এবং মিসরের শতকরা ৬০% মানুষ ইসলামী আইনের পক্ষে। তিউনিসিয়া ও মিসরের জনগণের শতকরা ৬৭ ও ৬৩% গণতন্ত্রের পক্ষে। এছাড়া লেবাননের বৃহত্তর জনসমাজ ইসলামী আইন চান এবং তারা মনে করেন দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকা উচিত।

## মিসরে নেকাব পরিহিতাদের স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল

মিসরে মারিয়া টিভি নামে নতুন একটি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করেছে। এই চ্যানেলটির বৈশিষ্ট্য হল নেকাব পরিহিত নারীরাই কেবল এতে অংশ নেবেন। রামাযান মাসের প্রথম দিন থেকেই এটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইউরোপের অনেক দেশের মতো মিসরেও নারীদের নেকাব পরা নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নানা বিড়ম্বনার শিকার হ'তে হয়। একই কারণে চাকরি, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যেরও শিকার হ'তে হয় বলে এনডিটিভির এক খবরে বলা হয়েছে। রক্ষণশীল সালাফী ইসলামপন্থীদের ধর্মীয় চ্যানেলে দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে অনুষ্ঠান প্রচার করবে মিসরের মারিয়া টিভি।

## মিসরে নতুন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ

মিসরের নবনিযুক্ত মন্ত্রীসভার শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসী। সাবেক সেচ ও পানিসম্পদমন্ত্রী হিশাম কান্দিলকে প্রধানমন্ত্রী করে তার নেতৃত্বে এ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ৩৫ সদস্যের নতুন মন্ত্রীসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন মিসরের সেনা প্রধান ফিল্ড মার্শাল হোসেন তানতাবী। মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো মূলত লাভ করেছেন মুসলিম ব্রাদারহুড এবং এর রাজনৈতিক মিত্ররা। পাশাপাশি মোবারক পরবর্তী সেনা সমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকারের সাত জন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন নতুন মন্ত্রীসভায়। তাদের মধ্যে সেনা পরিষদ সমর্থিত ক্যাবিনেটের অর্থমন্ত্রী মুমতায সাঈদ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মাদ কামাল আমরও রয়েছেন। দু'জন নারীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সংখ্যালঘু খৃষ্টান সম্প্রদায়ের। শপথ গ্রহণের পরপরই মিসরের প্রধানমন্ত্রী হিশাম কান্দিল বলেন, 'আমরা জনগণের সরকার, কোনো বিশেষ ধারা বা গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করছি না আমরা'।

## লিবিয়ার সাধারণ নির্বাচনে জিব্রীল জয়ী

লিবিয়ার সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে মাহমুদ জিব্রীলের নেতৃত্বাধীন জোট। কিন্তু ঐতিহাসিক এ নির্বাচনে কোন জোটই এককভাবে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন পায়নি। তবে উভয়পক্ষই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে জোট গঠন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা করছে। ফলাফল অনুযায়ী, দেশটির জাতীয় পরিষদের ২শ' আসনের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সংরক্ষিত ৮০ আসনের ৩৯টিতে জয়ী হয়েছে জিব্রীলের ন্যাশনাল ফোর্সেস অ্যালায়েন্স। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড সমর্থিত দেশটির সর্ববৃহৎ ইসলামপন্থী দল জাস্টিস অ্যান্ড কন্সট্রাকশন পার্টি পেয়েছে ১৭টি আসন। বাকি ১২০টি আসন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে কর্নেল গাদ্দাফী ক্ষমতায় আসার পর লিবিয়ায় এই প্রথমবারের মতো গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। ১৯৫২ সালে লিবিয়া স্বাধীন হওয়ার কিছু দিন পর দেশটিতে প্রথম অবাধ গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বশেষ জাতীয় ভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে। তাতে কোনো রাজনৈতিক দল অংশ নেওয়ার অনুমতি পায়নি।

ভারতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রণব মুখার্জীর বিজয়

## স্বাধীনতার ৬৫ বছরের ইতিহাসে প্রথম বাঙালী রাষ্ট্রপতি

ভারতের স্বাধীনতার ৬৫ বছরের ইতিহাসে প্রথম বাঙালী হিসাবে গত ২৫ জুলাই ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন পশ্চিম বঙ্গের প্রণব মুখার্জী। আগামী ৫ বছরের জন্য তিনিই ১২০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের রাষ্ট্রপতি। যোগ্যতাবলেই সম্মানজনক এ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন কমবেশি সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন এ প্রবীণ নেতা। প্রথম জীবনে শিক্ষক ও সাংবাদিক এই নেতা ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের হয়ে প্রথম রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৮০ সালে রাজ্যসভার দলনেতা। ১৯৮২-৮৪ সালে প্রথমবার দায়িত্ব পান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। ১৯৯১ সালে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন। এরপর ১৯৯৫ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত কয়েক দফায় কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থমন্ত্রী হয়েছেন।

ভারতীয় রাজনীতির 'চাণক্য' এবং বর্তমান ইউপিএ সরকারের ক্রাইসিস ম্যানেজার হিসাবে পরিচিত, দীর্ঘ ৪৩ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রণব মুখোপাধ্যায় (৭৭) পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম যেলার মিরাটি গ্রামের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ী বাংলাদেশের নড়াইল যেলার সদর থানার ভদ্রবিলা গ্রামে এবং তিনি মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর থানার এম.পি। তবে প্রেসিডেন্ট হওয়ায় এখন ওটা শূন্য হ'ল।

## ভারতে ধর্ষণের ঘটনায় শীর্ষে রাজধানী দিল্লী

ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান-রিপোর্ট অনুযায়ী দেশটিতে গত তিন বছরে ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। দেশের বড় শহরগুলোর মধ্যে ধর্ষণের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রাজধানী দিল্লী। কলকাতার স্থান তালিকায় তৃতীয়। রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় এবং সবার উপরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। ২০০৯ সালে মধ্যপ্রদেশে ২৯৯৮টি, ২০১০ সালে ৩১৩৫টি এবং ২০১১ সালে ৩৪০৬টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। দেশের চারটি মেট্রো শহরে ধর্ষণের পরিসংখ্যান বলছে, দিল্লী শহরে সব থেকে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ২০০৯ সালে দিল্লীতে ৪শ' ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, ২০১০ ও ২০১১ সালে এই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪১৪ ও ৪৫৩ তে।

## ইউরোপ ও ভারতে ইসলামবিদ্বেষী তৎপরতা ক্রমেই বাড়ছে

ইউরোপে ইসলাম-বিদ্বেষী তৎপরতা বেড়ে চলেছে এবং ভারতের গুজরাটের মুসলমানরা এখনও নির্যাতনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২০১১ সালের ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপে ইসলাম-বিদ্বেষী তৎপরতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বাড়তে থাকায় তা উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ঘোমটা বা নেকাব নিষিদ্ধ করার আইন পাসের জন্য ইউরোপের কোনো কোনো সরকারের তৎপরতা বাড়তে থাকায় সেখানকার মুসলিম নারীদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থাও ভিয়েনায় এক সম্মেলনে বলেছে, 'ইউরোপে ইসলাম-বিদ্বেষী তৎপরতা এখন গণহত্যার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ইসলাম-বিদ্বেষী নরওয়ের এক যুবকের সাম্প্রতিক হত্যাযজ্ঞই এর দৃষ্টান্ত।'

## কৃষ্ণাঙ্গ বলে দম্পতির বিয়ে হয়নি মার্কিন গির্জায়

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতি চার্লস ও টিএন্ড্রিয়া উইলসন গির্জায় বিয়ে করতে গেলে কালো হওয়ায় যাজক তাদের বিয়ে দিতে রাজি হননি। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে এ ঘটনা ঘটে। যাজক স্ট্যান হুইদারফোর্ড এবিসিকে জানান, ক্রিস্টাল স্প্রিংসের ফাস্ট ব্যাপ্টিস্ট চার্চটি তার যাত্রা শুরু করে ১৮৮৩ সালে। তখন থেকে এ পর্যন্ত কখনও এখানে কালোদের বিয়ে পড়ানো হয়নি।

# বিজ্ঞান ও বিস্ময়

## অপরাধী চেনাবে মাইন্ড রিডিং হেলমেট

মার্কিন টেকনোলজিক্যাল কোম্পানী ভেরিটাস সায়েন্টিফিক তৈরি করছে মাইন্ড রিডিং হেলমেট। ব্রেইন ওয়েভ মনিটর করে অপরাধ করার আগেই বিপজ্জনক ব্যক্তিকে শনাক্ত করাই মাইন্ড রিডিং হেলমেট তৈরির মূল উদ্দেশ্য। ভেরিটাস সায়েন্টিফিকের তৈরি মাইন্ড রিডিং হেলমেটটি দেখতে মোটরসাইকেল আরোহীর হেলমেটের মতোই হবে। আর হেলমেটটির ভেতরে থাকবে মেটাল ব্রাশ সেন্সর। হেলমেট পরা ব্যক্তির সামনে দেখানো হবে বিভিন্ন ছবি। হেলেমেটের সেন্সরগুলো ইইজির মাধ্যমে ব্রেইন ওয়েভ মনিটর করে ডাটা সংগ্রহ করবে। আর ওই ডাটা বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে ব্যক্তিটি বিপজ্জনক বা অপরাধপ্রবণ মানসিকতার কি-না।

## কম্পিউটারভিত্তিক রেললাইন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র আবিষ্কার

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রুয়েটের ৪র্থ বর্ষের ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের ছাত্র খন্দকার মারছুছ আবিষ্কার করল কম্পিউটার ভিত্তিক রেললাইন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। বাংলাদেশের রেল লাইনে বিদ্যমান ক্রসিংগুলো সাধারণত গেটম্যান দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়া অনেক জায়গায় দেখা যায় গেটম্যানও থাকে না। ফলশ্রুতিতে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এছাড়া গেটম্যানের সামান্য অবহেলাও একটি বড়রকম দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর সমাধানকল্পে মারছুছ আবিষ্কার করল এ যন্ত্রটি। ট্রেন আসার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যন্ত্রটি রেলক্রসিংয়ের গেটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে দেবে। আবার ট্রেনটি ক্রসিং পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে দেবে। ফলে অন্যান্য গাড়ি চলাচল শুরু করতে পারবে। এছাড়া বর্তমানে বিদ্যমান গেটনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সময় সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। হয়তো বা দেখা গেল ট্রেন আসার অনেক আগেই অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পরে গাড়ির রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেড়ে যায় তেমনি অপচয় হয় সময়ের। কিন্তু এ যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে এই সমস্যাগুলো দূর করতে সক্ষম বলে তিনি দাবি করেন। এ যন্ত্রের সঙ্গে কম্পিউটার সংযোগ থাকার ফলে প্রতি মুহূর্তে ট্রেন আসা-যাওয়া বা গেট কাজ করছে কিনা এগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূর থেকে বসে পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। একটি কম্পিউটার থেকে প্রায় ৪০-৫০টি গেট এক সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে তিনি জানান।

## অন্ধত্বের কারণ হ'তে পারে কম্পিউটার স্ক্রিন

কম্পিউটার মনিটর বা টেলিভিশনের স্ক্রিনের সামনে লম্বা সময় কাটানো চোখের জন্য যে ক্ষতিকর তা নতুন কোনো খবর না হলেও এর ভয়াবহতা এতদিন অজানাই ছিল। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব পিডিয়াট্রিকসের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী অন্ধত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ব্যবহারকারীদের স্ক্রিন আসক্তি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিশুরা কম্পিউটার মনিটর এবং টেলিভিশনের সামনে প্রতিদিন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে শতকরা ৬৬ ভাগ সময় বেশি কাটায়। বিশ্বব্যাপী আরো কয়েক কোটি মানুষকে কাজের খাতিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয় কম্পিউটার মনিটরের সামনে। কম্পিউটার মনিটর বা টিভি স্ক্রিনের সামনে এভাবে লম্বা সময় কাটালে তা ধীরে ধীরে চোখের এতই ক্ষতি করে যে, অন্ধ হয়ে যেতে পারেন উজ্জ্বল স্ক্রিনের সামনে লম্বা সময় কাটানো ব্যক্তিরা। দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে কাটালে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চোখের ছোট ছোট মাংসপেশী। আর সাধারণ একজন মানুষের চোখের পাতা পড়ে প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার। কিন্তু ইলেকট্রনিক স্ক্রিনের সামনে থাকলে তা কমে ৪ থেকে ৫ বারে দাঁড়ায়। স্ক্রিনের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে 'কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম' বা সিভিএসে আক্রান্ত হ'তে পারে ব্যবহারকারীরা। এতে ঘোলা দৃষ্টি, মাথাব্যথা এবং আলোর প্রতি মারাত্মক সংবেদনশীলতার শিকার হন ব্যবহারকারীরা। চোখের এমন ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে কিছুক্ষণ পর পর স্ক্রিনের সামনে থেকে উঠে যতটা সম্ভব দূরে বসে সময় কাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়াও স্ক্রিনের উজ্জ্বল আলো থেকে চোখ রক্ষা করতে গ্লেয়ার প্রোটেক্টর ব্যবহারের পরামর্শও দিয়েছেন তারা।

## স্প্রে করে জোড়া দেয়া যাবে ভগ্ন হৃদয়!

১০ হাযার ভোল্টের থ্রিডি ইলেকট্রিক স্প্রেয়ার হৃৎপিণ্ডের ক্ষত জোড়া দেবে জীবন্ত হার্ট সেল ছুঁড়ে দিয়ে। হার্ট অ্যাটাকের ফলে সৃষ্ট হৃৎপিণ্ডের ক্ষত সারাতে চিকিৎসকদের শেষ ভরসা হ'তে পারে এই 'স্প্রে-প্যাচ' প্রযুক্তি। হার্ট অ্যাটাক হ'লে মারা যায় হৃৎপিণ্ডের কিছু সেল। পরে রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেও ঐ মৃত হার্ট সেলগুলো ঠিক হয় না বরং থেকে যায় ক্ষত। পরে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে হৃৎপিণ্ডের ঐ মৃত অংশটুকু। এ কারণে হৃৎপিণ্ডের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় ভোগেন হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত অনেক ব্যক্তি।

দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের ঐ সমস্যা সমাধানে জীবন্ত হার্ট সেল পেইন্টের মতো হৃৎপিণ্ডে ছুঁড়ে দেবার প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছেন বৃটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের বিজ্ঞানীরা। হৃৎপিণ্ডের ভেতরের ক্ষত সারিয়ে তোলা সম্ভব হ'তে পারে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

## অফিসে খবরদারী করবে রোবট বস!

কর্মীদের ওপর খবরদারী করতে রোবট বস বানাচ্ছে মাইক্রোসফট। ঐ রোবট বসের বদৌলতে ছুটিতে গেলেও অফিসের ওপর খবরদারী করতে পারবেন বস।

রেডমন্ড, ওয়াশিংটনের রিসার্চ ল্যাবে ঐ রোবট বসটি বানাচ্ছেন মাইক্রোসফটের ইঞ্জিনিয়াররা। মাইক্রোসফটের রোবটটিতে থাকছে দু'টি ক্যামেরা ও একটি হাই ডেফিনেশন ডিসপ্লে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবক্যাম আছে এমন একটি কম্পিউটারের সামনে বসেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে রোবটটি।

রোবটটি ব্যবহার করে দূরে থেকেও রীতিমতো অফিসে ঘুরে বেড়াতে পারবেন এর চালক। কথা বলতে পারবেন কর্মীদের সঙ্গে। রোবটটির প্রক্সি ক্যামেরাকে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির ওপর ফোকাস করে তার কথা বলতে প্রশিক্ষণ দেয়াও সম্ভব।

# সংগঠন সংবাদ

## আন্দোলন

### পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে র‌্যালী

**হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার :**

অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়। হাটগাঙ্গোপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ থেকে শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও রাস্তা প্রদক্ষিণ করে পুনরায় মসজিদে এসে র‌্যালীটি সমাপ্ত হয়। এ সময় সংগঠনের বিভিন্ন প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। র‌্যালী শেষে হাটগাঙ্গোপাড়া বাজার মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মুহসিন।

**বগুড়া ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ আছর 'সোনামণি' বগুড়া যেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়। শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহ প্রদক্ষিণ করে সাতমাথায় এসে পথসভার মাধ্যমে র‌্যালীটি সমাপ্ত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' বগুড়া যেলার প্রধান উপদেষ্টা ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও 'সোনামণি' যেলা উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আব্দুস সালাম, সহ-পরিচালক ও সাবগ্রাম মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ ও দারুল আইতাম এর শিক্ষক আব্দুস সালাম। র‌্যালিতে চার শতাধিক সোনামণি ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

**সাতক্ষীরা ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে এক র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়। শহরের আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় আব্দুর রাযযাক পার্কে এসে র‌্যালীটি সমাপ্ত হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান প্রমুখ।

### আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

**ধামরাই, ঢাকা ২৭ জুলাই, ৭ রামাযান শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ ঢাকা যেলার ধামরাই থানাধীন ইকুরিয়া পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্থানীয় কাকরান দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠান শেষে অধ্যাপক হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও ডাঃ আতাউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর ইকুরিয়া এলাকা এবং নাছরুল্লাহকে সভাপতি ও রুবেল মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ'-এর ইকুরিয়া এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদে ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ইকুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদে জনাব সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও ইকুরিয়া বড়পাড়া জামে মসজিদে তাসলীম সরকার জুম'আর খুৎবা পেশ করেন। ইকুরিয়ায় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র এলাকা কমিটি গঠিত হওয়ায় স্থানীয় মুছল্লী ও সুধীবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

**সাভার, ঢাকা ২৭ জুলাই, ৭ রামাযান শুক্রবার :** অদ্য বাদ আছর ঢাকার সাভার থানাধীন গেণ্ডা বাজার সংলগ্ন ৩১ রাজাবাড়ীর জনাব আশরাফুল ইসলামের বাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাভার এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা জনাব আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাভার এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি কারী হারূনুর রশীদ ও অর্থ সম্পাদক ডাঃ আব্দুল জাব্বার প্রমুখ।

### সূদ ভিত্তিক নয়, যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করুন!

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**ঢাকা ৩০ জুলাই সোমবার :** অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে ঢাকার 'ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স' মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সূদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার ফলে পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গরীব নিঃস্ব হয়ে পথের ভিখারী হয়ে যায়। অথচ ইসলাম দেড় হাযার বছর আগেই এই অসম অর্থনীতিকে ধিক্কার জানিয়ে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং তদস্থলে যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ প্রদান করেছে। যার মাধ্যমে সমাজের গাছতলা ও পাঁচতলার মধ্যেকার প্রভেদ দূরীভূত হওয়া সম্ভব। তিনি সমবেত কর্মী ও সুধীদেরকে সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের এবং তা হকপন্থী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দারুল ইফতা-র সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শফীকুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছফিউল্লাহ খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ।

উল্লেখ্য যে, বাদ মাগরিব হ'তে রাত সাড়ে আট-টা পর্যন্ত আয়োজিত প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শ্রোতাদের মাসআলা-মাসায়েল ও সংগঠন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

**শরীফপুর, গাযীপুর, ৩১ জুলাই মঙ্গলবার** : অদ্য বা'দ যোহর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ যুবায়েরের অসুস্থ পিতা জনাব সিরাজুদ্দীন মোল্লার সাথে সাক্ষাতের জন্য এক সংক্ষিপ্ত সফরে গাযীপুর যেলার শরীফপুরে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি স্থানীয় নবনির্মিত আবু বকর (রাঃ) জামে মসজিদে যোহরের ছালাত আদায়ের পর উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক দাওয়াত তুলে ধরেন। অতঃপর অসুস্থ রোগীর বাসায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সার্বিক সুস্থতা কামনা করে দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন যাবৎ প্যারালাইসিস রোগে শয্যাশায়ী জনাব সিরাজুদ্দীন মোল্লা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাতের প্রবল আকাংখ্যা পোষণ করেছিলেন। তাই ঢাকা সফরের এক ফাঁকে তিনি এই বয়োবৃদ্ধ শুভাকাঙ্খীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাবেক সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ। একই দিনে তিনি 'আন্দোলন'-এর ঢাকা অফিসে ইফতার করেন ও দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠক করেন। অতঃপর তিনি রাতে বায়তুল মুকাররম চত্বরে আয়োজিত মাসব্যাপী ই.ফা.বা. বইমেলায় হাদীছ ফাউণ্ডেশন বুক স্টল পরিদর্শন করেন।

**রাজশাহী, ০৬ আগস্ট, সোমবার** : অদ্য দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রস্তাবিত) জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, সার্বিক জীবনে আল্লাহভীতিই ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। তিনি বলেন, যে আল্লাহ্র ভয়ে আমরা ছিয়াম অবস্থায় গোপনেও এক গ্লাস পানি পান করি না, সেই আল্লাহ্র ভয়ে কি ইফতার থেকে সাহারী পর্যন্ত যাবতীয় হারাম থেকে বিরত থাকতে পারি না? তিনি বলেন, এই একমাসের প্রশিক্ষণ আগামী ১১ মাস ধরে রাখতে পারলেই আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি সম্ভব।

মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক অধ্যাপক মবিনুল ইসলাম সহ মহানগর কমিটির অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

## যুবসংঘ

### কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

**সাতক্ষীরা ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার :** অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাতক্ষীরা পৌর অডিটরিয়ামে ২০১২ সালের এস.এস.সি/দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে এক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান প্রমুখ।

### আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

**রাজশাহী ০২ আগস্ট বৃহস্পতিবার :** অদ্য বেলা ৩-টায় নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্টে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, নোংরা দলীয় রাজনীতি ও অনৈসলামী সংস্কৃতির নামে শয়তানী আগ্রাসন হ'তে তোমরা সর্বদা দূরে থাকবে। আখেরাতে সফলতা লাভকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করবে। জ্ঞানার্জনের জন্য আমি তোমাদেরকে রাজনীতির মিছিলে নয়, বরং সর্বদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ও লাইব্রেরীতে দেখতে চাই। তোমরা প্রকৃত মানুষ হও। শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমরা কুরআন ও

হাদীছের দু'টি আলোকস্তম্ভ থেকে আলো নিয়ে পথ চলবে। ইনশাআল্লাহ তোমরা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হবে।

'যুবসংঘ' রাবি শাখার সভাপতি হাফেয মুকাররম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। এতে উত্তর প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অনুষ্ঠানটি বিকাল ৩ টা থেকে শুরু হয়ে ইফতার-এর মাধ্যমে শেষ হয়।

**রাজশাহী ০৮ আগস্ট বুধবার** : অদ্য বেলা সাড়ে ৩-টায় নগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেস্টুরেন্টে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, যে কোন মূল্যে নিজেকে আল্লাহর পথে ধরে রাখো। আখেরাতে সফলতা লাভকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করো। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তোমরা আত্মনিবেদিত হও!

মহানগর 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুখতারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' রাবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান।

## মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলার অর্থ সম্পাদক মাস্টার মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক (৬৫) গত ১৮ জুলাই সকাল ১১-টায় রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ী থানাধীন উপরবিল্লী গ্রামের নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন। একই দিন বিকাল ৬-টায় তাঁর নিজ গ্রাম উপরবিল্লীতে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মোফাক্ষার হোসাইন ও আনোয়ারুল হক, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মাস্টার আব্দুল খালেক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সংগঠনের অধীনে মানোন্নয়ন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মানে উন্নীত হন। ১৯৯৪ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গঠিত হওয়ার পর তিনি আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আন্দোলন'-এর একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

উল্লেখ্য, তিনি ১৯৫৯ সালে ঝিনা ফ্রী প্রাইমারী স্কুল হ'তে ৫ম শ্রেণী পাশ করে কাকনহাট উচ্চবিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৬৯ সালে ১ম বিভাগে রাজশাহী বোর্ড থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। ১৯৭২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন। স্মর্তব্য যে, তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে ১৯৬৫ সালে সহকারী শিক্ষক হিসাবে চান্দলাই ভূষণা ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে যোগদান করেন। পরের বছর রাজশাহী পিটিআই থেকে সি.এন.এড. প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি রিশিকুল, পাকড়ী, মোহনপুর ইউনিয়নের সবকটি উল্লেখযোগ্য স্কুলে অত্যন্ত সুনাম ও যোগ্যতার সাথে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি বিভাগীয় প্রমোশনে উপযেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও তা গ্রহণ করেননি।

তিনি পেশায় শিক্ষক হ'লেও সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে ললিতনগর উচ্চ বিদ্যালয়, পাকড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, জয়রামপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও অত্রাঞ্চলে সংগঠনের উদ্যোগে মসজিদ, পাঠাগার, গভীর নলকূপ স্থাপনে ও অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করে জনসেবায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

*[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন-আমীন! -সম্পাদক]*

# প্রশ্নোত্তর

*দারুল ইফতা*
*হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*

***প্রশ্ন (১/৪৪১) : ইসলামিক টিভি-র প্রশ্নোত্তর পর্বে জনৈক মুফতী বলেন, ফজরের আযানের পর এবং মাগরিবের আযানের কিছু পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করার পর তাহিইয়াতুল ওযূ বা দুখূলুল মসজিদের ছালাত আদায় করা যাবে না। তবে ফজরের সুন্নাতের সাথে বা মাগরিবের আযানের পর সুন্নাতের সাথে দুখূলুল মসজিদের নিয়তে ছালাত আদায় করলে একই সঙ্গে উভয় সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। উক্ত কথার দলীল আছে কি?***

*-মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান*
*ধানমণ্ডি, ঢাকা।*

**উত্তর :** ব্যাপক ভিত্তিক হাদীছের *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)* কারণে সঠিক হচ্ছে এই যে, যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসবে না। এ কারণে উক্ত কথা সঠিক নয়। বরং সর্বাবস্থায় ফরয ছালাতের পূর্বে সময় থাকলে ওযূ করে মসজিদে প্রবেশের পর প্রথমে তাহিইয়াতুল ওযূ, অতঃপর তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করে ছালাতের নির্ধারিত সুন্নাত আদায় করবে। আর সময় না থাকলে নির্ধারিত সুন্নাত আদায় করলেই তা তাহিইয়াতুল মসজিদ-এর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/২৪৪)*।

***প্রশ্ন (২/৪৪২) : ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ইশরাক্ব ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, একটি কবুল হজ্জ ও একটি কবুল ওমরার ছওয়াব পাওয়া যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?***

*-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
*সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য সঠিক *(তিরমিযী হা/৫৮৬, সনদ হাসান)*।

***প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : কালেমা কয়টি এবং কী কী? নিম্নের কোন্‌টি কালেমা শাহাদত? 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। না কি 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'?***

*-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম*
*শেরপুর, বগুড়া।*

**উত্তর :** মূলতঃ কালেমার কোন প্রকার নেই। একই কালেমা বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। ভারত বর্ষের বিদ্বানগণ ঐ শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে কালেমার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। যেমন- কালেমা তাইয়েবাহ, শাহাদাত, তাওহীদ, তামজীদ ইত্যাদি। এটি ইজতেহাদী বিষয়। প্রশ্নে বর্ণিত দু'টি কালেমাই কালেমায়ে শাহাদাতের অন্তর্ভুক্ত *(প্রথমটি দ্রষ্টব্য : আবুদাউদ হা/২৬৭৯। দ্বিতীয়টি দ্রষ্টব্য : ছহীহ মুসলিম হা/২৩৪)*।

***প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : মাসিক মদীনা জুন ২০০৯ সংখ্যায় ৪১ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, 'ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার সময় ছানা পড়ার পর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নাই'। এ বক্তব্য কি সঠিক?***

*-আব্দুল মজীদ*
*ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়তে হবে, যা রাসূল (ছাঃ) পড়েছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী; মিশকাত হা/১২১৭; আবুদাঊদ হা/৪০০১)*।

***প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ ছালাত কিংবা ছালাতুত তাওবাহ পড়ার পর হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?***

*-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ*
*মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে *(ছহীহ সীরাহ নববী, পৃঃ ১৪৭)*। তাছাড়া অন্য হাদীছে এসেছে, হাত তুলে দো'আ করলে আল্লাহ্‌ শূন্য হাত ফিরিয়ে দেন না *(আবুদাঊদ হা/১৪৮৮; তিরমিযী হা/৩৫৫৬)*। তবে দো'আ শেষে হাত মুখে মাসাহ না করে ছেড়ে দিবেন। কারণ মুখে হাত মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ যঈফ *(আবুদাঊদ; মিশকাত হা/২২৫৫)*।

***প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : যিনি মুরশিদ তিনি রাসূল। কখনো তিনি খোদা হন। এ কথা শুধু লালন নয় কুরআনও বলে। এর প্রমাণে তারা আলে ইমরান ৩১; নিসা ৮০, ১৫০; কাহ্‌ফ ১১০ আয়াত দলীল হিসাবে পেশ করে। উক্ত দাবী কি সঠিক? লালনের ভক্ত এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থা পরকালে কী হবে?***

*-আব্দুল্লাহ মাস'ঊদ*
*বামুন্দী, গাংণী, মেহেরপুর।*

**উত্তর :** এটি সম্পূর্ণরূপে শিরকী আক্বীদা। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে যারা এক করে দেখাতে চায়, তারা সর্বেশ্বরবাদী শিরকী দর্শনের অনুসারী। উক্ত বানোয়াট দর্শনের পক্ষে দলীল হিসাবে যা পেশ করা হয়েছে তা স্রেফ ধোঁকা ও প্রতারণা মাত্র। পৃথিবীর কোন সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন, 'আমি তো তোমাদের মতই

একজন মানুষ মাত্র; আমার প্রতি অহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ মাত্র একজন' *(হা-মীম সাজদাহ ৬)*।

প্রশ্নে বর্ণিত আয়াতগুলিতে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালোবাসা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। রাসূলকে আল্লাহ বলা হয়নি। অথচ এইসব মুশরিকরা লালন ফকীরকে মুরশিদ ও রাসূল ভেবেছে। অতঃপর তাকেই আল্লাহ ভেবে নিয়েছে। এককথায় শয়তান এদের উপর সওয়ার হয়েছে। এগুলি শিরক। আর শিরকী আক্বীদার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَـأْوَاهُ النَّـارُ 'যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম' *(মায়েদাহ ৭২)*। সুতরাং উক্ত ধোঁকা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

***প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : জনৈক আলেম বলেন, দুই সিজদার মাঝে দো'আ পড়া ওয়াজিব নয়। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে। দো'আ না পড়লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?***

*-মামূন*
*কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তর :** উক্ত দাবী ঠিক নয়। দুই সিজদার মাঝে দো'আ পড়া সুন্নাত *(আবুদাঊদ, তিরমিযী হা/২৮৪; মিশকাত হা/৯০০)*।

***প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : ব্রয়লার মুরগীর ডিম কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করা হয়। অন্য পশুর ভ্রূণ দ্বারা লেয়ার মুরগীর সাথে প্রজনন ঘটিয়ে ডিম উৎপাদন করা হয়। এই মুরগী খাওয়া বৈধ হবে কি?***

*-মুহাম্মাদ রাশেদ*
*বাদুল্লাপুর, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।*

**উত্তর :** পশুর ক্ষেত্রে প্রজনন বৃদ্ধি পায়, এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত। কারণ শরী'আতের বিধান মেনে চলার হুকুম পশুর উপরে নয়। তা কেবল জিন ও ইনসানের উপর অর্পিত হয়েছে *(যারিয়াত ৫৬)*। বৃক্ষের ক্ষেত্রে যেকোন পদ্ধতি গ্রহণ করার বৈধতা রয়েছে *(মুসলিম হা/২৩৬৩)*। সুতরাং ব্রয়লার মুরগীর গোশত খাওয়ায় কোন বাধা নেই।

***প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : কোন কিছু চুরি হয়ে গেলে আল্লাহ্র কাছে তার প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? চোরের বিচার আল্লাহ কখন করবেন?***

*-ইউসুফ ইসলাম*
*বোর্ড হাট, বিরল, দিনাজপুর।*

**উত্তর :** চুরির সম্পদ পরবর্তীতে পাওয়া না গেলে মালিক ছাদাক্বা করার সমান নেকী পাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০১ 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। চোরের উচিত চুরি করা সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া এবং তওবা করা। চোরের শারঈ দণ্ড দুনিয়াতে যদি না হয় এবং মালিককে যদি ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে পরকালে তার কঠিন শাস্তি হবে *(বুখারী হা/২৪৪৯, মিশকাত হা/৫১২৬)*। উল্লেখ্য, কোন জিনিস চুরি হয়ে গেলে বিপদের দো'আ হিসাবে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' পড়তে হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮)*।

***প্রশ্ন (১০/৪৫০) : স্ত্রীর কোন ভুলের কারণে সাক্ষী ছাড়াই স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি তালাক দেয়, তাহ'লে সেই তালাক কার্যকর হবে কি? স্ত্রীকে না জানিয়ে যদি মনে মনে বলে স্ত্রী অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করলে তালাক। উক্ত তালাক কার্যকর হবে কি?***

*-মুহাম্মাদ শাহেদ*
*সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।*

**উত্তর :** সাক্ষী থাক আর না থাক, ভুলের জন্য হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, তালাক দিলে অবশ্যই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। এমনকি তামাশা বা মজা করে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ হা/২১৯৪; মিশকাত হা/৩২৮৪)*। মুখে প্রকাশ করা পর্যন্ত মনে মনে বলে তালাক হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের জন্য মনের কথাকে এড়িয়ে গেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে প্রকাশ করে না বলবে অথবা কার্যে পরিণত না করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৩)*।

***প্রশ্ন (১১/৪৫১) : আবু জাহ্লের বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর কোন রক্ত সম্পর্ক ছিল কি?***

*-জাহাঙ্গীর আলম*
*বালানগর, বাগমারা।*

**উত্তর :** কুরাইশ বংশীয় হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আবু জাহ্লের দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে, নিকটবর্তী কোন সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ) আবদু মানাফ গোত্রীয় আর আবু জাহ্ল বানু মাখযূম গোত্রীয়। রাসূল (ছাঃ) এবং আবূ জাহ্ল উভয়ের বংশ 'মুর্রা ইবনু কা'বে' গিয়ে মিলিত হয়েছে *(সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১ ও ১/২৬৫ পৃঃ)*।

***প্রশ্ন (১২/৪৫২) : প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া হ'ল, চাকুরী শেষে যা একবারে সরকার প্রদান করে থাকে তা হালাল। কিন্তু বর্তমান সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যা দেখা যাচ্ছে তা হ'ল- সরকার প্রতি মাসে কর্মচারীদের বেতন থেকে নির্দিষ্ট হারে একটি অংশ কেটে রাখে এবং তা সূদী ব্যবসায় খাটায়। অতঃপর চাকুরী শেষে মুনাফাসহ যে পরিমাণ টাকা জমা হয়, তা এককালীন অথবা গ্রাহক চাইলে মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করে। উক্ত অর্থ গ্রহণ করা কি হালাল হবে?***

*-আবুল কালাম, নোয়াখালী।*

**উত্তর :** সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বেতনের যে অংশ প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়, চাকুরী শেষে শুধু সেই অর্থই গ্রহণ করা জায়েয হবে। আর বেতন থেকে সূদের অংশটি আলাদা করে সমাজ কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। তবে তাতে

নেকীর আশা করা যাবে না। যে কোন মূল্যে সূদ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য। কারণ হারাম রূযী দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ কখনোই জান্নাতে যাবে না' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)।*

***প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : খলীফা মামূনুর রশীদের আমলে মু'তাযিলা সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে কেন এই আক্বীদা পোষণ করার জন্য চাপ দিয়েছিল যে, 'কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম নয় বরং এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট'?***

*-আবু সারা, কুয়েত।*

**উত্তর :** কারণ হল, তৎকালীন সময়ে ইমাম আহমাদ (রহঃ) সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন এবং তার কথা সকল হক্বপন্থী জনগণ এক বাক্যে মেনে নিত। তাই তিনি যদি বিষয়টির ব্যাপারে স্বীকৃতি দেন, তাহলে সবাই এক বাক্যে তা মেনে নেবে। উল্লেখ্য যে, 'কুরআন সৃষ্ট' মতবাদটি কুফরী মতবাদ। কেননা এর দ্বারা কুরআনকে অন্যান্য সৃষ্টির মত ধারণা করা হয়। অথচ কুরআন সরাসরি আল্লাহ্‌র কালাম এবং এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের ছহীহ আক্বীদা *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আহলেহাদীছ আন্দোলন, ডক্টরেট থিসিস পৃঃ ১০৫-০৬)।*

***প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতায় বিবাহ করেছে। এখন সে কিভাবে আল্লাহ তা'আলা এবং পিতা-মাতার নিকটে ক্ষমা পাবে?***

*-নযরুল ইসলাম*
*কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।*

**উত্তর :** এজন্য পিতা-মাতার নিকটে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত *(তিরমিযী; মিশকাত হা/৪৯২৭; নাসাঈ হা/৩১০৪)।*

***প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : ছালাতের সময় পায়জামা টাখনুর উপরে গুটিয়ে নেওয়া যাবে কি?***

*-আব্দুল্লাহ, মান্দা, নওগাঁ।*

**উত্তর :** টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। শুধু ছালাতের সময় পায়জামা টাখনুর উপরে তুলে নিতে হবে এমনটি নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ 'টাখনুর নীচে যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামের আগুনে পুড়বে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)।* ছালাত অবস্থায় পুরুষের জন্য জামার হাতা সমূহ বা কাপড় গুটিয়ে রাখা যাবে না। বরং খোলামেলা ছেড়ে দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭; ছিফাত পৃ: ১২৫)।*

***প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : জারজ সন্তান যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় করে তাহলে তার সাথে চলাফেরা করা এবং তার মৃত্যুর পর জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি?***

-

**উত্তর :** যাবে। কেননা পিতা-মাতার অন্যায়ের দায় জারজ সন্তানের উপর পড়ে না *(বাক্বারাহ ২৮৬; আন'আম ১৬৪)।* উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ 'জারজ সন্তান হ'ল তিনজন নিকৃষ্ট ব্যক্তির একজন' *(আবুদাঊদ হা/৩৯৬৩)।* এ বিষয়ে ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ কথার মধ্যে জারজ সন্তানের বিষয়ে ইসলামের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। যাতে ঐ সন্তান নিজে ব্যভিচারে ধ্বংস না হয় *(মিরক্বাত)।*

***প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক রাত পাহারা দেওয়া এক হাযার বছর নিজ বাড়িতে রাতে ইবাদত করা এবং দিনে ছিয়াম পালন করার চেয়েও উত্তম'। উক্ত মর্মের হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*ইউনুস, শাসনগাছা, কুমিল্লা।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৬০৯, সিলসিলা যঈফাহ হা/ ১২৩৪)।* তবে এ মর্মে ছহীহ হাদীছটি হ'ল- 'একটি দিন ও রাত্রি আল্লাহ রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, এক মাস ছিয়াম ও রাত্রিতে ছালাতে দণ্ডায়মান থাকার চাইতে উত্তম। আর উক্ত কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় মারা গেলে তার ছওয়াব সে প্রতিদিন পেতে থাকবে। জান্নাত হ'তে তার রিযিক আসতে থাকবে এবং (কবরের) ফিৎনা হ'তে নিরাপদ থাকবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯৩)।*

***প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : 'ছালাত জান্নাতের চাবি' মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ? জান্নাতের চাবি কি?***

*-আমানুল্লাহ*
*ধান্দিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬০৯)।* বরং 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' হ'ল জান্নাতের চাবি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার শেষ কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(আবুদাঊদ হা/৩১১৬; মিশকাত হা/১৬২১)।* ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ)-কে বলা হল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে প্রত্যেক চাবিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা চাবি নিয়ে যাও, তবে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে। অন্যথায় তা তোমার জন্য খোলা হবে না' (কালেমার দাঁত হ'ল নেক আমল)।*-বুখারী, মিশকাত, হা/৪৩ 'ঈমান' অধ্যায়।*

***প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কি কি গুণাবলী থাকা আবশ্যক?***

*-বাশীরা*
*কামারকুড়ী, মান্দা, নওগাঁ।*

**উত্তর :** বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার মেয়ে মুশরিক মেয়ের চেয়ে উত্তম। যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। তোমরা

মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার পুরুষ মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন...*(বাক্বারাহ ২২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সাধারণতঃ মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়- তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। তোমরা ধার্মিক মেয়েকে অগ্রাধিকার দাও। অন্যথায় তোমাদের উভয় হস্ত অবশ্যই ধূলায় ধূসরিত হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২, ৩০৯০, 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর এবং সমতা দেখে বিবাহ কর *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৭)*। পাত্রের ক্ষেত্রে তার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণের দিকে লক্ষ্য করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُـــوْهُ 'যার দ্বীনদারী এবং উত্তম আচরণে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে বিবাহ দাও' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০)*।

***প্রশ্ন (২০/৪৬০) : যাকাতের টাকা ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করা যাবে কি? যেমন ইসলামিক সিডি, বই, ক্যাসেট ইত্যাদি কিনে বিতরণ করা হয়।***

*-তালহা খালেদ*
*দাম্মাম, সঊদী আরব।*

**উত্তর :** যাকাতের টাকা ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যবহার করা যাবে। এগুলো ফী সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হবে *(মাজমু' ফাতাওয়া উছায়মীন ১৮/২৫২)*।

***প্রশ্ন (২১/৪৬১) : একজন সন্তানহীনা বিধবা তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির কত অংশ পাবে? দেশের আইনই বা কত অংশ দিচ্ছে ?***

*-আবু আমীনা, কুয়েত।*

**উত্তর :** মোট সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে *(নিসা ১২)*। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে অনুরূপই দেওয়া হয়।

***প্রশ্ন (২২/৪৬২) : আমার এক আত্মীয় মারা যাওয়ার সময় এমন এক অছিয়ত করে গেছেন, যা পূরণ করতে তার রেখে যাওয়া সব সম্পদ লাগবে। এমতাবস্থায় করণীয় কী?***

*মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম*
*সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।*

**উত্তর :** অছিয়ত স্বরূপ সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দান করা যায়। এর বেশী অছিয়ত করা বৈধ নয় *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৭১)*। অতএব উক্ত অছিয়ত পূরণ করা আবশ্যক নয়।

***প্রশ্ন (২৩/৪৬৩): পেটে বাচ্চা ওয়ালী গাভী অসুস্থ হলে যবেহ করে খাওয়া যাবে কি?***

*-মুছাব্বির, সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

**উত্তর :** পেটে বাচ্চা ওয়ালী গাভী অসুস্থ হলে যবেহ করে খাওয়াতে কোন দোষ নেই। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, পেটের বাচ্চাকে যবেহ করা হচ্ছে তার মাকে যবেহ করা *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯১)*। অত্র হাদীছে গাভীর পেটের বাচ্চাকে হালাল বলা হয়েছে। মানুষের রুচি হলে পেটে বাচ্চাওয়ালী গাভী তো খেতে পারেই, এমনকি পেটের বাচ্চাও খেতে পারে।

***প্রশ্ন (২৪/৪৬৪): একজন কুরআনের হাফেয কি একজন আলেমের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? উভয়ের উপস্থিতিতে কে ইমামতি করবেন?***

*-আব্দুল্লাহ, মান্দা, নওগাঁ।*

**উত্তর :** আলেম ইমামতি করবেন। যদি তিনি শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবচেয়ে ভাল ক্বারীকে ইমাম হওয়ার জন্য বলেছেন। উভয়ে যদি ক্বিরাআতের দিক থেকে সমান হন, তাহ'লে যিনি সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত, তিনি ইমামতি করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭)*।

***প্রশ্ন (২৫/৪৬৫): একটি সূরা বার বার পড়লে প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ পড়তে হবে কি? সূরার মধ্য থেকে পড়লে বিসমিল্লাহ বলতে হবে কি? পড়তে পড়তে কিছুক্ষণ বিরতির পর পড়লে বিসমিল্লাহ বলতে হবে কি?***

*-শফীকুল ইসলাম*
*গাবতলী, বগুড়া।*

**উত্তর :** সূরার প্রথম থেকে পড়া আরম্ভ করলে প্রতিবার বিসমিল্লাহ বলতে হবে। এমনকি কিছু বিরতির পর পড়লেও। কারণ একটি সূরা থেকে তার একটি সূরা পৃথক করার মাধ্যম হচ্ছে বিসমিল্লাহ *(আবুদাঊদ হা/৭৮৮)*। যেকোন সময়ে যে কোন স্থান হতে কুরআন পড়লে আঊযুবিল্লাহ পড়বে। আল্লাহ বলেন, আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবেন *(নাহল ৯৮)*। তবে বিষয়টি 'মানদূব' (ইচ্ছাধীন) পর্যায়ভুক্ত *(তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

***প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : এক ছাত্র লেখাপড়া না করে টাকা দিয়ে ৭টি সেমিষ্টার শেষ করেছে। এখন বাকী ৫টি সেমিষ্টার সে ভালভাবে লেখাপড়া করতে চায়। উক্ত সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরী করা হালাল হবে কি?***

*-রওশন, ঢাকা।*

**উত্তর :** হালাল হবে না। কারণ এটা স্রেফ প্রতারণা মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০, ৩৫২০)*।

***প্রশ্ন (২৭/৪৬৭): আমাদের দেশে সরকারীভাবে হিন্দুদের পূজায় টাকা দেওয়া হয়। নাগরিক হিসাবে এতে আমাদের পাপ হবে কি-না।***

*-আব্দুস সাত্তার*

*কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।*

**উত্তর :** সরকার অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত খাত থেকে হিন্দুদের পূজার জন্য সহযোগিতা করতে পারে। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন প্রকার সহযোগিতা করতে পারবে না। কারণ এটা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর কোন প্রকার পাপের কাজে সহযোগিতা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ২)*।

***প্রশ্ন (২৮/৪৬৮): স্বামীর কি কি অধিকার পালন করলে স্ত্রী জান্নাতে যেতে পারবে?***

*-আবুবকর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।*

**উত্তর :** 'অধিকার' বিষয়টি ব্যাপক। সেকারণ এ বিষয়ে ইসলামী শরী'আতে মৌলিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যেকোন স্ত্রী (১) নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে (২) রামাযানের ছিয়াম পালন করে (৩) লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং (৪) স্বামীর আনুগত্য করে, সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। *(আবু নঈম, মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ হাসান)*। অন্যত্র তিনি বলেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। ...স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তিনি বলেন, উত্তম স্ত্রী সেই, যার দিকে তাকিয়ে স্বামী আনন্দিত হয়। স্বামী কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং স্বামী যা অপসন্দ করেন, স্ত্রী তা করেনা' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৭২)*।

***প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : বিবাহের সময় স্বামী তার স্ত্রীর মোহরানা আদায় করেনি। এখন আদায় করতে ইচ্ছুক। সম্পদ ও অর্থ কোনটি দ্বারা আদায় করবে?***

*-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*
*তালা, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** সম্পদ বা অর্থ যা দিয়ে পরিশোধ করা হোক না কেন, তা ধার্যকৃত মোহরের সমপরিমাণ হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ, তার বিনিময়ে তাদের জন্য নির্ধারিত মোহরানা আদায় কর' *(নিসা ২৪)*।

***প্রশ্ন (৩০/৪৭০): ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি কি? ছালাতরত অবস্থায় কেউ ডাকলে গলায় আওয়াজ করা যাবে কি?***

*-মুহাম্মাদ ইসমাঈল*
*মোহনপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ছালাতরত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে কথা না বলে শুধু হাত বা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দিতে হবে *(তিরমিযী, নাসাঈ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৯১)*। উল্লেখ্য যে, ছালাতরত অবস্থায় গলার আওয়াজ দেওয়ার হাদীছটি যঈফ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৭৫; তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ৩১২)*।

***প্রশ্ন (৩১/৪৭১): পিতা-মাতা আক্বীক্বা করে নাম রেখেছে। সন্তান বড় হয়ে বুঝতে পারলো যে, তার নাম অর্থহীন। এমতাবস্থায় তার নাম কি পরিবর্তন করা যাবে?***

*-আলাউদ্দীন, রাজারবাগ, ঢাকা।*

**উত্তর :** অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে ত্রুটিপূর্ণ নামকে পরিবর্তন করে একটি সুন্দর ইসলামী নাম রাখাই শরী'আতের বিধান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭)*। অতএব একজন ভালো আলেমের নিকট থেকে জেনে নিয়ে একটি উত্তম নাম রাখুন। প্রয়োজনে কোর্টে নাম পরিবর্তন করে এফিডেভিট করুন *(বিস্তারিত দেখুন : মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা পৃঃ ৫১-৫৩)*।

***প্রশ্ন (৩২/৪৭২): অল্প পরিমাণ অ্যালকোহল মিশ্রিত পেপসি, সেভেনআপ, কোকাকোলা, এনার্জি ড্রিংক্স প্রভৃতি কোমল পানীয় পান করা বৈধ হবে কি?***

*-সুহাইল, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।*

**উত্তর :** কোন খাদ্য ও পানীয়তে কম-বেশী যা-ই থাক না কেন, অ্যালকোহল অর্থাৎ নেশাদার দ্রব্য মিশ্রিত থাকলে তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ ছহীহ)*। বিভিন্ন সংবাদসূত্রে প্রকাশ, সকল প্রকার এনার্জি ড্রিংক্সসহ অধিকাংশ কোমল পানীয়তে এ্যালকোহল মিশ্রিত থাকে। সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে যে, জনপ্রিয় দু'টি কোমল পানীয় কোকাকোলা ও পেপসিতে প্রতি লিটারে অন্ততঃ ১০ মিলিগ্রাম এ্যালকোহল রয়েছে *(প্রেস টিভি নিউজ, ৩০ জুন'১২)*। এছাড়া কোমল পানীয়ের মূল উপাদানে শুকরের চর্বির মিশ্রণ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। এতে শরীরের জন্য ক্ষতিকর নানা উপাদানও বিদ্যমান। যেমন কোকো, ক্যাফেইন, কীটনাশক, কার্বন ডাই-অক্সাইড, উচ্চমাত্রার এসিড প্রভৃতি, যা মানুষের কিডনী, দাঁত, হাড়সহ স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল কোমল পানীয় নামক সোডা ওয়াটার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং তৈরীর মূল উপাদানসমূহ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এ সকল পানীয় পান করা যাবে না। সর্বোপরি সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট। এর মাঝে একটি সন্দেহযুক্ত জিনিস রয়েছে যা হারাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

***প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩): ছিয়াম অবস্থায় গান শোনা, মিথ্যা কথা বলা, মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়া প্রভৃতি পাপ কাজ করলে ছিয়াম বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত বক্তব্যটি কি সঠিক?***

*-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ*
*উপশহর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** কেবল সারাদিন পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত

থাকার নাম ছিয়াম নয়। বরং ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার মিথ্যা থেকে বিরত থাকা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে না, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯)*। তাই এক্ষেত্রে ছিয়াম সরাসরি বাতিল না হলেও, নিঃসন্দেহে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে।

***প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪): স্বপ্ন সম্পর্কে ভালো-মন্দ বিশ্বাস করা যাবে কি?***

*শরীফুল ইসলাম*
*সাঘাটা, গাইবান্ধা।*

**উত্তর :** স্বপ্ন ভাল মন্দ দু'টিই হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন. 'উত্তম স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন ঐ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে, যাকে সে ভালবাসে। আর যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন তার ক্ষতি ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চায় এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারে। আর কারো কাছে যেন প্রকাশ না করে। এতে তার কোন ক্ষতি হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২)*। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে বাম দিকে ৩ বার থুক মারবে, ৩ বার *আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম* বলবে ও পার্শ্ব পরিবর্তন করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৩-১৪ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। (ক) সত্য স্বপ্ন (খ) মনের কল্পনা এবং (গ) শয়তানের পক্ষ হ'তে ভীতি প্রদর্শন। সুতরাং কেউ যদি অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন উঠে ছালাত আদায় করে' *(তিরমিযী হা/২২৮০; ইবনু মাজাহ হা/৩৯০৬)*।

***প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : 'পাঁচটি রাত্রির দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রজব মাসের ১ম রাত্রি, শা'বানের মধ্যরাত্রি, জুম'আর রাত্রি, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রি।' উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?***

*-মঈনুদ্দীন, মিরপুর, ঢাকা।*

**উত্তর :** হাদীছটি মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২)*।

***প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬): আমরা ১৫ জন মিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করে একটি মূলধন সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকি। তারা ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় করে এবং কিস্তিতে সেই পণ্যের ক্রয়মূল্য সহ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (যেমন ২০০০ টাকার বিনিময়ে ২২০০ টাকা) লাভ হিসাবে আমাদেরকে প্রদান করে। উক্ত ব্যবসা হালাল হবে কি? যদি হারাম হয়ে থাকে তবে আমাদের করণীয় কি?***

*ইমরান, চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।*

**উত্তর :** উক্ত ব্যবসা হালাল নয়। কারণ উক্ত ব্যবসা রিবা আন-নাসিআহ বা বাকীতে ঋণের সূদ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ বাকীতে ঋণ প্রদানের উপর অতিরিক্ত অর্থ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কেবল অর্থলগ্নিকারী, পণ্যের বিক্রেতা নয় এবং ঋণগ্রহীতার সাথে ঋণদাতার সম্পর্ক এখানে ঋণের, পণ্যের নয়। তাই আমাদের পরামর্শ আপনারা নিজেরাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলুন। আর ইসলামে অনুমোদিত ব্যবসা দুই ধরণের। 'মুশারাকাহ' অর্থাৎ যার যেমন অর্থ থাকবে, সে অনুযায়ী লাভ-ক্ষতি বন্টন হবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭০)* অথবা 'মুযারাবাহ' অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপরজন ব্যবসা করবে। লাভ-ক্ষতি তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে *(দারাকুৎনী, মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ)*।

***প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭): আমি একজন পুলিশ সদস্য। এ সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বড় অফিসারকে দেখলে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হয়। নতুবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হয়। প্রায় ৩৬/৩৭ বছর যাবৎ এভাবে আমি অন্যায় কর্মে সহায়তা করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় এ চাকুরী করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?***

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

**উত্তর :** যিনি আপনাকে এ পাপ কর্মে বাধ্য করছেন, তিনিই মূল অপরাধী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৯)*। তাই এক্ষেত্রে আপনাকে পাপের দায়ভার নিতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। তবে এ প্রথা বন্ধের জন্য আপনাকে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

***প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮): জনৈক আলেম বলেছেন, শী'আরা মুসলমান নয়। কোন কোন এলাকায় বর্তমানে শী'আদের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-হাবীবুর রহমান*
*বখশীগঞ্জ, বদরগঞ্জ, রংপুর।*

*উত্তর ঃ* শী'আরা একটি ভ্রান্ত দল। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'রাফেযী শী'আরা মুসলিম নয়, তাদের কথা দীনের ব্যাপারে দলীল হিসাবে গণ্য নয়, এটি একটি নতুন দল, যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর সৃষ্টি হয়েছে। এ দলটি ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত মিথ্যা ও কুফরীর উপর নির্ভর করে চলে *(কিতাবুল ফিছাল ২/৬৫)*।

শী'আরা পাঁচটি প্রধান দল ও বহু সংখ্যক উপদলে বিভক্ত। ইমামিয়া শী'আরা বারো ইমামে বিশ্বাসী। তাদের দৃষ্টিতে রাসূলের পরে আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের

বায়'আত করে ছাহাবীগণ মুরতাদ হয়ে গেছেন। এজন্য উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হ'লেন আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) *(নাঊযুবিল্লাহ) (আল-আদিয়ান পৃঃ ১৮১)*। এছাড়া তাদের আক্বীদা মতে আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'অছি'। অতএব আলী এবং তাঁর পরিবারের মধ্যেই খেলাফত সীমাবদ্ধ থাকবে। সেকারণ আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) ছিলেন তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ খলীফা *(কিতাবুল ফিছাল ২/১১৫ পৃঃ)*।

***প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯): রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার নামে তোমরা নাম রাখো। কিন্তু আমার উপনামে তোমরা নাম রেখো না। এর কারণ কি?***

*-আমীনুল ইসলাম*
*উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।*

**উত্তর :** এই উপনামের কারণ দু'টো- (ক) নবী করীম (ছাঃ) বড় ছেলের নাম ছিলো ক্বাসেম। তাই তাঁকে আবুল ক্বাসেম বলা হতো *(তাবাক্বাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭)*। (খ) রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রাপ্ত ইলম মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২০০)* এজন্য তাঁকে বলা হতো আবুল ক্বাসেম- তাই তিনি তাঁর উপনামে নাম রাখতে নিষেধ করেছিলেন। তবে তাঁর ইন্তিকালের পর উক্ত উপনামে নাম রাখা যাবে মর্মে ইমাম মালেক (রহঃ) মত পেশ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে *(আওনুল মা'বূদ ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ২০৮)*।

***প্রশ্ন (৪০/৪৮০) :* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বনু আদমের অন্তর সমূহ একটি কলবের ন্যায় আল্লাহ্‌র দু'আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে খুশী সেটাকে পরিচালিত করেন' *(মুসলিম)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জানিয়ে বাধিত করবেন।**

*-মাসঊদ, মেহেরপুর।*

**উত্তর :** অত্র হাদীছটি আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীছ সমূহের (أحاديث الصفات) অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীছে আল্লাহ্‌র আঙ্গুলসমূহের বর্ণনা এসেছে। এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে বিশ্বাস করাটাই হ'ল ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের আক্বীদা। আল্লাহ্‌র আঙ্গুল বা তাঁর আকার সেইরূপ, যেরূপ তাঁর উচ্চ মর্যাদার উপযোগী। আল্লাহ বলেন, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা *(শূরা ৪২/১১)*। এবিষয়ে ঝগড়াকারীগণ পথভ্রষ্ট। নিরাকারবাদীগণ মু'আত্তিলাহ (শূন্য সত্তার উপাসনাকারী)। সাদৃশ্যবাদীগণ মুশাব্বিহাহ (স্রষ্টাকে সৃষ্টির সদৃশ কল্পনাকারী)। এবিষয়ে সঠিক আক্বীদা সেটাই যা ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা। অতঃপর অত্র হাদীছের তাৎপর্য হ'ল এই যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার অন্তরকে দ্রুত পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন। আর এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আঙ্গুল বলার মাধ্যমে হাত দ্বারা আঁকড়ে ধরা বুঝানো হয়েছে। কেননা আঙ্গুল হাতেরই অংশ। 'বনু আদমের অন্তরসমূহ একটি কলবের ন্যায়' বলার মাধ্যমে আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে একটি কলবের ন্যায় সহজে ও দ্রুত সৃষ্টি বুঝিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(লোকমান ৩১/২৮)*। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে *(মির'আত হা/৮৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন *(বুরূজ ৮৫/১৬)*। তবে এর দ্বারা মানুষকে বাধ্যগত প্রাণী ভাবা যাবে না। যেমনটি ভ্রান্ত ফের্কা অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াগণ ভেবে থাকেন। কেননা আল্লাহ বান্দার তাক্বদীর জানেন। কিন্তু বান্দা তা জানেনা। তাই তাকে সাধ্যমত আল্লাহ্‌র পথে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'বান্দা কেবল সেটাই পায়, যেটার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*।

## সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

(বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে)

### হিজরী ১৪৩৩ ॥ খৃষ্টাব্দ ২০১২ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪১৯

| ইংরেজী মাস | আরবী মাস | বাংলা মাস | সাহারী শেষ ও ফজর শুরু | যোহর | আছর | ইফতার ও মাগরিব শুরু | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ সেপ্টেম্বর | ১৩ শাওয়াল | ১৭ ভাদ্র | ৪ ঃ ১৭ | ১২ ঃ ০১ | ৩ ঃ ২১ | ৬ ঃ ১৭ | ৭ ঃ ৩৯ |
| ০৫ ,, | ১৭ ,, | ২১ ,, | ৪ ঃ ১৯ | ১১ ঃ ৫৯ | ৩ ঃ ২০ | ৬ ঃ ১৩ | ৭ ঃ ৩৬ |
| ১০ ,, | ২২ ,, | ২৬ ,, | ৪ ঃ ২০ | ১১ ঃ ৫৭ | ৩ ঃ ১৮ | ৬ ঃ ০৮ | ৭ ঃ ৩১ |
| ১৫ ,, | ২৭ ,, | ৩১ ,, | ৪ ঃ ২২ | ১১ ঃ ৫৫ | ৩ ঃ ১৬ | ৬ ঃ ০৩ | ৭ ঃ ২৬ |
| ২০ ,, | ০২ যিলক্বদ | ০৫ আশ্বিন | ৪ ঃ ২৪ | ১১ ঃ ৫৩ | ৩ ঃ ১৪ | ৫ ঃ ৫৮ | ৭ ঃ ২২ |
| ২৫ ,, | ০৭ ,, | ১০ ,, | ৪ ঃ ২৬ | ১১ ঃ ৫২ | ৩ ঃ ১২ | ৫ ঃ ৫৩ | ৭ ঃ ১৫ |

**YEAR TABLE (15th Vol.)** # বর্ষসূচী-১৫ **(Oct. 2011 to Sept. 2012)**

(১৫তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১১ হ'তে ১৫তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত)

### ✡ সম্পাদকীয় :

১. বুটের তলায় পিষ্ট মানবতা *(অক্টোবর ২০১১)* ২. (১) পুঁজিবাদের চূড়ায় ধ্বস, (২) চলে গেলেন আফ্রিকার সিংহ *(নভেম্বর ২০১১)* ৩. নৈতিকতা ও উন্নয়ন *(ডিসেম্বর ২০১১)* ৪. বড় দিন *(জানুয়ারী ২০১২)* ৫. অহি-র বিধান বনাম মানব রচিত বিধান *(ফেব্রুয়ারী ২০১২)* ৬. আমি চাই *(মার্চ ২০১২)* ৭. মাননীয় সিইসি সমীপে *(এপ্রিল ২০১২)* ৮. নেতৃবৃন্দের সমীপে *(মে ২০১২)* ৯. (১) বাঁচার পথ *(জুন ২০১২)* ১০. রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কাম্য *(জুলাই ২০১২)* ১১. কোয়ান্টাম মেথড : একটি শয়তানী ফাঁদ *(আগষ্ট ২০১২)* ১২. আসামে মুসলিম নিধন *(সেপ্টেম্বর ২০১২)*।

### ✡ দরসে কুরআন :

১. মাপে ও ওযনে ফাঁকি *(আগষ্ট'১২) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ধারক শর নিষিদ্ধ বস্তু *(সেপ্টেম্বর'১২) -ঐ।*

### ✡ দরসে হাদীছ :

১. খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল *(আগষ্ট'১২) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।*

### ✡ প্রবন্ধ :

**অক্টোবর '১১ :**

১. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/১৬-২৫ কিস্তি)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *-মুযাফফর বিন মুহসিন* ৩. কুরবানী : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি *-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী* ৪. আল্লাহ্র নিদর্শন (১৫/১-২) *-রফীক আহমাদ* ৫. কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৬. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

**নভেম্বর '১১ :**

১. ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব *(১৫/২, ৪র্থ কিস্তি) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২. কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তাক্বলীদ (১৫/২-৫, ৮) *-শরীফুল ইসলাম।*

**ডিসেম্বর '১১ :**

১. ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়ত ও বিকাশ *(১৫/৩, ৫ম কিস্তি) -শিহাবুদ্দীন আহমাদ,* ২. আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা *(১৫/৩-৬) -হাফেয আব্দুল মতীন।*

**জানুয়ারী '১২ :**

১. জন্ম নিয়ন্ত্রণের কুফল ও বিধান *-আবু নাফিয মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী।*

**ফেব্রুয়ারী '১২ :**

১. আলেমগণের মধ্যে মতভেদের কারণ*(১৫/৫-৭) -অনুবাদ : আব্দুল আলীম* ২. আত্মসমর্পণ *-রফীক আহমাদ।*

**মার্চ '১২ :**

১. মাসিক আত-তাহরীক : ফেলে আসা দিনগুলি *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে তাবলীগী ইজতেমার ভূমিকা *-ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ* ৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের ভূমিকা *-হারূনুর রশীদ* ৪.এপ্রিল ফুল্স *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৫. মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাক্ষাৎকার ৬. স্মৃতিচারণ : (ক) স্মৃতির আয়নায় তাবলীগী ইজতেমা *-মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক* (খ) তাবলীগী ইজতেমার সেই রজনী *-শামসুল আলম* ৭. প্রতিবেদন : তাবলীগী ইজতেমা (১৯৮০-২০১১) *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

**এপ্রিল '১২ :**

১. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য *-রফীক আহমাদ* ২. মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্টি? *-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ।*

**মে '১২ :**

১. ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য *(১৫/৮, ১০) -অনুবাদ : আব্দুল আলীম বিন কাওছার* ২. মানবাধিকার ও ইসলাম (১৫/৮-১০, ১২) *-শামসুল আলম।*

**জুন '১২ :**

১. অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল *(১৫/৯-১২) -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম* ২. আল্লাহ্র সতর্কবাণী *-রফীক আহমাদ* ৩. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ভেঙ্গে দিচ্ছে ভারত *-আহমদ সালাহউদ্দীন* ৫.ভূমিকম্পের টাইম বোমার ওপর ঢাকা ॥ এখনই সচেতন হ'তে হবে *-কামরুল হাসান দর্পণ।*

**জুলাই '১২ :**

১. হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডা. হ্যানিম্যান ও তার ইসলাম গ্রহণ *-ডা. এস.এম. আব্দুল আজিজ* ২. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩.

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. নজরুলের কারাজীবন ও বাংলা সাহিত্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ *-অধ্যাপক এনায়েত আলী বিশ্বাস।*

**আগস্ট '১২ :**

১. অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ২. আল-কুরআনের আলোকে ক্বিয়ামত (১৫/১১-১২)*-রফীক আহমাদ* ৩. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪. ছাদাক্বাতুল ফিতরের বিধান *-মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী।*

**সেপ্টেম্বর '১২ :**

১. পরহেযগারিতা *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

**✡ অর্থনীতির পাতা :**

১. ইসলামের আলোকে হালাল রূযী *(অক্টোবর'১১) -ড.মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* ২. বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যা : কারণ ও প্রতিকার *(১৫/২-৩) -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।*

**✡ সাময়িক প্রসঙ্গ :**

১. অ্যান্টি সিক্রেট ওয়েবসাইট : উইকিলিকস *(ডিসেম্বর'১১) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন।*

**✡ দিশারী :** ১. প্রতারণা হ'তে সাবধান থাকুন! (জুন'১২) ২.রাজনীতি করুন, ইসলামের অপব্যাখ্যা করবেন না *(আগস্ট '১২)*

**ছাহাবী চরিত :**

১. রায়হানা বিনতু শামঊন (রাঃ) *(অক্টোবর'১১) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।*

**✡ নবীনদের পাতা :**

১. আদর্শ যুবকের কতিপয় বৈশিষ্ট্য *(এপ্রিল'১২) -আব্দুল হান্নান* ২. মাহে রামাযানে ইবাদত-বন্দেগী *(আগস্ট'১২) -কে.এম. নাছিরুদ্দীন*

**✡ হাদীছের গল্প :**

১. আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের ইসলাম গ্রহণ *(নভেম্বর'১১) -ইলিয়াস বিন আলী আশরাফ* ২. আল্লাহ্র উপর ভরসার প্রতিদান *(মার্চ'১২) -মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার* ৩. দাজ্জালের আগমন *(এপ্রিল'১২)-ঐ* ৪. মুমিনদের শাফা'আত *(মে'১২) -ঐ* ৫. জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দার সাথে আল্লাহ্র কথোপকথন *(জুন'১২) -ঐ* ৬. কবর আযাবের কতিপয় কারণ *(জুলাই'১২) -ঐ* ৭. যাকাত না দেওয়ার পরিণাম *(আগষ্ট'১২) -আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*

**✡ ইতিহাসের পাতা থেকে :**

১. কাযী শুরাইহ-এর ন্যায়বিচার *(আগষ্ট'১২) -আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

**✡ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**

১. সর্বস্ব হারিয়েও সতীত্ব রক্ষা *(ডিসেম্বর'১১) -হোসনেআরা আফরোজ,* ২. অতি চালাকের গলায় দড়ি *(ফেব্রুয়ারী '১২) -নাবীলা পারভীন* ৩. কালো টাকার উপহার *(জুন'১২) -এম. মুয়াযযাম বিল্লাহ।*

**✡ চিকিৎসা জগত :**

১. (ক) পানির বিস্ময়কর গুণ, (খ) নিরামিষভোজিরাই বেশি সুস্থ থাকেন *(নভেম্বর'১১)* ২. শীতে অসুখ : সতর্কতা ও করণীয় *(জানুয়ারী'১২)* ৩. (ক) দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় আঙ্গুর (খ) কামরাঙ্গা কিডনির ক্ষতির কারণ হ'তে পারে (গ) জলপাইয়ের গুণাগুণ (ঘ) কাশি কমাতে কিছু পরামর্শ (ঙ) সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গাজর (চ) বাড়তি ওযন কমাতে পেঁয়াজ *(ফেব্রুয়ারী'১২)* ৪. (ক) বাতাবি লেবুর পুষ্টিগুণ, (খ) নানাবিধ রোগের মহৌষধ আদা, (গ) অনিদ্রা ও তার প্রতিকার *(মার্চ'১২)* ৫. (ক) বুকজ্বলা : কারণ ও প্রতিকার (খ) ভেরিকোস ভেইন অবহেলার নয় (গ) হার্টের রোগীর জন্য কেশর খুবই উপকারী (ঘ) সবজি থেকে ডায়াবেটিসের মহৌষধ *(এপ্রিল'১২)* ৬. বাতরোগের চিকিৎসা *(মে'১২)* ৭. (ক) হাঁটুর ক্ষয় রোধ (খ) চিনি কম খান *(জুন'১২)* ৮. (ক) হাঁটুর জোড়ার রোগে আর্থোস্কোপি (খ) দেহ গঠনে প্রোটিনযুক্ত খাবার *(জুলাই'১২)।*

**✡ ক্ষেত-খামার :**

১. (ক) সেচ ছাড়া নোরিকা ধান চাষ সম্ভব (খ) একই জমিতে মাছ ও সবজি চাষ (গ) কাঁকরোল চাষে সচ্ছলতা *(ডিসেম্বর'১১)* ২. (ক) রোগ প্রতিরোধে শীতের সবজি (খ) পার্থেনিয়াম : এক ভয়ংকর উদ্ভিদ (গ) নারকেলের মাকড় দমনে করণীয় *(জানুয়ারী'১১)* ৩. ইউরিয়ার ব্যবহার হ্রাসে নবোদ্ভাবিত তরল সার *(ফেব্রুয়ারী'১২)* ৩. (ক) ডাটা শাকের ওজন ৩০ থেকে ৩৫ কেজি *(এপ্রিল'১২)* ৪. ভুট্টা চাষ পদ্ধতি *(মে'১২)* ৫. (ক) কোয়েল পালনে স্বাবলম্বী (খ) স্বল্প শ্রমে অধিক লাভ *(জুন'১২)।*

**✡ মহিলাদের পাতা :**

১. নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম*(১৫/৩-৪) -জেসমিন বিনতে জামীল* ২. দাওয়াত ও তাবলীগে নারীদের ভূমিকা *(মার্চ'১২) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন* ৩. সূরা ফাতিহার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য *(মে'১২) -শিউলী ইয়াসমীন* ৪. নিজে বাঁচুন এবং আহাল-পরিবারকে বাঁচান! *(জুন'১২) -হাজেরা বিনতে ইবরাহীম* ৫. মাহে রামাযান ও আমাদের করণীয় *(আগস্ট'১২) -আবিদা নাছরিন।*

## বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি ২. দরসে কুরআন ২টি ৩. দরসে হাদীছ ১টি প্রবন্ধ ৩৮টি ৩. অর্থনীতির পাতা ২টি ৪. সাময়িক প্রসঙ্গ ১টি ৫. ছাহাবী চরিত ১টি ৬. নবীনদের পাতা ২টি ৭. ইতিহাসের পাতা থেকে ১টি ৮. হাদীছের গল্প ৭টি ৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩টি ১০. চিকিৎসা জগৎ ২১টি ১১. কবিতা ৪৮টি ১২. মহিলাদের পাতা ৫টি ১৩. ক্ষেত-খামার ১১টি ১৪. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

# প্রশ্নোত্তর

| মাস ও সংখ্যা | প্রশ্ন | উত্তর সংখ্যা |
|---|---|---|
| | **আক্বীদা** | |
| ডিসেম্বর'১১ | বাংলাদেশ বেতার থেকে সাহারী অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র আরশ ও কুরসী থেকে নবীর কবরের মর্যাদা অনেক বেশী। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (৪/৮৪) |
| ডিসেম্বর'১১ | সৃষ্টির সূচনা হয় কিভাবে? সমগ্র সৃষ্টি কি আল্লাহ্র নূরে তৈরী? যেমন ফেরেশতা, জিন, নবী, মানুষ সহ সকল সৃষ্টি। | (১০/৯০) |
| মে'১২ | প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' এবং মক্কার আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আহমাদ রচিত 'সহজ আক্বীদা বা ইসলামের মূল বিশ্বাস' বই পড়ে জানলাম আল্লাহ্র কথার বর্ণ ও শব্দ আছে, যা কানে শোনা যায়। অথচ 'ফিক্বহুল আকবারে' লেখা আছে, 'উপকরণ ও বর্ণ ছাড়াই আল্লাহ পাক কথা বলেন'। কোনটি সঠিক? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা কী? | (২৮/৩০৮) |
| মে'১২ | জনৈক ব্যক্তি লিখেছেন, 'ঈমানকে মাখলূক বললে কাফির হবে'। এ ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা কেমন হবে? অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন এগুলো কী মাখলূক? | (৩৬/৩১৬) |
| জুন'১২ | মানছূর হাল্লাজের আক্বীদা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। | (৪/৩২৪) |
| জুন'১২ | যার পীর নেই তার পীর শয়তান। এধরনের আক্বীদা পোষণ করা যাবে কি? | (১০/৩৩০) |
| জুন'১২ | আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার কলবের ভিতর অবস্থান করেন। আর মুমিন বান্দার কলব হ'ল আল্লাহ্র আরশ।' এর দলীল কি? হে আল্লাহ! তোমার রহমত ও গুণসমূহের অসীলায় আমাকে আরোগ্য দান কর। এভাবে দো'আ করা যাবে কি? | (৩৮/৩৫৮) |
| জুন'১২ | আলমে বারযাখ কী? বারযাখ এবং আখেরাতের জীবন কি একই? | (৪০/৩৬০) |
| জুলাই'১২ | আল্লাহ্র নবী জীবিত না থাকলে সালাম নেন কীভাবে? | (৩৪/৩৯৪) |
| জুলাই'১২ | আল্লাহ তা'আলা যদি সাত আসমানের উপরে থাকেন, তাহ'লে আমরা সাত আসমানের নীচে পৃথিবীতে কার সামনে দাঁড়িয়ে ছালাত বা ইবাদত করি? এই বিশ্বাসে ইবাদত করলে ইবাদত হবে কি? চারতলায় রাখা কোন মূর্তিকে একতলায় দাঁড়িয়ে পূজা করাকে হিন্দুরা সঠিক মনে করে না। তাহ'লে কি আমরা আল্লাহ্র গুণাবলীকে সিজদা করি? আল্লাহ পাকের সত্তা কি আরশে সমাসীন? | (৩৬/৩৯৬) |
| জুলাই'১২ | জনৈক মাওলানা বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি করতেন না। নবীকে সৃষ্টি করে ময়ূররূপে গাছে রাখা হয়। তার শরীরের ৭ ফোটা ঘাম হ'তে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়। আর তাওরাতে আছে আল্লাহ পৃথিবী ৭ ধাপে সৃষ্টি করেছেন। কোনটি সঠিক? | (৪০/৪০০) |
| আগস্ট'১২ | আত-তাহরীক পড়ে জানতে পারলাম রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী নন, মাটির তৈরী। তাহ'লে ওছমান (রাঃ) 'যিন নুরাইন' বলা হয় কেন? রাসূল (ছাঃ)-এর ২ কন্যার সাথে বিবাহ হওয়ার কারণেই যদি তাকে যিন নুরাইন বলা হয়, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী। একথা কি সঠিক? | (১৪/৪১৪) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | কালেমা কয়টি এবং কী কী? নিম্নের কোনটি কালেমা শাহাদত? 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। না 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'? | (৩/৪৪৩) |
| | **তাহারাত** | |
| ডিসেম্বর'১১ | দাঁড়িয়ে, মাজা হেলিয়ে এবং খালি গায়ে ওযূ করা যাবে কি? | (৩৬/১১৬) |
| জানুয়ারী'১২ | ওযূ থাকা অবস্থায় অসুস্থ মাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অনেক সময় হাতে পেশাব-পায়খানা লেগে যায়। এমতাবস্থায় পুনরায় ওযূ করতে হবে কি? না শুধু হাত ধৌত করলেই চলবে? | (১৫/৯৫) |
| জানুয়ারী'১২ | ওযূ করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ বা ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি? | (১৭/৯৭) |
| মার্চ'১২ | জামা'আতে ছালাত রত অবস্থায় ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে করণীয় কি? | (৭/২০৭) |
| এপ্রিল'১২ | মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তার 'পূর্ণাঙ্গ নামায' বইয়ে লিখেছেন, ওযূর পর সূরা ক্বদর পাঠ করতে হবে (পৃঃ ৪৫)। উক্ত সূরা পড়ার দলীল কি? | (১২/২৫২) |
| এপ্রিল'১২ | পায়খানায় প্রবেশ করার সময় আগে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিতে হবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি? | (২১/২৬১) |
| মে'১২ | মিসওয়াকের নির্ধারিত কোন আকৃতি আছে কি? খেজুর গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা কি সুন্নাত? | (২৭/৩০৭) |
| জুন'১২ | ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বললে ওযূ হবে কি? | (২০/৩৪০) |
| জুলাই'১২ | ইমাম গাযালী (রহঃ) 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইয়ে লিখেছেন 'দ্বিপ্রহরের পরে মিসওয়াক না করা রোযার সুন্নাত'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (৪/৩৬৪) |
| | **ছালাত** | |
| অক্টোবর'১১ | ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে ১ম বা ২য় রাক'আতে ইমামের সূরা ফাতিহা পড়ার পর কেউ জামা'আতে শামিল হ'লে তার করণীয় কী? সে ইমামের ক্বিরাআত শুনবে না সূরা ফাতিহা পাঠ করবে? | (১২/১২) |
| অক্টোবর'১১ | রাসূল (ছাঃ) কি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ছালাত আদায় করেছেন। মহিলাদের জন্য ছালাতের পৃথক কোন নিয়ম আছে কি? | (১৬/১৬) |
| অক্টোবর'১১ | ওয়াক্তিয়া মসজিদের চেয়ে জুম'আ মসজিদে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয় কি? | (২০/২০) |
| নভেম্বর'১১ | মহিলারা ছালাত আদায় করার সময় পিঠ, পেট ও মাথার চুল খোলা রাখলে তাদের ছালাত হবে কি? | (৫/৪৫) |
| নভেম্বর'১১ | কত মাইল অতিক্রম করার পর ছালাত ক্বছর করা যাবে? কতদিন পর্যন্ত ছালাত ক্বছর ও জমা করা যাবে? | (৭/৪৭) |
| নভেম্বর'১১ | কোন ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে ছালাতের প্রথম বৈঠকে আত্তাহিইয়াতুর সাথে দরূদ ও দো'আ মাছূরাহ পড়ে নেয়, তাহ'লে ছালাত শেষে তাকে সহো সিজদা দিতে হবে কি? | (৯/৪৯) |
| নভেম্বর'১১ | আছর ছালাতের পর আর কোন ছালাত নেই। কিন্তু তাহিইয়াতুল মাসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ ও ছালাতুল হাজত পড়া যাবে কি? রাসূল (ছাঃ) ও কোন ছাহাবী পড়েছেন কি? | (১১/৫১) |
| নভেম্বর'১১ | শায়খ উছায়মীন বলেন, ইক্বামতের জবাব না দেওয়াই ভাল। অন্যদিকে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এ বলা হয়েছে, ইক্বামতের জবাব দিতে হবে। কোনটি সঠিক? | (১৪/৫৪) |
| নভেম্বর'১১ | ছালাতরত অবস্থায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম শুনলে (ছাঃ) বলতে হবে কি? | (২১/৬১) |
| নভেম্বর'১১ | কবরস্থানে ছালাত আদায় করা যায় না। কিন্তু হজ্জ করতে গিয়ে দেখলাম মসজিদে নববীতে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর রয়েছে এবং তা পাকা করা আছে। এর ব্যাখ্যা কী? | (২২/৬২) |
| নভেম্বর'১১ | ছালাতের কাতার ঠিক করে নেওয়ার দায়িত্ব কার? এই দায়িত্ব ইমামের হ'লেও তিনি না করলে কতটুকু দায়ী হবেন? | (২৬/৬৬) |
| ডিসেম্বর'১১ | সিজদারত অবস্থায় দুই হাতের কনুই ও নিতম্ব মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি? | (১/৮১) |
| ডিসেম্বর'১১ | খারেজী, রাফেযী, শী'আ, মুরজিয়া, মু'তাযিলা ইত্যাদি বাতিল ফের্কার লোকদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি? | (৮/৮৮) |
| ডিসেম্বর'১১ | ক্বাযা ছালাত আদায় করার সময় সুন্নাত আদায় করতে হবে কি? উক্ত সুন্নাত না পড়লে কি গোনাহ আছে? | (৩৩/১১৩) |
| ডিসেম্বর'১১ | ফরয ছালাতের পরে ইমাম মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসতে পারেন কি? মাত্র দুই বা তিন ওয়াক্ত ছালাতে বসতে হবে মর্মে কোন বিধান আছে কি? | (৩৯/১১৯) |

| জানুয়ারী'১২ | আমি ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ি। বয়স ১২ বছর। আম্মা ও বড় ভাই-বোন আমাকে ছালাত আদায় করার জন্য খুব তাকীদ করেন। আমি ছালাত পড়ি। কিন্তু ক্লাসে থাকার কারণে যোহর ও আছর পড়তে পারি না। শুনেছি ওয়াক্তমত ছালাত আদায় না করলে আল্লাহ কবুল করেন না। এমতাবস্থায় করণীয় কী? | (৫/১২৫) |
|---|---|---|
| জানুয়ারী'১২ | শীতের সময় দুপুরেই বস্তুর ছায়া একগুণ থাকে। এ সময় যোহর ও আছর ছালাতের সময়সূচী কেমন হবে? গরমের সময় আসল ছায়া ছোট থাকে। আর শীতের সময় বড় থাকে। এর সমাধান কি। | (২২/১০২) |
| জানুয়ারী'১২ | অনেক আলেম বলে থাকেন, এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সারা রাত ইবাদত করা হয়। অনুরূপ ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সারা দিন ইবাদত করা হয়। উক্ত কথা কী সঠিক? দিনে-রাতে সর্বমোট সুন্নাত কত রাকা'আত? এর ফযীলত কী? | (৩১/১১১) |
| জানুয়ারী'১২ | রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত কি বিভিন্ন রকমের ছিল? চার ইমাম কেন ছালাতের চার রকম নিয়ম তৈরি করলেন? আর যদি তারা না তৈরি করেন তবে কে করল? | (৩২/১১২) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | একাকী ফরয ছালাত আদায় করার সময় মহিলারা ইক্বামত দিতে পারবে কি? | (৯/১৬৯) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মধ্যে তিন ওয়াক্ত সরবে ক্বিরাআত পড়া হয় আর দুই ওয়াক্ত নীরবে। এর কারণ কি? | (২০/১৮০) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় পরে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি? | (২৬/১৮৬) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | একজন মুছল্লী তার নিজের চাওয়া-পাওয়াসহ যাবতীয় মুনাজাত কখন কিভাবে করবে? | (২৮/১৮৮) |
| মার্চ'১২ | দিগন্ত টেলিভিশনে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছেন, তিন রাক'আত বিতর মাগরিবের ছালাতের ন্যায় পড়ারও ছহীহ হাদীছ আছে। সুতরাং এ নিয়ে ফেৎনা করা সমীচীন নয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (২/২০২) |
| মার্চ'১২ | ছালাত শেষে দো'আ পাঠ করে স্বীয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা তিনবার চোখ মাসাহ করেন। এরূপ করার কোন দলীল আছে কি? | (১৮/৯৮) |
| মার্চ'১২ | জনৈক ইমাম তিন তোহরে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তারপরেও সে উক্ত স্ত্রী নিয়ে সংসার করছে। এছাড়া সে তার পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করে। একদা নালিশে মীমাংসার কথা বলা হ'লে সে জবাব দেয়, মীমাংসা কিসের উক্ত পিতাকে হত্যা করা জায়েয আছে। প্রায় ২/৩ বছর পূর্বে তার সৎ মায়ের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করে ও তার সামনে নগ্নতা প্রদর্শন করে। উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে তার পিছনে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে সমাধান কি? | (২৭/২২৭) |
| মার্চ'১২ | বাড়ীতে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করলে ক্বিরাআত সরবে হবে না নীরবে? | (২৮/২২৮) |
| মার্চ'১২ | চাশতের ছালাত আদায় করার সঠিক সময় কখন? বেলা উঠার কতক্ষণ পর হ'তে এ ছালাত পড়তে হবে? কোনদিন ছুটে গেলে ক্বাযা আদায় করতে হবে কি? | (৩২/২৩২) |
| মার্চ'১২ | ভুলক্রমে ফরয ছালাত পাঁচ রাক'আত পড়া হয়েছে। মুছল্লীরা লোকমা দেয়নি সবাই সুন্নাত পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু যে এক রাক'আত পায়নি সে বলল, আমার ছালাত পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আপনাদের এক রাক'আত বেশী হয়েছে। এখন করণীয় কী? | (৩৪/২৩৪) |
| মার্চ'১২ | মসজিদে ইমাম না থাকায় এক ব্যক্তি এশার ছালাতে ইমামতি করেন। তিনি একটি ৭/৮ বছরের ছেলেকে তার ডান পার্শ্বে নিয়ে ছালাত আদায় করেন। এতে মসজিদে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এমনকি কেউ কেউ ছালাত পুনরায় পড়ে। উক্ত ছালাত সঠিক হয়েছে কি? | (৩৯/২৩৯) |
| মে'১২ | ক্বাযা ছালাত নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করা যাবে কি? | (৬/২৮৬) |
| মে'১২ | ছালাতের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও বিভিন্ন দো'আর উচ্চারণ সঠিক না হ'লে ছালাত হবে কি? মাদ ও মাখরাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। | (১২/২৯২) |
| মে'১২ | ছালাতে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলালে ওযু ভেঙ্গে যায় মর্মে একটি হাদীছ রয়েছে। কোন কোন আলেম এটাকে যঈফ বলেন। তাহ'লে কি ছালাতের মধ্যে টাখনুর নীচে কাপড় পরা যাবে? | (১৩/২৯৩) |
| মে'১২ | বিদ'আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে কবুল হবে কি? বিদ'আতীকে সালাম দেয়া ও সম্মান করা যাবে কি? | (২৪/৩০৪) |
| জুন'১২ | অসুস্থতার কারণে ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীরা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? | (৫/৩২৫) |
| জুন'১২ | কোন মুছল্লী মাগরিবের ছালাতে গিয়ে যদি দেখে ইমাম ২য় রাক'আতে সূরা ফাতেহা শেষ করে অন্য সূরা পাঠ করছেন। উক্ত অবস্থায় ঐ মুছল্লী কি শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে? না ছানা পাঠ করে সূরা ফাতেহা পড়বে? অথবা যে শেষ রাক'আত পেয়েছে। ইমামের সালামের পর সে এক রাক'আত করে পড়বে, নাকি দু'রাক'আত এক সাথে পড়বে? | (৩০/৩৫০) |
| জুন'১২ | হানাফী মসজিদে ছালাত আদায় করলে ইমামের দ্রুত পড়ার কারণে ছালাতে একাগ্রতা আসে না। তাছাড়া ফজর, যোহর, আছর ছালাত তারা অনেক দেরীতে পড়ে। এক্ষেত্রে একাকী আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা যাবে কি? | (৩১/৩৫১) |
| জুন'১২ | আমরা এতদিন যাবত 'দুই সিজদার' মাঝের দো'আ নীরবে পড়ে আসছি। কিন্তু 'আহলে হাদিস দর্পণ' ৮ম বর্ষ, ২০/০৪-০৫ইং ডিসেম্বর-জানুয়ারী সংখ্যা ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় হাদিসের আলোকে লেখা হয়েছে দুই সিজদার মাঝের দো'আ সরবে পড়তে হবে এবং আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী...' দো'আটি যঈফ। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। | (৩৬/৩৫৬) |
| জুলাই'১২ | ছহীহ হাদীছ মতে তারাবীহর ছালাত কত রাক'আত? | (১/৩৬১) |
| জুলাই'১২ | ছালাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আমীন বলা যাবে কি? | (২/৩৬২) |
| জুলাই'১২ | জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলো ছালাতে পড়ার ক্ষেত্রে প্রথম রাক'আতে যে সূরা পড়া হবে পরবর্তী রাক'আতে তার পরেরটা পড়বে। একটি বাদ দিয়ে তার পরেরটা পড়া মাকরূহ। বাদ দিয়ে পড়লে কমপক্ষে দু'টি বাদ দিতে হবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (৬/৩৬৬) |
| জুলাই'১২ | আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?' প্রশ্ন হ'ল, যে ব্যক্তি ছালাত-ছিয়াম পালন করে না, সে কি তার ছেলে মেয়ে বা অন্যকে ছালাত আদায় করার কথা বলতে পারবে? | (৮/৩৬৮) |
| জুলাই'১২ | ছালাতের সময় শরীরে মশা পড়লে মারা ও শরীর চুলকানো যাবে কী? অনেকে ছালাতে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক তাকায়। এতে ছালাতের ক্ষতি হবে কি? | (১৬/৩৭৬) |
| জুলাই'১২ | ছালাত আদায় করা অবস্থায় মোবাইল ফোন বেজে উঠলে করণীয় কী? | (২৭/৩৮৭) |
| আগস্ট'১২ | একজন আলিম গায়রে মাহরাম মহিলাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এটা কি কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়? এমন লোকের পিছনে ছালাত হবে কি? | (৩/৪০৩) |
| আগস্ট'১২ | ছালাতে দাঁড়ানোর সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠালে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী থাকবে না সোজা থাকবে? | (৬/৪০৬) |
| আগস্ট'১২ | সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে দু'হাত রেখে সিজদায় যাওয়ার হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আগে হাঁটু রাখার কথা রয়েছে। কোনটি সঠিক? | (১১/৪১১) |
| আগস্ট'১২ | জনৈক ব্যক্তি ফজরের সময় মসজিদে গিয়ে দেখে জামা'আত চলছে। এ সময় সে সুন্নাত পড়বে, না জামা'আতে শরীক হবে? ছালাতের পরে সুন্নাত পড়া যাবে কি? | (২৫/৪২৫) |
| আগস্ট'১২ | যে ইমাম ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিয়েছে সে ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি? | (৩২/৪৩২) |
| আগস্ট'১২ | এ্যালকোহলযুক্ত সেন্ট মেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি? | (৩৬/৪৩৬) |

| | | |
|---|---|---|
| সেপ্টেম্বর'১২ | ইসলামিক টিভি-র প্রশ্নোত্তর পর্বে জনৈক মুফতী বলেন, ফজরের আযানের পর এবং মাগরিবের আযানের কিছু পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করার পর তাহিইয়াতুল ওযূ বা দুখূলুল মসজিদের ছালাত আদায় করা যাবে না। তবে ফজরের সুন্নাতের সাথে বা মাগরিবের আযানের পর সুন্নাতের সাথে দুখূলুল মসজিদের নিয়তে ছালাত আদায় করলে একই সঙ্গে উভয় সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। উক্ত কথার দলীল আছে কি? | (১/৪৪১) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ইশরাক্ব ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, একটি কবুল হজ্জ ও একটি কবুল ওমরার ছওয়াব পাওয়া যাবে। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ? | (২/৪৪২) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | মাসিক মদীনা জুন ২০০৯ সংখ্যায় ৪১ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, 'ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার সময় ছানা পড়ার পর আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নাই'। এ বক্তব্য কি সঠিক? | (৪/৪৪৪) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | জনৈক আলেম বলেন, দুই সিজদার মাঝে দো'আ পড়া ওয়াজিব নয়। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে। দো'আ না পড়লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (৭/৪৪৭) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | ছালাতের সময় পায়জামা টাখনুর উপরে গুটিয়ে নেওয়া যাবে কি? | (১৫/৪৫৫) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | ছালাত জান্নাতের চাবি বক্তব্যটি কি ছহীহ? জান্নাতের চাবি কি? | (১৮/৪৫৮) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | একজন কুরআনের হাফেয কি একজন আলেমের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান? উভয়ের উপস্থিতিতে কে ইমামতি করবেন? | (২৪/৪৬৪) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি কী? ছালাতরত অবস্থায় কেউ ডাকলে গলায় আওয়াজ করা যাবে কি? | (৩০/৪৭০) |

জুম'আ ও ঈদায়েন

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | রাসূল (ছাঃ) আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন। এক্ষণে কোন দলীলের আলোকে বাংলা ভাষায় খুৎবা দেওয়া যাবে? | (৩৩/৩৩) |
| নভেম্বর'১১ | ঈদের ছালাতের পর মুছল্লীরা ইমামের সাথে মুছাফাহা করে ও ইমামকে টাকা দেয়। উক্ত টাকা ইমাম গ্রহণ করতে পারেন কি? ঈদের ছালাতের জন্য ইমামকে পাথেয় বা সম্মানী দেওয়া যাবে কি? | (১৩/৫৩) |
| ডিসেম্বর'১১ | সঊদী আরবের লোকেরা বিতর ছালাত পড়ার সময় প্রথমে দু'রাক'আত আদায় করে তাশাহ্হুদ পড়ে এবং সালাম ফিরায়। অতঃপর এক রাক'আত পড়ে এবং দো'আ কুনূতসহ দীর্ঘক্ষণ ধরে অন্যান্য দো'আ পড়ে। উক্ত নিয়মের প্রমাণ কি? | (২৮/১০৮) |
| জানুয়ারী'১২ | জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে সালাম দেওয়া ও দুই রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে কি? | (৮/১২৮) |
| জানুয়ারী'১২ | কোন মুছল্লী যদি জুম'আর ছালাতের শেষ মুহূর্তে এসে হাযির হয়, তাহ'লে সে কিভাবে ছালাত আদায় করবে? | (২৫/১০৫) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | জুম'আর দিন মহিলারা বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে জুম'আ পড়বে না যোহর পড়বে? | (১০/১৭০) |
| এপ্রিল'১২ | ঈদের মাঠে কোলাকুলি করা যাবে কি? কোলাকুলি কি এক দিকে করতে হয়? | (৭/২৪৭) |
| এপ্রিল'১২ | জনৈক আলেম বলেন, কোন ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করল, ওযূ করে মসজিদে গেল এবং খুৎবা শুনল। তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হয়। কথাটা কি সত্য? | (১৭/২৫৭) |
| এপ্রিল'১২ | ঈদগাহ তৈরীর জন্য জমি ওয়াকফ করা কি শর্ত? সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের মাঠে অথবা সরকারী জমিতে ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে কি? | (২২/২৬২) |
| জুন'১২ | জুম'আর ছালাতের পূর্বে যে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া হয় তা কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা? | (১৪/৩৩৪) |

মসজিদ

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | কোন ব্যক্তি মসজিদ করে দিলে তার নামে মসজিদের নামকরণ করা যাবে কি? ঐ ব্যক্তি মসজিদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকার রাখে কি? | (৫/৫) |
| অক্টোবর'১১ | অনেক এলাকায় দেখা যায়, মসজিদের ছাদের উপর ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি শুকানো হয়। এটা কি জায়েয? | (১৯/১৯) |
| অক্টোবর'১১ | মসজিদে প্রবেশকালে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা কি ঠিক? | (৩৮/৩৮) |
| নভেম্বর'১১ | মসজিদের জমি কবরস্থানের জমির সাথে বদল করা যাবে কি? যেমন রাস্তার পার্শ্বে কবরস্থান আর মাঠে মসজিদের জমি আছে। এক্ষণে কবরস্থানের কিছু জমির সাথে মসজিদের জমি বদল করে কবরস্থানের জমিতে মসজিদ করা যাবে কি? | (১৭/৫৭) |
| নভেম্বর'১১ | মসজিদের উপর ইয়াতীমখানা ও মাদরাসার জন্য ২য় তলা করা যাবে কি এবং সেখানে যাকাতের টাকা লাগানো যাবে কি? | (২৪/৬৪) |
| নভেম্বর'১১ | কোথাও কোথাও পীরের মাযার ও মসজিদ একই সাথে রয়েছে। কোন কোন মসজিদের চারপাশে কবর রয়েছে। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি? | (৩২/৭২) |
| ডিসেম্বর'১১ | তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা যাবে না। কিন্তু অনেকে বাগের হাটের 'ষাট গম্বুজ' মসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জের 'সোনা মসজিদ' সহ অনেক মসজিদ দেখতে যান। এটা কি শরী'আত সম্মত? | (৬/৮৬) |
| জানুয়ারী'১২ | মসজিদ দেখার কোন দো'আ আছে কি? 'আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী খাত্বায়ী ওয়া 'আমাদী' নামে দো'আটির কোন দলীল আছে কি? | (৬/১২৬) |
| জানুয়ারী'১২ | এক ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা ইবতেদায়ী মাদরাসার নামে ওয়াকফ হয়ে যায়। এখন উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। এরূপ ওয়াকফ বিহীন মসজিদে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? মসজিদটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হ'লে বর্তমান স্থানটি অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে কি? | (৩৯/১১৯) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতন সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে মসজিদের নীচতলা সম্পূর্ণ মার্কেট করে ২য় তলায় ছালাত আদায় করা যাবে কি? | (৩৯/১৯৯) |
| এপ্রিল'১২ | মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় অন্যত্র স্থানান্তর করার পর পুরাতন মসজিদের জায়গা ও ঘর কিনে নিয়ে সংসারের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি? | (১/২৪১) |
| এপ্রিল'১২ | মসজিদে প্রবেশের সময় আগে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় আগে বাম পা দিতে হবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি? | (২১/২৬১) |
| এপ্রিল'১২ | মসজিদের উন্নতিকল্পে টাকা আদায় করে মসজিদের কাজ অসমাপ্ত রেখে কল্যাণ তহবীলের নামে ব্যাংকে রাখলে বৈধ হবে কি? | (২৫/২৬৫) |
| মে'১২ | মসজিদে প্রতিদিন বাদ ফজর কুরআন মাজীদ থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত এবং বাদ এশা সুন্নাতের পূর্বে ছহীহ হাদীছ অথবা আত-তাহরীক থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনানো হয়। কিন্তু যরূরী কাজ থাকার কারণে অনেকে ফরয ছালাতের পরেই সুন্নাত পড়তে শুরু করে। ফলে তার ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। এমতাবস্থায় করণীয় কী? নিয়মিত করার কারণে এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি? | (৯/২৮৯) |
| জুন'১২ | জামে মসজিদের জন্য বিভিন্ন দাতা কয়েক বছর পূর্বে জমি দান করেন। বর্তমানে মসজিদের সংস্কার কাজ চলছে। অর্থ সংকটের কারণে জমিগুলো বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু জমিগুলোর কাগজ সঠিক না হওয়ায় বাইরের লোক তা ক্রয় করতে চাচ্ছে না। এমতাবস্থায় যারা দান করেছেন, তাদের কাছে বিক্রয় করা যাবে কি? অথবা এ ক্ষেত্রে করণীয় কী? | (১৯/৩৩৯) |

জানাযা/কাফন-দাফন/কবর

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | আমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তি বজ্রপাতে মারা যায়। তাকে কবরস্থ করার পরপরই কবর পাকা করা হয় এবং উপরে ঢালাই দেওয়া হয়। কারণ এ ধরনের লাশ চুরি হয়ে যায়। এক্ষণে এর হুকুম কি? | (১/১) |
| অক্টোবর'১১ | যারা মা'রেফতী আক্বীদায় বিশ্বাস করে, মাযার ও কবর পূজা করে, ছালাত ও ছিয়ামের ধার ধারে না তাদের জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি? | (৯/৯) |
| নভেম্বর'১১ | কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেলে তার ওয়ারিছগণ যদি তা পরিশোধ না করে, তাহ'লে মৃত ব্যক্তি কি দায়ী হবে? না ওয়ারিছগণ অপরাধী সাব্যস্ত হবে? | (১/৪১) |
| নভেম্বর'১১ | জিনদের কেউ মারা গেলে তারাও কি মানুষের মত কবর দেয়? তারা কোথায় বাস করে? তারা কি তাদের রূপ পরিবর্তন করতে পারে? | (২৩/৬৩) |
| ডিসেম্বর'১১ | নফল ছালাত আদায় করে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির নামে বখশে দেয়া কি হাদীছ সম্মত? | (১১/৯১) |

| | | |
|---|---|---|
| ডিসেম্বর'১১ | মৃত পিতা-মাতার নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে কি? তাতে ধনী-গরীব সবাই শরীক হ'তে পারবে কি? | (৩০/১১০) |
| ডিসেম্বর'১১ | সর্বপ্রথম জানাযার ছালাত শুরু করেন কে? মৃত ব্যক্তি ছিলেন কে? | (৪০/১২০) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | জনৈক মুফতী মানুষকে কবরস্থ করার সময় পশ্চিম দিকে কাত করে পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালের সাথে বুক ও মুখ লাগিয়ে দেন এবং বলেন এটাই হাদীছ সম্মত। উক্ত নিয়ম কি সঠিক? | (১৩/১৭৩) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | জানাযার ছালাতে ছানা পড়া যাবে কি? অনেক আলেম বলে থাকেন, ছানা পড়তে হবে। কিন্তু অনেকে ছানা পড়তে নিষেধ করেন। অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতে ছানা পড়া কি শরী'আত বিরোধী? | (১৪/১৭৪) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | কোন ব্যক্তি গান-বাজনাসহ অন্যান্য অপকর্ম চালু রেখে মারা গেলে তার পাপের ভাগ সে পেতে থাকবে কি? | (২৭/১৮৭) |
| মার্চ'১২ | জানাযার ছালাত আদায়ের পর দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করা এবং দাফন করার পর পুনরায় হাত তুলে দো'আ করা কী শরী'আত সম্মত? | (৩/২০৩) |
| মার্চ'১২ | কবর কী পরিমাণ গভীর করতে হবে? পুরুষ ও মহিলার কবরের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? | (৪/২০৪) |
| মার্চ'১২ | আমাদের এলাকায় জানাযার সময় মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে আধা ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশী সময় ধরে বিভিন্ন জন বক্তব্য দেন। এর শারঈ বিধান কি? | (৬/২০৬) |
| মার্চ'১২ | হিজড়া ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি? কাফন দেওয়ার সময় তাকে পুরুষ না মহিলার কাফন দিতে হবে? | (১৯/৯৯) |
| মার্চ'১২ | একই সঙ্গে একাধিক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে কি? | (৩৫/২৩৫) |
| এপ্রিল'১২ | কোন ব্যক্তি মারা গেলে জানাযায় আগত লোকদের জন্য গরু-খাসি যবহ করা হয়। অতঃপর দাফন কার্য সম্পন্ন করে খানাপিনা করা হয়। উক্ত আমল শরী'আত সম্মত কি? | (২৭/২৬৭) |
| জুন'১২ | সর্বপ্রথম কোন ছাহাবীর জানাযা হয় এবং সেই জানাযার ছালাতে কে ইমামতি করেন? | (১৫/৩৩৫) |
| জুন'১২ | প্রবাসী ছেলের জন্য মৃত মায়ের জানাযা ও দাফন কার্য ভিডিও করে সংরক্ষণ করা যাবে কি? | (১৭/৩৩৭) |
| জুন'১২ | এমন কোন আমল আছে কি যার দ্বারা কবরের চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? | (৩৫/৩৫৫) |
| জুলাই'১২ | মানুষ মারা গেলে তার রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। আসলে মৃতব্যক্তির দেহে শাস্তি হবে, না রূহে? | (৩/৩৬৩) |
| জুলাই'১২ | জনৈক আলেম বলেন, জানাযা ছালাতের পূর্বে ভাষণ দেওয়া যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ভাষণ দিয়ে কবরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। উক্ত দাবী কি সঠিক? | (৭/৩৬৭) |
| জুলাই'১২ | জানাযার ছালাতের দো'আগুলো পুরুষ ও মহিলার জন্য পার্থক্য করা যাবে কি? | (১০/৩৭০) |
| জুলাই'১২ | জানাযার ছালাতে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরানো যাবে কি? | (১৩/৩৭৩) |
| জুলাই'১২ | যারা ছালাত আদায় করে না তাদের দিয়ে কবর খোড়া যাবে কি? | (২১/৩৮১) |
| জুলাই'১২ | বাড়ির সাথে পর্যায়ক্রমে কবর আছে। যার ফলে বসবাসে সমস্যা হয় এবং কবরের উপরও অত্যাচার হয়। এমতাবস্থায় কবর গোরস্থানে স্থানান্তর করা যাবে কি? কবরে হাড় যদি না থাকে তাহ'লে কি করতে হবে? নতুন করে জানাযা করতে হবে কি? | (২৩/৩৮৩) |
| আগস্ট'১২ | প্রচলিত আছে, মহল্লায় কেউ মারা গেলে তার পরিবারে ৪ দিন রান্না করা যাবে না। প্রতিবেশীরা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৪ দিন গোশত, বিরিয়ানী ও পানীয় ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। এটা কি শরী'আত সম্মত? | (৭/৪০৭) |
| আগস্ট'১২ | মৃতব্যক্তি দুনিয়ার লোকদের কাজকর্ম দেখতে ও শুনতে পায় কি? | (২৯/৪২৯) |

### ছিয়াম

| | | |
|---|---|---|
| নভেম্বর'১১ | কাউকে ছিয়াম পালনের পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়া হ'লে ২০টি ছিয়াম পালনের পরে যদি সে ইন্তেকাল করে, তবে বাকী ১০টি ছিয়ামের জন্য কি পুনরায় ফিদইয়া দিতে হবে? | (২/৪২) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | ক্বাযা ছিয়াম আগে আদায় করতে হবে, না নফল ছিয়াম আগে আদায় করতে হবে? | (১৬/১৭৭) |
| মার্চ'১২ | হাদীছে রয়েছে, ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে- (১) ইফতারের সময় (২) আল্লাহ্‌র সাথে জান্নাতে সাক্ষাতের সময়। কিন্তু জনৈক আলেম বলেছেন, দ্বিতীয়টি হবে সাহারীর সময় যখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। উক্ত ব্যাখ্যা কি সঠিক? | (৩১/২৩১) |
| এপ্রিল'১২ | এক ব্যক্তি নিয়মিত 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম পালন করে। কোন মাসে চাঁদের ১৩ তারিখ নির্ধারণ করতে না পারলে বা ভুলে গেলে সে ঐ মাসের ছিয়াম ছেড়ে দিবে, না শুধু ১৪ ও ১৫ তারিখ ছিয়াম রাখবে? তাছাড়া যিলহজ্জ মাসে কোন্ কোন্ দিন আইয়ামে বীযের ছিয়াম পালন করবে? | (১৩/২৫৩) |
| এপ্রিল'১২ | যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ছিয়াম পালন করলে প্রতি দিনের জন্য এক বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায় এবং প্রতি রাতে ইবাদত করলে প্রতি রাতের জন্য ক্বদরের রাত্রির সমান ছওয়াব হয় কি? | (১৮/২৫৮) |
| জুলাই'১২ | ফিৎরা কি ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত? যদি তাই হয় তাহ'লে যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদের ফিৎরা নেওয়া যাবে কি? | (৯/৩৬৯) |
| জুলাই'১২ | রামাযান মাসে কোন ব্যক্তি সাহারী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখল যে, সময়সূচী মোতাবেক আর মাত্র ১ মিনিট বাকি আছে। সে ব্যক্তি ছিয়াম পালনের নিয়তে এক গ্লাস পানি পান করে নিল। এক্ষণে সাহারী না খাওয়ার কারণে তার ছিয়াম নষ্ট হবে কি? | (২৪/৩৮৪) |
| জুলাই'১২ | রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় টিকা বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি? | (৩২/৩৯২) |
| আগস্ট'১২ | শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে ই'তিকাফকারী সেদিন বাড়ী আসবে না পরের দিন সকালে ঈদ পড়ে আসবে? | (৫/৪০৫) |
| আগস্ট'১২ | যে ব্যক্তি ছিয়াম না রেখে ইফতার করে সে কি ছিয়ামের নেকী পায়? ঢাকায় অনেকে এভাবে শুধু ইফতার করে। এক ইমামকে জিজ্ঞেস করলে বলেন, এ ধরনের ব্যক্তি ইফতারে শরীক হ'লে ছিয়ামের নেকী পাবে। উক্ত জবাব কি সঠিক? | (৮/৪০৮) |
| আগস্ট'১২ | ই'তিকাফকারী তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়বে, না একাকী পড়বে? | (১৩/৪১৩) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | ছিয়াম অবস্থায় গান শোনা, মিথ্যাকথা বলা, মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়া প্রভৃতি পাপকাজ করলে ছিয়াম বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত বক্তব্যটি কি সঠিক? | (৩৩/৪৭৩) |

### যাকাত-ছাদাক্বা

| | | |
|---|---|---|
| নভেম্বর'১১ | ইরি মৌসুমে আমার ধান হয় ২০ বস্তা, যার মূল্য প্রায় ২০ হাযার টাকা। আমার ঋণ আছে ৪০ হাযার টাকা। এক্ষণে ওশর দেওয়া উত্তম, না ঋণ পরিশোধ করা উত্তম? | (৩৩/৭৩) |
| ডিসেম্বর'১১ | জনৈক ব্যক্তি মাদরাসার জন্য কিছু জমি দান করেছিলেন। তিনি এখন ঐ জমি ফেরত নিয়ে ধানী জমি দান করতে চান। কিন্তু ঐ জমি মাদরাসা করার উপযোগী নয়। প্রশ্ন হ'ল- দান করে সে দান ফেরত নেওয়া কিংবা পরিবর্তন করা যাবে কি? | (২/৮২) |
| ডিসেম্বর'১১ | টমেটো মূলত সবজি হিসাবে চাষ হ'ত। বর্তমানে এটি বাণিজ্যিক হিসাবে চাষ করা হচ্ছে। কিভাবে এর যাকাত আদায় করতে হবে? | (৫/৮৫) |
| জানুয়ারী'১২ | ওশরের ধান দিয়ে জালসা করা যায় কি? | (৯/১২৯) |
| জুন'১২ | কোন মহিলা স্বামীর অজান্তে আত্মীয়দের মাঝে দান করে থাকে। আত্মীয়রা স্বামীর কাছে ছোট এবং লজ্জিত হবে বলে স্বামীকে জানানো হয় না। এরূপ দান কি শরী'আত সম্মত হবে? | (৯/৩২৯) |
| জুন'১২ | টাকার যাকাত নির্ধারিত হবে কিভাবে? | (২৭/৩৪৭) |
| আগস্ট'১২ | যাকাতের মাল দ্বারা মাদরাসার ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থা করা যাবে কি? | (১৯/৪১৯) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | যাকাতের টাকা ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করা যাবে কি? যেমন ইসলামিক সিডি, বই, ক্যাসেট ইত্যাদি কিনে বিতরণ করা হয়। | (২০/৪৬০) |

### হজ্জ ও ওমরা

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | আমি বিধবা মহিলা। আগামী বছর হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করছি। কিন্তু আমার সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি যাচ্ছে না। আর সেই সংগতিও নেই। আমার ননদ ও ননদের স্বামী হজ্জে যাচ্ছে। তাদের সাথে আমি যেতে পারব কি? | (৩/৩) |

নভেম্বর'১১ হজ্জ বা ওমরা করতে গিয়ে এক ব্যক্তি একাধিক ওমরা করতে পারবে কি? যেমন ওমরা করে মদীনায় গেল। ফিরে এসে আবার ওমরা করল এমনটি করতে পারবে কি? কিংবা একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ওমরা ও ত্বাওয়াফ করতে পারে কি? (৩/৪৩)

নভেম্বর'১১ আরাফায় অবস্থানকালে জাবালে রহমত দর্শন করে দো'আ করার সময় পাহাড়কে ক্বিবলা করা যাবে কি? দম দেওয়ার অর্থ কি? (১৯/৫৯)

নভেম্বর'১১ মক্কার বাসিন্দারা হজ্জ করার সময় আরাফা ও মুযদালিফায় ছালাত ক্বছর ও জমা করেন। অথচ তারা মুসাফির নন। ইমামও তাই করেন। তিনিও মক্কার বাসিন্দা। অথচ বাংলাদেশের হাজীগণ সেখানে গিয়ে ক্বছরও করেন না, জমাও করেন না। এর কারণ কি? (৩০/৭০)

নভেম্বর'১১ তামাত্তু হজ্জ করলে বদলী হজ্জ আদায় হবে কি? (৩১/৭১)

ডিসেম্বর'১১ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা যায়, তাহ'লে তার ওয়ারিছগণ তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে কি? (৩২/১১২)

জানুয়ারী'১২ হজ্জ করতে গিয়ে অনেকে সেখানে মৃত্যুবরণ করার নিয়ত করে। এতে কোন কল্যাণ আছে কি? (১/১২১)

ফেব্রুয়ারী'১২ জনৈক ইমাম খুৎবায় বলেছেন যে, হজ্জের সময় হাজীগণ শয়তানের উদ্দেশ্যে যে কংকর নিক্ষেপ করেন, তা জমা হয়ে পাহাড়ের রূপ ধারণ করে। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী হজ্জের আগে ফেরেশতা দ্বারা সেই কংকর অপসারণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেন যে কুরআন শরীফে এর উল্লেখ আছে। এ কথা কি সত্য? (২১/১৮১)

মার্চ'১২ জনৈক ব্যক্তির হজ্জ করার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে হঠাৎ মারা গেছে। কিন্তু কাউকে অছিয়ত করে যায়নি। এক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা যাবে কি? সে তার ছওয়াব পাবে কি? (১৪/২১৪)

এপ্রিল'১২ সূদী ব্যাংকে চাকুরীর বেতন ছাড়া অন্য আয় নেই। ঐ বেতনের টাকা দিয়ে হজ্জ করা যাবে কি? (১১/২৫১)

এপ্রিল'১২ হজ্জের দিন আরাফার মাঠে মসজিদে নামিরায় যারা অবস্থান করেন তারা যোহর ও আছর ছালাত এক আযান ও দুই ইক্বামতে জমা ও ক্বছর করে আদায় করেন। আর যারা তাঁবুতে অবস্থান করেন তারা দুই ওয়াক্তে পৃথকভাবে যোহর ও আছর পড়েন। তারা জমা ও ক্বছর করেন না। এর কারণ কী? রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে কিভাবে পড়া হ'ত? (৩০/২৭০)

জুন'১২ সমাজে অনেক বিত্তশালী লোক রয়েছেন যারা প্রতি বছর হজ্জ পালন করেন এবং সময় পেলেই ওমরাহ করতে যান। কিন্তু গরীব আত্মীয়-স্বজন ও গরীব প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখেন না। ইসলামের দৃষ্টিতে উক্ত হজ্জ ও ওমরার অবস্থা কী হবে? (১৩/৩৩৩)

জুন'১২ খুলনা দারুল উলূম মাদরাসার মুফতীগণ ফাৎওয়া দিয়েছেন যে, 'মক্কার যারা মুক্বীম তারা হজ্জ করলে মদীনা-আরাফা-মুযদালিফায় সময় মত ছালাত পড়বে এবং ক্বছর করতে পারবে না। উক্ত ফাৎওয়া কি সঠিক হয়েছে? (২২/৩৪২)

### কুরবানী

অক্টোবর'১১ ভাই-বোনে পৃথক পরিবার। তারা কি একত্রে কুরবানী দিতে পারবে? (৬/৬)

অক্টোবর'১১ সাত ভাগে কুরবানী দেয়ার পক্ষে অনেক আলেমকেই জোর প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। বিষয়টি কেন শরী'আত সম্মত হবে না? (৩৬/৩৬)

ডিসেম্বর'১১ কুরবানীর পশু যিলহজ্জ মাসের আগে ক্রয় করা যাবে কি? কতদিন পূর্বে কুরবানী ক্রয় করতে হবে এমন কোন সময়সীমা আছে কি? (৩১/১১১)

জানুয়ারী'১২ কুরবানীর পশু দ্বারা অন্যের ফসলের ক্ষতি করলে কুরবানীর ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? (১৯/৯৯)

ফেব্রুয়ারী'১২ ঈদুল আযহার ছালাত শেষে খুৎবা না শুনে বাড়িতে এসে কুরবানী করলে উক্ত কুরবানী গ্রহণযোগ্য হবে কি? (৬/১৬৬)

ফেব্রুয়ারী'১২ যে সমস্ত ছাগলের শিং উঠেনি যাকে ন্যাড়া ছাগল বলা হয়, সে সমস্ত ছাগল কুরবানী দেওয়া যাবে কি? (৩৫/১৯৫)

এপ্রিল'১২ জনৈক ইমাম বলেন, ৬৪ হাযার টাকা থাকলে কুরবানী করা ওয়াজিব। কারণ স্বর্ণ-রৌপ্যের দাম হিসাব করে কুরবানী ওয়াজিব হয় এবং যাকাত ফরয হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (১৯/২৫৯)

### আক্বীক্বা

মে'১২ আক্বীক্বা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন? (২/২৮২)

জানুয়ারী'১২ জন্মের পর বাবা আমার আক্বীকা করেননি। আমার স্ত্রীরও আক্বীকা হয়নি। এখন আমরা কি নিজেরা আক্বীকা করব? আক্বীক্বা কতদিন পর্যন্ত করা যায়? কেমন যরূরী? (৩৩/১১৩)

### বিবাহ-তালাক/পারিবারিক জীবন

অক্টোবর'১১ বিবাহ করা সুন্নাত না ফরয? অনেকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে। শরী'আতে এর অনুমোদন আছে কি? (৪/৪)

অক্টোবর'১১ কোন মহিলা কি কোর্টের মাধ্যমে তার স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারে? স্বামীর সাথে কারো মিলমিশ না হ'লে সে কিভাবে স্বামীকে পরিত্যাগ করবে? (১৫/১৫)

অক্টোবর'১১ ছেলে ও মেয়ে পালিয়ে গিয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোর্টের মাধ্যমে আজকাল যেভাবে বিবাহ করছে তা কি শরী'আত সম্মত? কিছুদিন পর তারা অভিভাবকদের সাথে আপোষ করে নিয়ে বাড়ীতে এসে ঘর-সংসার করে। এক্ষেত্রে তাদের পূর্বের বিবাহ কী বহাল থাকবে, না কি নতুন করে বিবাহ দিতে হবে? (২৩/২৩)

অক্টোবর'১১ কোন মহিলা দুই দুই বার খোলার মাধ্যমে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর পর পুনরায় স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায়। এক্ষেত্রে তার করণীয় কী? তাকে কি নতুন করে বিবাহ করতে হবে? (৩৫/৩৫)

অক্টোবর'১১ সতীসাধ্বী স্ত্রী পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন দো'আ আছে কী? (৩৭/৩৭)

নভেম্বর'১১ বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে কন্যা সন্তানের এবং ২১ বছরের নীচে ছেলেদের বিবাহ দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপর দিকে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে ছেলে-মেয়ে বালেগ হ'লেই বিবাহ দেওয়া যাবে। এমতাবস্থায় করণীয় কি? (২৭/৬৭)

জানুয়ারী'১২ এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার এক পর্যায়ে বলেছে, তোকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। এভাবে আরো কয়েকবার বলেছে। কিছুদিন পরে অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু অনেকে বলেছে, হিল্লা ছাড়া কোন উপায় নেই। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষণে তাদের একত্রিত হওয়ার কোন সুযোগ আছে কি? (৭/১২৭)

জানুয়ারী'১২ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর ও কনের মাঝে কিভাবে বিবাহ পড়াতেন? (১৬/৯৬)

জানুয়ারী'১২ মোবাইল যোগে মেয়ের বাবা দুইজন সাক্ষীর সামনে বলেছেন যে, তোমার সাথে আমার মেয়েকে বিবাহ দিলাম। এ বিবাহ কি বৈধ হবে? (৩৭/১১৭)

ফেব্রুয়ারী'১২ কেউ যদি তার স্ত্রীর অগোচরে তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয় অথবা তিন তালাক দেয়, তাহ'লে তাতে তালাক হবে কি? সবার মতে এক সাথে তিন তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। কিন্তু অগোচরে দিলে তা পতিত হবে কি? উক্ত প্রশ্নের জবাবে জামি'আ আরাবিয়া কাসেমুল উলূম লাকসাম, কুমিল্লা থেকে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হয়। চাই সেই তালাক স্ত্রীর উপস্থিতিতে হউক বা তার অনুপস্থিতিতে হউক। দলীল হিসাবে ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত এক সঙ্গে তিন তালাক পতিত হওয়ার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে এবং ফাতাওয়া শামীর ৩/২৪৮ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। উক্ত জবাব কি সঠিক হয়েছে? (৪/১৬৪)

মার্চ'১২ বিবাহের ২ বছর পর স্ত্রী প্রস্তাব দেয় যে, স্বামী ঘরজামাই থাকলে সে স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করবে, নইলে করবে না। কিন্তু স্বামী ঘরজামাই থাকবে না। উক্ত দ্বন্দ্বের কারণে তারা ৮ বছর যাবৎ পৃথক হয়ে আছে। তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক হয়েছে কি? অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হ'লে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে পুনরায় তালাক দিতে হবে কি? (২৬/২২৬)

মার্চ'১২ এক যুবক জনৈক ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, সে ছালাত আদায় করে না। কিন্তু বলা হচ্ছে, ঠিক হয়ে যাবে। উক্ত যুবকের সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়া যাবে কি? (২৯/২২৯)

এপ্রিল'১২ দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া কি আবশ্যক? (২/২৪২)

এপ্রিল'১২ জনৈক মহিলার বিবাহের পর স্বামীর সাথে শারীরিক কোন সম্পর্ক হয়নি এবং দীর্ঘদিন (৫ বছর) স্বামী থেকে পৃথক আছে। এক্ষণে সে ইচ্ছা করলে স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে একই বৈঠকে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে কি? (৫/২৪৫)

এপ্রিল'১২ কোন লোক বিবাহের পরে স্ত্রীর সাথে কোন রূপ সম্পর্ক না রাখলে এবং তালাকও না দিলে তার পরিণতি কী হবে? (১০/২৫০)

| | | |
|---|---|---|
| জুন'১২ | দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে স্বামীর সমস্যার কারণে সন্তান হচ্ছে না। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট থেকে তালাক নিয়ে অন্যত্র বিবাহ করা যাবে কি? | (২৮/৩৪৮) |
| জুলাই'১২ | জনৈক ব্যক্তি তিন বছর আগে যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে। স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করেনি। বর্তমানে সে যৌতুক এবং মোহরানা যেকোন একটি পরিশোধ করতে সক্ষম। এখন কোন্টি আগে পরিশোধ করবে? | (২৬/৩৮৬) |
| জুলাই'১২ | কতক পরিবারে দেখা যায়, বিয়ের সময় যৌতুক গ্রহণ না করলেও বিয়ের পরে নানা রকম কষ্ট দেয়। ফলে শ্বশুরবাড়ীর পক্ষ থেকে জামাইর বাড়ীতে রামাযান মাসে জাঁকজমকপূর্ণ ইফতার, ঈদ উপলক্ষে মূল্যবান পোষাক, কোরবানীর সময় কোরবানীর পশু, আম-কাঁঠালের দিনে আম-কাঁঠাল পাঠাতে হয়। এগুলো কি শরী'আত সম্মত? | (২৯/৩৮৯) |
| আগস্ট'১২ | আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক করে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ছে। পরে অনেকের বিবাহ হচ্ছে, অনেকের হয় না। এর পরিণতি কি? | (২৪/৪২৪) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | স্ত্রীর কোন ভুলের কারণে সাক্ষী ছাড়াই স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি তালাক দেয়, তাহ'লে সেই তালাক কার্যকর হবে কি? স্ত্রীকে না জানিয়ে যদি মনে মনে বলে, স্ত্রী অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করলে তালাক। উক্ত তালাক কার্যকর হবে কি? | (১০/৪৫০) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতায় বিবাহ করেছে। এখন সে কিভাবে আল্লাহ তা'আলা এবং পিতা-মাতার নিকটে ক্ষমা পাবে? | (১৪/৪৫৪) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের কি কি গুণাবলী থাকা আবশ্যক? | (১৯/৪৫৯) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | বিবাহের সময় স্বামী তার স্ত্রীর মোহরানা আদায় করেনি। এখন আদায় করতে ইচ্ছুক। সম্পদ ও অর্থ কোনটি দ্বারা আদায় করবে? | (২৯/৪৬৯) |

**মহিলা বিষয়ক**

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | মৃত স্বামীর বীর্য সংরক্ষণ করে তা স্ত্রীর গর্ভে ধারণ করে বাচ্চা নিতে পারবে কি? | (২/২) |
| নভেম্বর'১১ | সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিনের আগে যদি নিফাস রক্ত বন্ধ হয়, তাহ'লে কি ছালাত, ছিয়াম পালন করতে হবে? | (৩৮/৭৮) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | কোন ব্যক্তি তার ভাই, জামাই ও শ্যালককে নিয়ে ছেলের জন্য বউ দেখতে পারে কি? বিয়ের পর তাদের থেকে বউকে পর্দা করতে হবে কি? | (৭/১৬৭) |
| এপ্রিল'১২ | মহিলারা পৃথকভাবে ইজতেমা করতে পারবে কি? তাদের জন্য মাইকে বক্তব্য দেওয়া জায়েয হবে কি? | (৩/২৪৩) |
| মে'১২ | হেজাব কাকে বলে? শরীরের কতটুকু ঢেকে রাখলে হেজাবের হুকুম পালন হবে? বর্তমান মুসলিম বিশ্ব হেজাবের জন্য যে আন্দোলন করছে তারা মুখ খোলা রাখে; কিন্তু মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে, এটা কি হেজাবের অন্তর্ভুক্ত? | (২৫/৩০৫) |
| জুন'১২ | স্বামীর ব্যস্ততার কারণে কোন মহিলা পূর্ণ পর্দাসহ দিনে বা সন্ধ্যার পর বাজারে গেলে ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি? | (২/৩২২) |
| জুন'১২ | জনৈক আলেম বলেন, মহিলাদের জন্য গলায় হার, হাতে আংটি, নাকে নাকফুল দেওয়া জায়েয নয়। কারণ নাকে নাকফুল দিলে নাকে পানি প্রবেশ করে না। তাই তাদের ওযূ হয় না এবং ছালাতও হয় না। উক্ত দাবী কি সঠিক? | (১১/৩৩১) |
| জুন'১২ | আমরা জানি ১২০ দিন তথা ৪ মাস পরে মাতৃগর্ভে ভ্রূণে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। এর পূর্বে যেকোন মাধ্যমে ঐ ভ্রূণ ফেলে দিলে গোনাহ হবে কি? | (২৫/৩৪৫) |
| জুলাই'১২ | যারা সন্তান নষ্ট করে দেয় ক্বিয়ামতের দিন তাদের কী অবস্থা হবে? | (১৭/৩৭৭) |
| জুন'১২ | জনৈকা মহিলা ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার আগেই স্বামীর সাথে সহবাস করে। এমতাবস্থায় করণীয় কি? | (২৬/৩৪৬) |
| জুলাই'১২ | স্ত্রী স্পষ্ট অনুভব করছে যে, তার স্বামী অবৈধ পথে উপার্জন করছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কী? | (২৮/৩৮৮) |
| জুলাই'১২ | যখন মসজিদে বা টেলিভিশনে আযান হয়, তখন মহিলা মাথায় ওড়না অথবা কাপড় তুলে দেয়। শরী'আতে এধরনের কোন বিধান আছে কি? | (৩৩/৩৯৩) |
| জুলাই'১২ | গর্ভবতী মহিলা কালো জিরা খেলে পেটের সন্তান কালো হয়। এমনকি স্বামী পশু-পাখি যবেহ করলেও গর্ভে থাকা সন্তানের অমঙ্গল হয়। উক্ত কথার কোন ভিত্তি আছে কি? | (৩৯/৩৯৯) |
| আগস্ট'১২ | মেয়েদের কাপড় পায়ের কতটুকু নীচে নামানো যাবে? | (৯/৪০৯) |
| আগস্ট'১২ | মেয়েদের উপর কত বছর বয়সে পর্দা ফরয হয়? | (২২/৪২২) |
| আগস্ট'১২ | মেয়েরা কত বছর বয়সে মাথার চুল রাখবে? চুল যদি বেশী বড় হয় তাহ'লে ছোট করতে পারবে কি? | (৩৫/৪৩৫) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | স্বামীর কি কি অধিকার পালন করলে স্ত্রী জান্নাতে যেতে পারবে? | (২৮/৪৬৮) |

**অর্থনীতি**

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | যারা সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ঘুষ দিয়ে ভারত থেকে বিভিন্ন মালামাল নিয়ে এসে ব্যবসা করে। এই ব্যবসা কি হালাল? | (৭/৭) |
| অক্টোবর'১১ | মাসিক 'আত-তাহরীকে' জুলাই ২০১০ এ ২৬নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, বাজার মূল্যের চেয়ে কেউ যদি বেশী নেয় তাহ'লে যুলুম হবে। বর্তমান বাকীতে ক্রয়ের সময় বাজার দরের চেয়ে বেশী নেওয়া হচ্ছে। ১২০০/= টাকার জিনিসে ১৫০০/= টাকা নিচ্ছে। এটা কি যুলুম, না সূদ, না ধোঁকা? এ ধরনের ব্যবসা কি জায়েয? | (১১/১১) |
| অক্টোবর'১১ | অনেকে ব্যবসার স্বার্থে বিভিন্ন আলেমের জাল ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক বক্তব্য ও বই-পুস্তক বিক্রি করে থাকে। এই ব্যবসার রুযী হালাল হবে কি? | (৩২/৩২) |
| নভেম্বর'১১ | আমি একজন পল্লী চিকিৎসক। আমার মাধ্যমে কোন রোগী কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নীত হ'লে উক্ত সেন্টারের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু কমিশন দেওয়া হয়। তবে এজন্য রোগীর নিকট থেকে অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হয় না। অন্যান্য রোগীর মতই নেওয়া হয়। উক্ত কমিশন নেওয়া কি বৈধ? | (২৮/৬৮) |
| ডিসেম্বর'১১ | বাংলাদেশের কোন ব্যাংক কি পরিপূর্ণভাবে শরী'আত অনুসরণ করছে? বর্তমান ব্যাংকিং সিস্টেম কি শরী'আত সম্মত? এতে সঞ্চয় করা কি বৈধ? | (২৩/১০৩) |
| ডিসেম্বর'১১ | সূদ কি? এটি কেন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়? যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে কল্যাণকর। | (১৭/৯৭) |
| ডিসেম্বর'১১ | আমি পোষাক শিল্পে কাজ করি। যেখানে নারী-পুরুষ একত্রিতভাবে কাজ করে। কেউ পশ্চিমা পোষাকে অফিস করে। প্রভিডেন্ড ফাণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। আমার উক্ত চাকুরী কি হালাল হবে? | (১৯/৯৯) |
| ডিসেম্বর'১১ | প্রাইজ বন্ড কেনা যাবে কি? এর পুরস্কার গ্রহণ করা কি বৈধ? | (২০/১০০) |
| ডিসেম্বর'১১ | সূদী এনজিও-এর ডাইরেক্টরের দেওয়া কোন উপহার গ্রহণ করা যাবে কি? যদি সে পাঠিয়ে দেয় তাহ'লে করণীয় কি? | (২২/১০২) |
| জানুয়ারী'১২ | দেশীয় নিয়মানুযায়ী ৪০ কেজিতে এক মণ হয়। কিন্তু আমের সময় বাজারে আম বিক্রি করলে ব্যবসায়ীরা ৫০ কেজিতে এক মণ হিসাব করে। এটা কি শরী'আত সম্মত? | (২১/১০১) |
| জানুয়ারী'১২ | ব্যবসায়ীকে কোন পণ্য কিনে দেওয়ার বিনিময়ে নির্ধারিত কোন লাভ নেওয়া যাবে কি? | (৩৮/১১৮) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | সূদ নেওয়া ও দেওয়া দু'টিই হারাম। কিন্তু দরিদ্র লোক কর্য চাইলে ধনীরা সূদ ব্যতীত দিতে চায় না। এক্ষণে দরিদ্র লোকদের উপায় কী? সংসার চালানোর জন্য সে সূদ দেওয়ার শর্তে ঋণ নিতে পারবে কি? | (১১/১৭১) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | সূদ ও ঘুষের পার্থক্য কি? টাকা দিয়ে চাকুরি নেয়ার ফলে আমার সারাজীবনের আয় অর্থাৎ আমার বেতনের টাকা কি হারাম হয়ে যাবে? | (১২/১৭২) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | 'সেই দেহ জান্নাতে যাবে না যে দেহ হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট'। প্রশ্ন হল, ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে চোরাই পথে গরুর গোশত ও বিভিন্ন পণ্য আসে। উক্ত গোশত খেয়ে বা পণ্য ব্যবহার করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে কি? | (১৮/১৭৮) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | আমাদের এলাকার অধিকাংশ মানুষ জমি বন্ধক রাখে। ৫০,০০০ টাকায় ১ বিঘা জমি নেয়। মূল টাকা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত জমির পুরা ফসল গ্রহীতা ভোগ করে। আবার টাকা ফেরত নেওয়ার সময় পুরা টাকাই ফেরত নেয়। এগুলো কি সূদের অন্তর্ভুক্ত? এদের ইবাদত কবুল হবে কি? | (২৯/১৮৯) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | কাযী পেশা তথা বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রী করার পেশা কি শরী'আত সম্মত? ইসলামী খিলাফতে এই প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি? | (৩১/১৯১) |

| | | |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী'১২ | বাংলাদেশ সরকারের আইন আছে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী তার পাওয়া পেনশনের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখলে মাসে মাসে ৯৫০ টাকা করে লাভ দেওয়া হবে। এই লভ্যাংশ বৈধ হবে কি? | (৩৬/১৯৬) |
| মার্চ'১২ | 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং গঁষঃর খবাবষ গধৎশবঃরহম পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে তা কি শরী'আত সম্মত? | (১/২০১) |
| মার্চ'১২ | বাজারে শেয়ার বেচাকেনা হয়। এর লাভ লটারীর মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করা হয় অথবা একাউন্টে জমা হয়। এভাবে লটারীর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যাবে কি? | (১৫/২১৫) |
| মার্চ'১২ | আমি বাসের হেলপার। ছালাত আদায় করার সুযোগ পাই না। আমার করণীয় কি? জান্নাত পাওয়ার আশায় চাকুরী ছেড়ে দেব, না পেটের দায়ে জান্নাত হারাব? | (১৭/৯৭) |
| মার্চ'১২ | কোন হিন্দু তার বইয়ের দোকানে কুরআন মজীদ কেনা-বেচা করতে পারবে কি? | (৩০/২৩০) |
| এপ্রিল'১২ | জেনে বা না জেনে চুরি করা বস্তু ক্রয় করা যাবে কি? | (১৪/২৫৪) |
| এপ্রিল'১২ | পান-সুপারী ও চুন কি হারাম? টেলিভিশন, কম্পিউটার, সিডি-ভিসিডি ইত্যাদি পণ্যের ব্যবসা করা যাবে কি? | (৩১/২৭১) |
| এপ্রিল'১২ | বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং ইন্টারনেটে উপার্জনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ডোলেন্সার বর্তমানে বেকার ছাত্রসমাজে ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। যেখানে নির্দিষ্ট অংকের টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং এমএলএম সিস্টেমে একজন গ্রাহক যত জন গ্রাহক সৃষ্টি করে, তাদের ইনকামের একটি অংশ সেই গ্রাহক পায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এরূপ উপার্জন কি হালাল হবে? | (৩৮/২৭৮) |
| মে'১২ | আমি যে অফিসে চাকুরী করি সেখানে কোন ছালাতের ব্যবস্থা নেই। মসজিদও নেই। উক্ত স্থানে বসবাস করা যাবে কি? | (১০/২৯০) |
| মে'১২ | আমি সরকারী চাকুরী করি। হারাম উপার্জন করি। অনেক পাপ করেছি। আমি এখন সংকল্প করেছি, সকল পাপ থেকে তওবা করব, চাকুরী ছেড়ে দিব, হালাল চাকরী পেলে তা করব। যা উপার্জন করব তার অধিকাংশই দান করে দিব। এতে কি আমার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হবে? | (১৪/২৯৪) |
| মে'১২ | গ্রামাঞ্চলে অনেক মানুষ টাকা নিয়ে জমি বন্ধক রাখে। আবার টাকা ফেরত দিয়ে জমি ফিরিয়ে নেয়। এরূপ জমি বন্ধক নেওয়া কি শরী'আত সম্মত? | (৩২/৩১২) |
| মে'১২ | যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে কম যোগ্য প্রার্থীকে সুফারিশ করে চাকুরী দিলে এবং সে ঘুষ গ্রহণ করলে সুফারিশকারীর উপর দায়ভার বর্তাবে কি? | (৩১/৩১১) |
| মে'১২ | আমি একজন সার ব্যবসায়ী। অনেকে ভারত থেকে সার পার করে এনে বাংলাদেশের দোকানে বিক্রয় করে। আমার নিকটেও বিক্রয় করে। জনৈক আলেম বলেন, তোমার উপার্জন হারাম। তোমার কোন ইবাদত কবুল হবে না। কারণ এই সার সীমান্ত রক্ষীকে ঘুষ দিয়ে আনা হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (৪০/৩২০) |
| জুন'১২ | সরকারী নিয়মানুযায়ী মাদরাসার সময়সূচী হ'ল সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। অনেক সময় মাদরাসা শেষ করে দুপুর ২/৩ টায় বাড়ী যেতে হয়। আবার কখনো মাদরাসায় যেতে সাড়ে দশটা বেজে যায়। এটা কি অপরাধ হবে? এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে কি? | (৩/৩২৩) |
| জুন'১২ | বাজার থেকে পণ্য কিনে অন্যের কাছে বেশী দামে বিক্রয় করলে তা বৈধ হবে কি? | (৮/৩২৮) |
| জুন'১২ | আমি এবং আমার এক আত্মীয় একটি জমি ক্রয় করি। কিন্তু সে চক্রান্ত করে জমিটি তার নামে দলীল করে নেয়। ঐ জমির মূল্য দাবী করলে সে তা দিতে অস্বীকার করে। এতে সম্পর্ক নষ্ট হয়। এ জন্য দায়ী হবে কে? | (১৮/৩৩৮) |
| জুন'১২ | চুল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা করা কি শরী'আত সম্মত? মহিলাদের মাথার চুল আঁচড়ানোর পর চিরুনীতে যে চুল উঠে তা বিক্রয় করা যাবে কি? | (৩২/৩৫২) |
| জুন'১২ | রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এলাকার ইমামদের বেতন দিয়েছেন কি? ইমামগণ বেতন নিলে গুণাহগার হবেন কি? আল্লাহ বলেন, কুরআনকে স্বল্প মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় কর না। এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? | (৩৪/৩৫৪) |
| জুলাই'১২ | ব্যবসা পণ্যের মোড়কে বিভিন্ন ছবি দেওয়া থাকে। এমতাবস্থায় করণীয় কি? ঐ সকল পণ্য কি বিক্রি করা যাবে? | (২০/৩৮০) |
| জুলাই'১২ | ওষুধের দোকানে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ আছে। এর সাথে মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের জন্য বিরতিকরণ পিল বিক্রয় করা হয়। এসব ক্রয়-বিক্রয় করা কি বৈধ? | (২৫/৩৮৫) |
| জুলাই'১২ | সরকারকে অবহিত না করে অন্য দেশের পণ্য আমদানি করে ব্যবসা করলে বৈধ হবে কি? | (৩১/৩৯১) |
| আগস্ট'১২ | টাকার বিনিময়ে জমি লিজ বা খায়খালাসী নেয়া যাবে কি? | (১২/৪১২) |
| আগস্ট'১২ | জনৈক ব্যক্তি নগদে ২৩০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি গরুর গোশত বিক্রয় করে। আর বাকীতে বিক্রয় করে ২৬০ টাকা কেজি। উক্ত টাকা উঠাতে তার ২ থেকে ৩ মাস সময় লাগে। এধরনের ব্যবসা কি বৈধ? | (১৫/৪১৫) |
| আগস্ট'১২ | জনৈক ব্যক্তি শস্য ক্রয় করে ঘরে রেখে বিক্রি করে। বাকীতে বিক্রয় করলে নগদ মূল্যের চেয়ে কিছু বেশী ধরে। এভাবে ব্যবসা করা যাবে কি? | (২৩/৪২৩) |
| আগস্ট'১২ | কোন দোকানীকে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাযার) টাকা এই শর্তে কর্য দেয়া যাবে কি যে, প্রতি মাসে দাতাকে ৭০০ টাকার চাউল, ডাল, তেল ইত্যাদি দিবে? | (২৬/৪২৬) |
| আগস্ট'১২ | বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জমি ও তার ফসল ভোগ করতে পারবে কি? | (২৭/৪২৭) |
| আগস্ট'১২ | আমি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। আমাদের গভর্নিং বডি সম্প্রতি মাত্র ৫.৫% সূদে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সামান্য সূদে উক্ত টাকা গ্রহণ করা যাবে কি? | (৩৭/৪৩৭) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ফৎওয়া হ'ল, চাকুরী শেষে যা একবারে সরকার প্রদান করে থাকে তা হালাল। কিন্তু বর্তমানে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যা দেখা যাচ্ছে, তা হ'ল- সরকার প্রতি মাসে কর্মচারীদের সাথে যে পরিমাণ বেতনের চুক্তি হয়, তা থেকে নির্দিষ্ট হারে একটি অংশ কেটে রাখে এবং তা সূদী ব্যবসায় খাটায়। অতঃপর চাকুরী শেষে মুনাফাসহ যে পরিমাণ টাকা জমা হয়, তা এককালীন অথবা গ্রাহক চাইলে মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ গ্রহণ করা কি হালাল হবে? | (১২/৪৫২) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | এক ছাত্র লেখাপড়া না করে টাকা দিয়ে ৭টি সেমিষ্টার শেষ করেছে। এখন বাকী ৫টি সেমিষ্টার সে ভালভাবে লেখাপড়া করতে চায়। উক্ত সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরী করা হালাল হবে কি? | (২৬/৪৬৬) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | সরকার অসংখ্য হারাম পথে আয় করে এবং জনগণের জন্য তা ব্যয় করে। উক্ত উপার্জন জনগণের জন্য হালাল হবে কি? যেমন শিক্ষা খাতে ছাত্রদের জন্য সরকারের ব্যয়সমূহ। | (৩৫/৪৭৫) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | আমরা ১৫ জন মিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করে একটি মূলধন সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে থাকি। তারা ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় করে এবং কিস্তিতে সেই পণ্যের ক্রয়মূল্য সহ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (যেমন ২০০০ টাকার বিনিময়ে ২২০০ টাকা) লাভ হিসাবে আমাদেরকে প্রদান করে। উক্ত ব্যবসা হালাল হবে কি? যদি হারাম হয়ে থাকে তবে আমাদের করণীয় কি? | (৩৬/৪৭৬) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | আমি একজন পুলিশ সদস্য। এ সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বড় অফিসারকে দেখলে দাড়িয়ে সম্মান করতে হয়। নতুবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হয়। প্রায় ৩৬/৩৭ বছর যাবৎ এভাবে আমি অন্যায় কর্মে সহায়তা করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায় এ চাকুরী করা আমার জন্য জায়েয হবে? | (৩৭/৪৭৭) |

### শিষ্টাচার

| | | |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী'১২ | পুরুষের সতরের সীমা কতটুকু? গোসলের সময় পুরুষরা বক্ষ, পেট-পিঠ খোলা রাখতে পারবে কি? | (২/১৬২) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | দাড়ি রাখার সঠিক বিধান কি? | (৪০/২০০) |
| এপ্রিল'১২ | জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, 'আ'ফুল্লুহা' মানে দাড়ি কেটে ফেলা। অর্থটি কি সঠিক? দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে? | (১৫/২৫৫) |
| এপ্রিল'১২ | যে পুরুষ বাবরী চুল রাখে না সে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? চুল রাখার বিধান কি? | (৩৩/২৭৩) |

মে'১২ বিদায়কালে মুছাফাহা করা যাবে কি? (১৫/২৯৫)

মে'১২ বাড়ীর মালিক তার ভাড়াটিয়াকে এক দিনের নোটিশে বাসা থেকে বের করে দিতে পারে কি? এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? (২২/৩০২)

জুন'১২ কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ? (১৬/৩৩৬)

আগস্ট'১২ পুরুষেরা মাথার মাঝখানে সিঁথি করতে পারে কি? কয় পদ্ধতিতে চুল রাখা যায়? (৩০/৪৩০)

## মীরাছ

অক্টোবর'১১ পুত্র সন্তান না থাকায় জনৈক ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পত্তি তার পাঁচ কন্যা ও স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাজ কি সঠিক হয়েছে? (২৯/২৯)

জানুয়ারী'১২ আমার ১ স্ত্রী, ৩ কন্যা, ১ মা, ৫ ভাই ও ৩ বোন আছে। আমার ১৩ বিঘা জমি সম্পূর্ণ বা কিছু আমার মেয়েদের হেবা রেজিষ্ট্রি করতে পারি কী? এতে কে কতটুকু পাবে? (১৪/৯৪)

ফেব্রুয়ারী'১২ জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতার কোন সম্পত্তি পায়নি। সে নিজের পরিশ্রমে ১টি বাড়ী ও কিছু জমি করেছে। তার শুধু মেয়ে সন্তান রয়েছে পুত্র সন্তান নেই। তার ভাইয়ের ছেলেরা কি এই সম্পদের ওয়ারিছ হবে? (২৩/১৮৩)

জুন'১২ জনৈক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন মাদরাসার নাম উল্লেখ না করে বলেছেন, মাদরাসার নামে এই জমি দান করলাম। বর্তমানে ঐ ব্যক্তি বেঁচে নেই। এখন তার ওয়ারিছগণ উক্ত জমিতে ঈদগাহ বানাতে চায়। এটা শরী'আত সম্মত হবে কি? (১২/৩৩২)

জুন'১২ আমরা ছয় বোন ও চার ভাই। বাবা-মা উভয়েই বেঁচে আছে। আব্বার নামে ২৪ ও মায়ের নামে ২ বিঘা মোট ২৬ বিঘা জমি আছে। ভাইয়েরা জমি বোনদেরকে দিতে চাচ্ছে না। মায়ের জমিটুকু দিতে চাচ্ছে। উক্ত সম্পত্তির মধ্যে কে কতটুকু পাবে? আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বণ্টন না করলে তার পরিণাম কি হবে? (২৯/৩৪৯)

আগস্ট'১২ আমার মামাতো ভাইয়েরা আমার মা-খালাকে এক বিঘা জমি দিয়েছে। এখন আমার মা বেঁচে আছেন এবং আমার খালার দু'মেয়ে আছে। এ জমি কিভাবে বণ্টন হবে। (১৭/৪১৭)

সেপ্টেম্বর'১২ একজন সন্তানহীনা বিধবা তার স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তির কত অংশ পাবে? দেশের আইনই বা কত অংশ দিচ্ছে? (২১/৪৬১)

সেপ্টেম্বর'১২ আমার এক আত্মীয় মারা যাওয়ার সময় এমন এক অছিয়ত করে গেছেন, যা পূরণ করতে তার রেখে যাওয়া সব সম্পদ লাগবে। এমতাবস্থায় করণীয় কী? (২২/৪৬২)

## দো'আ

নভেম্বর'১১ মৃত মাতা-পিতার জন্য কোন্ কোন্ দো'আ পড়ে ক্ষমা চাইতে হবে? উক্ত দো'আগুলো ছালাতের মধ্যে ও ছালাতের বাইরে হাত তুলে করা যাবে কি? (২৯/৬৯)

ডিসেম্বর'১১ ছালাতের মধ্যে দো'আ মাছূরার সাথে রাসূল (ছাঃ) আর কি কি দো'আ পড়তেন? (১৮/৯৮)

জানুয়ারী'১২ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাওয়াফ করতে করতে বলতেন, হে আল্লাহ! যদি আমার ভাগ্যে মন্দ ও পাপকর্ম লিপিবদ্ধ থাকে, তাহ'লে তা মিটিয়ে দিন। কারণ আপনি ইচ্ছা করলে মিটিয়ে দিতে পারেন এবং বহালও রাখতে পারেন। আপনার কাছে উম্মুল কিতাব রয়েছে। আপনি আমার তাক্বদীরকে কল্যাণময় করুন এবং গুনাহ ক্ষমা করুন। হাদীছটি কি ছহীহ? উক্ত দো'আ সিজদা ও তাশাহহুদে বলা যাবে কি? (১১/১৩১)

মার্চ'১২ কোন দুর্যোগ কিংবা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকলে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পর সবাই মিলে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? (৮/২০৮)

মার্চ'১২ দোকান বা নব নির্মিত বাড়ীতে বসবাসের জন্য সকলে মিলে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? (২৫/২২৫)

এপ্রিল'১২ ইয়াতীম সন্তান পিতার কবরের পাশে গিয়ে কেঁদে কেঁদে দো'আ করলে তার আযাব মাফ হবে কি? (৩৪/২৭৪)

জুলাই'১২ যখন আযানের জবাব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাহ'লে তোমাকে প্রদান করা হবে' *(আবুদাঊদ)* 'আযান ও ইকামতের মাঝের দো'আ ফেরত দেয়া হয় না' (আহমাদ) এবং জুম'আর দিনে একটি সময় রয়েছে সে সময় কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন *(বুখারী, মুসলিম)*। উক্ত স্থানগুলোতে হাত না তুলে মনে মনে বাংলায় চাওয়া যাবে কি? (১৫/৩৭৫)

জুলাই'১২ হাদীছে নবী (ছাঃ)-এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে বলা হয়েছে। এটা দরূদে ইবরাহীমী, না অন্য কোন দরূদ? কিভাবে কখন তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে? রাসূল (ছাঃ) নিজেই নিজের উপর কিভাবে কোন দরূদ পড়তেন? (১৯/৩৭৯)

আগস্ট'১২ 'রাযীতু বিল্লাহি রব্বাঁও ওয়াবিল ইসলামি দ্বী-নাঁও ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিইয়া' দো'আটি সকাল সন্ধ্যায় কতবার পাঠ করতে হবে? উক্ত দো'আ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর পাঠ করা যাবে কি? (১০/৪১০)

আগস্ট'১২ রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়ার সময় সাইয়িদিনা বলা যাবে কি? (২০/৪২০)

সেপ্টেম্বর'১২ শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ ছালাত কিংবা ছালাতুত তওবাহ পড়ার পর হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? (৫/৪৪৫)

## কসম-মানত

এপ্রিল'১২ নযর বা মানত ভঙ্গের কোন কাফফারা আছে কি? (৪/২৪৪)

মে'১২ নযর লাগা কি সত্য? এর প্রতিকার কিভাবে সম্ভব? জনৈক লেখক 'ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' নামক বইয়ে লিখেছেন, নযর লাগার আশঙ্কা হ'লে মুখ-হাত ধুয়ে ফেলবে অর্থাৎ গোসল করবে। রেফারেন্স হিসাবে তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন। বিষয়টা কি ঠিক? (৩/২৮৩)

জুন'১২ কোন লোক মৃতব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে তা পরে ভঙ্গ করলে তার পরিণতি কি হবে? (৭/৩২৭)

জুলাই'১২ অনেক সন্তান পিতা-মাতার মাথায় হাত রেখে কসম করে। এটা কি শরী'আত সম্মত? (১৮/৩৭৮)

## কুরআনুল কারীম সংক্রান্ত

জানুয়ারী'১২ সূরা মুহাম্মাদের ১২নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যারা কুফরী করেছে, তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মত আহার করে। তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম'। এখানে 'পশুর মত আহার করে' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? (১৩/৯৩)

জানুয়ারী'১২ সূরা আলে ইমরানের ১৯৯ আয়াতের তাফসীর কি? (২৮/১০৮)

মার্চ'১২ সূরা আর-রহমানে আল্লাহ বলেন, 'দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের রব'। আমরা জানি, পূর্ব এবং পশ্চিম একটি করে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা কি? (২০/১০০)

মে'১২ নাপাক অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত করলে পাপ হবে কি? কুরআন যখন গ্রন্থাকারে ছিল না, তখন এর হুকুম কি ছিল? বর্তমানে কম্পিউটার, মোবাইল, ভিডিও চিত্রের মাধ্যমেও কুরআন পড়া যায়। তাহ'লে স্পর্শ করা আর না করার গুরুত্ব থাকলো কোথায়? (১৭/২৯৭)

মে'১২ সৃষ্টির সেরা হ'ল মানুষ। কিন্তু কুরআনে প্রথম সূরা বাক্বারাহ বা গাভী এবং শেষ সূরা নাস বা মানুষ উল্লেখ করলেন কেন? (৩৮/৩১৮)

জুলাই'১২ আল্লাহ কুরআনের এক আয়াতে বলেছেন, তিনি সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন আবার অন্য আয়াতে সাতদিনের কথা বলেছেন। এর ব্যাখ্যা কি? (৫/৩৬৫)

জুলাই'১২ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, গর্ভবতী মায়ের পেটে কী আছে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু বর্তমানে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। কুরআনের উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কী? (১১/৩৭১)

জুলাই'১২ সূরা হূদের ১০৭ ও ১০৮ নং আয়াতে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকবে। তবে আল্লাহ অন্য কিছু চাইলে ভিন্ন কথা'। উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, এক সময় জাহান্নামের শাস্তি থেকে সবাইকে রেহাই দেয়া হবে। চিরস্থায়ীভাবে কাউকে জাহান্নামে থাকতে হবে না। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা কি? (১২/৩৭২)

ডিসেম্বর'১১ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে পবিত্র কুরআন যেভাবে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তাতে কোন হরকত তথা যের, যবর, পেশ ছিল না। বিদায় হজ্জের দিন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করল। কিন্তু ওছমান (রাঃ) পরে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। আরও পরে হরকত লাগানো হয়। এটা কি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন নয়? (১৩/৯৩)

| | | |
|---|---|---|
| সেপ্টেম্বর'১২ | একটি সূরা বার বার পড়লে প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ পড়তে হবে কি? সূরার মধ্য থেকে পড়লে বিসমিল্লাহ বলতে হবে কি? পড়তে পড়তে কিছুক্ষণ বিরতির পর পড়লে বিসমিল্লাহ বলতে হবে কি? | (২৫/৪৬৫) |

### ইতিহাস/কাহিনী

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ! আমি যত আপনার নিকটবর্তী হয়েছি আর কেউ কি এত নিকটবর্তী হ'তে পারবে? আল্লাহ বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত ইফতারের সময় এর চেয়েও বেশী নিকটবর্তী হবে। এ বক্তব্য কি সত্য? | (৮/৮) |
| অক্টোবর'১১ | ইমাম আবু হানীফা কি তাবেঈ ছিলেন? তিনি কতজন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন? তিনি কি হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন? আমলের ক্ষেত্রে কুতুবুস সিত্তার চেয়ে ইমাম আবু হানীফার মতামত অধিক গ্রহণযোগ্য হবে কি? | (১৭/১৭) |
| অক্টোবর'১১ | জনৈক আলেম বলেন, ছোট বেলায় হাসান ও হুসাইন (রাঃ) জামার জন্য কাঁদতে থাকলে জিবরীল (আঃ) তাঁদের জন্য লাল ও সবুজ দুইটি জামা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (২৪/২৪) |
| অক্টোবর'১১ | জিবরীল (আঃ) 'আদন' নামক জান্নাতের মধ্যে একজন হূরের হাসি দেখে এক হাযার বছর অজ্ঞান হয়েছিলেন। উক্ত বক্তব্যের প্রমাণ কি? | (৩০/৩০) |
| অক্টোবর'১১ | রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ছায়া ছিল কি? জনৈক আলেম বললেন যে, তাঁর কোন ছায়া ছিল না। একথা কতটুকু সত্য? | (৩৯/৩৯) |
| নভেম্বর'১১ | প্রচলিত আছে আসমানী কিতাব ১০৪ খানা। কোন নবীর উপর কতখানা কিতাব নাযিল হয়েছিল? | (৮/৪৮) |
| নভেম্বর'১১ | জনৈক আলেম বলেন, মুতার যুদ্ধে আবূবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করার কারণে তার স্ত্রী খেজুর পাতার পোষাক পরেছিলেন। তার সম্মানে আসমান যমীনের সমস্ত ফেরেশতা খেজুর পাতার পোষাক পরেছিলেন। উক্ত ঘটনা কি সত্য? | (১০/৫০) |
| নভেম্বর'১১ | জনৈক ইমাম জুম'আর খুৎবায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাতে পেশাব করে হাড়িতে রেখে সকালে একজন ছাহাবী আসলে তাকে প্রস্রাবগুলি ফেলে দিতে বললেন। ছাহাবী পেশাবের হাড়িটাকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে রাসূলের প্রতি মহব্বতের কারণে তা খেয়ে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি বলেন, কি ফেলে দিয়েছ? তখন ছাহাবী চুপ থাকেন। বারবার জিজ্ঞেস করার পর লোকটি বলেন, আমি তা খেয়ে ফেলেছি। ফলে উক্ত ছাহাবী মারা গেলে তার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হয়। উক্ত বক্তব্য সত্য কি? | (৩৫/৭৫) |
| নভেম্বর'১১ | যয়নব, আসমা, উম্মে কুলছূম রাসূল (ছাঃ)-এর কোন স্ত্রীর মেয়ে? ওছমান (রাঃ)-এর সাথে কোন দুই মেয়ের বিবাহ হয়েছিল? | (৪০/৮০) |
| ডিসেম্বর'১১ | আলক্বামা নামক একটি নেক্কার ছেলে তার মায়ের উপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়ায় মৃত্যুকালে কালেমা পড়তে পারছিল না। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করা হ'লে তিনি স্বয়ং আলক্বামার নিকট গিয়ে ঘটনার সত্যতা দেখে ছাহাবীদের নির্দেশ দিলেন খড়ি জমা করে আগুনে আলক্বামাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। তখন তার মা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর তিনি কালেমা পড়লেন ও স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। উক্ত ঘটনার সত্য কি? | (৩/৮৩) |
| ডিসেম্বর'১১ | 'মিল্লাতা আবীকুম ইবরাহীমা, হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলেমীন' আয়াতটির অর্থ কি? জনৈক টিভি আলোচক বলেন, ইব্রাহীম (আঃ) আরবদের পিতা, সকল মুসলিমের পিতা নন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? | (১৫/৯৫) |
| ডিসেম্বর'১১ | বঙ্গানুবাদ বুখারীর ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারীতে হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (ছাঃ)-এর পবিত্র রওযার পাশে বসে প্রতিটি হাদীছ মোরাকাবার মাধ্যমে নবী (ছাঃ)-এর সম্মতি লাভ করেছেন। উক্ত ঘটনার সত্য কি? আর মোরাকাবা কি? | (২৬/১০৬) |
| জানুয়ারী'১২ | আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে যে জিন জাতি ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নবী-রাসূল এসেছিলেন কি? | (৩৫/১১৫) |
| জানুয়ারী'১২ | চার ইমামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ও স্থান জানতে চাই। | (৩৬/১১৬) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পদের দিক দিয়ে ধনী ছিলেন, না গরীব ছিলেন? ক্বিয়ামতের দিন তিনি কি সবার চেয়ে গরীব হয়ে উঠবেন? | (১৯/১৭৯) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হাজেরার পিতৃ পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন। | (৩২/১৯২) |
| মার্চ'১২ | মুহাম্মাদ (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে সমস্ত নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন। উক্ত বক্তব্যের প্রমাণ কি? ঐ ছালাত সুন্নাত ছিল না ফরয ছিল? | (৯/২০৯) |
| মার্চ'১২ | ওমর (রাঃ) মেয়েদের মোহরানা নির্ধারণ করে দিলে জনৈক মহিলা তার বিরোধিতা করেছিলেন মর্মে যে ঘটনা প্রচলিত আছে তার প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন। | (১৬/৯৬) |
| এপ্রিল'১২ | জনৈক আলেম বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মি'রাজে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ তাঁর দু'খানা হাত রাসূল (ছাঃ)-এর দুই কাঁধের উপর রেখেছিলেন। উক্ত কথা কি সঠিক? | (৩২/২৭২) |
| এপ্রিল'১২ | দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লেখকই লিখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ ১২ রবীউল আউয়াল। কিন্তু মাওলানা ছফিউর রহমান তাঁর 'আর-রাহীকুল মাখতূম' গ্রন্থে ৯ রবীউল আউয়াল লিখেছেন। কোনটি সঠিক? | (৪০/২৮০) |
| মে'১২ | ওহোদের যুদ্ধে হিন্দা হামযা (রাঃ)-এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে তা কি সঠিক? | (৮/২৮৮) |
| জুলাই'১২ | জনৈক আলেম বলেন, আইয়ূব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হওয়ায় তার পরিবার তাকে ছেড়ে চলে যায়। গ্রামবাসী তাকে গ্রামের বাইরে আবর্জনাস্থলে ফেলে আসে। একমাত্র স্ত্রী রহীমা তাকে ছেড়ে যায়নি। তিনি মানুষের বাড়ি কাজ করে তাকে খাওয়াতেন। একদিন খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে মাথার চুল বিক্রি করে খাদ্য সংগ্রহ করেন। যেহেতু আইয়ূব (আঃ) তার চুল ধরে নড়াচড়া ওঠাবসা করতেন। সেদিন আর তা করতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, আমি কি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। তখন শয়তান এসে তাকে বলল, আপনার স্ত্রী যেনা করে ধরা পড়ায় তার মাথার চুল কেটে নিয়েছে, তখন তিনি বললেন, তাকে আমি দোররা মারবো। এই তাফসীর কি সত্য? | (১৪/৩৭৪) |
| আগস্ট'১২ | রাসূল (ছাঃ) মাইয়েতকে তাড়াতাড়ি দাফন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দাফনে তিন দিন দেরী হ'ল কেন? | (২/৪০২) |
| আগস্ট'১২ | ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় কতবার দো'আ ইউনুস পাঠ করেছিলেন? | (১৮/৪১৮) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | আবু জাহলের বংশ কি? রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর কোন রক্ত সম্পর্ক ছিল কি? | (১১/৪৫১) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | খলীফা মামূনুর রশীদের আমলে মু'তাযিলা সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে কেন এই আক্বীদা পোষণ করার জন্য চাপ দিয়েছিল যে, 'কুরআন আল্লাহ্র কালাম নয় বরং এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি'? | (১৩/৪৫৩) |

### বাতিল মতবাদ/কুসংস্কার/আচার-অনুষ্ঠান

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | পীর ধরা কি জায়েয? মানুষ কেন পীর ধরে? পীর ধরার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই। | (৩১/৩১) |
| অক্টোবর'১১ | অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য তাদের বইপত্র পড়া যাবে কি? যেমন বাইবেল, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি? | (২৬/২৬) |
| অক্টোবর'১১ | অনেক গর্ভবতী মহিলা রাত্রে ঘর হ'তে বের হওয়ার সময় জিন-ভূতের আছর হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাতে আগুন, ম্যাচ কিংবা লোহা জাতীয় কোন জিনিষ নিয়ে বের হয়। এটা কি জায়েয? | (২৮/২৮) |
| নভেম্বর'১১ | জাতীয় দিবস হিসাবে আমাদের দেশে যে সমস্ত দিন পালন করা হয়, সেগুলো সমর্থন করা ও সেখানে সহযোগিতা করা, অংশগ্রহণ করা কি শরী'আত সম্মত? | (৩৪/৭৪) |
| ডিসেম্বর'১১ | পবিত্র কুরআনের সূরা কাহফ-এর ১৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে সৎ পথ দেখান সে তা পায় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার পথ প্রদর্শনকারী পাবে না'। উক্ত আয়াতে বর্ণিত মুরশিদ শব্দের অর্থ কি? আমাদের এলাকার কিছু পীরপন্থী লোক ঐ আয়াত উল্লেখ করে বলে, পীর-মুরশিদ না ধরলে সঠিক পথ পাওয়া যাবে না। আরো বলে যে, যাদের পীর নেই তারা হিন্দু। উক্ত দাবী কি সঠিক? | (৯/৮৯) |
| ডিসেম্বর'১১ | জনৈক হাজী ছাহেব বলেন যে, ক্বিয়ামতের মাঠে একজন হাজী ৪০০ জন মানুষকে সুফারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। একথা কি ঠিক? | (১২/৯২) |

| | | |
|---|---|---|
| ডিসেম্বর'১১ | কোয়ান্টাম মেথডের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাই। | (১৬/৯৬) |
| ডিসেম্বর'১১ | আমাদের এলাকায় তাবলীগ জামাতের মহিলারা একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করে সেখানে মহিলাদের তা'লীম দেয় এবং বলে যে, এই অনুষ্ঠান জান্নাতের বাগান স্বরূপ। ফেরেশতারা এখানে নূরের পাখা বিছিয়ে রেখেছে এবং তারা আপনাদের ছবি তুলে নিয়েছে। এ সকল বৈঠকে যাওয়া যাবে কি? | (২৪/১০৪) |
| ডিসেম্বর'১১ | রোগমুক্তির জন্য বাড়ীর চার কোণায় আযান দেওয়া যাবে কি? যার ১ম কোণে এক আযান ২য় কোণে ৩ আযান, ৩য় কোণে ৫ আযান এবং ৪র্থ কোণে ৭ আযান। | (৩৭/১১৭) |
| জানুয়ারী'১২ | ডাঃ যাকির নায়েকের লেকচারে শুনেছি, 'গসপেল অব ম্যাথিউ' গ্রন্থের ১৯ অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, একজন লোক এসে ঈসা (আঃ)-কে বলল, হে মহান শিক্ষক! জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি কী কী কাজ করব? ঈসা (আঃ) বললেন, তুমি আমাকে মহান বলছ কেন? মহান একজন ছাড়া আর কেউই নন। তিনি হ'লেন আল্লাহ। প্রশ্ন হ'ল, আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মহান বলতে পারি কি? এছাড়া অনেকে বলে, মহান নেতা, মহান মে দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি। এগুলো বলা যাবে কি? | (৪/১২৪) |
| জানুয়ারী'১২ | নেক সন্তান জন্মের সময় পরিবারে সচ্ছলতা আসে, শান্তির পরিবেশ বিরাজ করে, সমাজও শান্তিময় হয় কি? | (২৪/১০৪) |
| জানুয়ারী'১২ | কোন সন্তান যদি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় আর এ জন্য তারা যদি চোখের পানি ঝরায়, তাহ'লে সেই সন্তান পূর্বে যত আমল করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত কথার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। | (২৯/১০৯) |
| জানুয়ারী'১২ | যে দিনে যে জন্ম গ্রহণ করবে সেদিনেই সে মৃত্যুবরণ করবে, এ কথা কতটুকু সত্য? | (৩০/১১০) |
| জানুয়ারী'১২ | চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় পানাহার করা ও স্ত্রী সহবাস করা যাবে কি? চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কারণ কী? | (৪০/১২০) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | ২০০৩ ইং জুলাই আত-তাহরীক ৯নং প্রশ্নোত্তরে লেখা হয়েছে, 'কবিরাজগণ জিনদের মাধ্যমে যেসব কথাবার্তা বলে থাকেন তা বিশ্বাস করা যাবে'। কিন্তু হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট আসল এবং তার কথার প্রতি বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করল *(আহমাদ ২/৪২৯ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে রয়েছে, ৪০ দিন তার ছালাত কবুল হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। উক্ত বিষয়ে সমাধান কি? | (১/১৬১) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | যারা রাসূল (ছাঃ) ও পুরুষ ও মহিলা ছাহাবীদের নামে নাম রাখে, তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের নামের ওয়াসীলায় আল্লাহ জান্নাত দিবেন কি? | (৩৮/১৯৮) |
| মার্চ'১২ | নিয়ামুল কুরআন ও মকছুদুল মুমিনীন বই দু'টি কি নির্ভরযোগ্য? এগুলি পড়ে আমল করা যাবে কি? | (১২/২১২) |
| এপ্রিল'১২ | প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত যে বিদ'আতী দল তার কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন। | (৬/২৪৬) |
| এপ্রিল'১২ | তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা তাদের আক্বীদা অনুযায়ী ৩/৭/৪০ দিন চিল্লার নামে দেশ/বিদেশে ভ্রমণ করে থাকে। উক্ত ভ্রমণে স্ত্রীকে সাথে নেওয়া যাবে কি? | (২৬/২৬৬) |
| মে'১২ | যারা গান-বাজনা, ঢোল-তবলাকে ইবাদতের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে, তাদের পরিণাম কী হবে? | (৪/২৮৪) |
| মে'১২ | বালাগাল 'উলা বিকামা-লিহী, কাশাফাদ্দুজা বি জামা-লিহী' মর্মে প্রচলিত দরূদ কেন পড়া যাবে না? | (১৮/২৯৮) |
| মে'১২ | কিছু লোক যুক্তি দেখিয়ে বলে থাকে, মসজিদে যাওয়ার জন্য যেমন অনেকগুলো পথ থাকে, তেমনি বিভিন্ন ইসলামী দলের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যাবে। উক্ত যুক্তি কি সঠিক? | (২১/৩০১) |
| জুন'১২ | বলা হয় আহলেহাদীছগণ নাজাতপ্রাপ্ত দল। কিন্তু তারা এখন বহু দলে বিভক্ত। নাজাতপ্রাপ্ত কাফেলা কি দলে দলে বিভক্ত হয়? আসলে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোন্টি? | (১/৩২১) |
| জুলাই'১২ | জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, শিলাবৃষ্টি আল্লাহ্র গযব। উক্ত বৃষ্টি ধরাও যাবে না, খাওয়াও যাবে না। এটা কতটুকু সত্য? | (৩০/৩৯০) |
| আগস্ট'১২ | জনৈক আলেম বলেন, একজন আলেমকে সম্মান করলে ২৫ জন নবী-রাসূলকে সম্মান করা হয়। একথা সত্য কি? | (১৬/৪১৬) |
| আগস্ট'১২ | আল্লাহ্র নামে যিকির করার ছহীহ পদ্ধতি কোনটি? উচ্চৈস্বরে 'ইল্লাল্লাহ' 'ইল্লাল্লাহ' বলে যিকির করা যাবে কি? | (৩৪/৪৩৪) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | যিনি মুরশিদ তিনি রাসূল। কখনো তিনি খোদা হন। এ কথা শুধু লালন নয় কুরআনও বলে। এর প্রমাণে তারা আলে-ইমরান ৩১; নিসা ৮০, ১৫০; কাহফ ১১০ আয়াত দলীল হিসাবে পেশ করে। উক্ত দাবী কি সঠিক? লালনের ভক্ত এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থা পরকালে কী হবে? | (৬/৪৪৬) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | জনৈক আলেম বলেছেন, শী'আরা মুসলমান নয়। কোন কোন এলাকায় বর্তমানে শী'আদের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। | (৩৮/৪৭৮) |

## হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাখরীজ

| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | কুরআন ও হাদীছ দ্বারা কি কুরআনের আয়াত রহিত হয়? আবার হাদীছ দ্বারা হাদীছ রহিত হয় কি? | (১০/১০) |
| অক্টোবর'১১ | কোন ইমাম হাদীছ ছহীহ-যঈফ পৃথক করে যাননি। নাছিরুদ্দীন আলবানী ছহীহ-যঈফ পৃথক করলেন কিভাবে? তাঁর এই তাহকীক কি গ্রহণযোগ্য? | (১৮/১৮) |
| অক্টোবর'১১ | জনৈক আলেম বলেন, সব হাদীছই তো রাসূলের। তা আবার ছহীহ বা যঈফ হয় কিভাবে? | (২২/২২) |
| অক্টোবর'১১ | মাতা-পিতার মুখের দিকে তাকালে কবুল হজ্জের নেকী পাওয়া যায় মর্মে হাদীছটি জাল হওয়ার কারণ কি? | (৩৪/৩৪) |
| নভেম্বর'১১ | যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার বলবে, তার ৪ হাযার পাপ মাফ হয়ে যাবে। যতবার বলবে ততবার ৪ হাযার পাপ মাফ হয়ে যাবে। তার পাপ না থাকলে তার স্ত্রীর, তারপর তার মেয়ের পাপ মাফ হবে। উক্ত কথা কি সঠিক? | (১৫/৫৫) |
| ডিসেম্বর'১১ | সমাজে প্রচলিত আছে 'জমি বিক্রি করে ব্যবসা করলে নাকি তাতে বরকত হয় না। এর সত্যতা কি? অনুরূপ 'তোমরা ভূ-সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না, তা তোমাদেরকে দুনিয়ামুখী করে তুলবে' এ কথাকি ঠিক? | (২৫/১০৫) |
| ডিসেম্বর'১১ | জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে নূর চাইতেন। তিনি বলতেন, আমার হাতে নূর দাও, পায়ে, সমস্ত অস্থি-মজ্জায় নূর দাও। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? | (২৭/১০৭) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | ছহীহ মুসলিমের একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, ওয়াসওয়াসাই সুস্পষ্ট ঈমান। উক্ত হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা কি? | (৫/১৬৫) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | জনৈক আলেম বলেছেন, ৪০ জন জান্নাতী যুবকের শক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরীরে ছিল। কথাটি কি সঠিক? | (২২/১৮২) |
| মার্চ'১২ | যঈফ হাদীছ তো সন্দেহযুক্ত। তাই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে না। কিন্তু ইমাম তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রমুখ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে যঈফ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি তা দেখে যঈফ হাদীছের উপর আমল করে তবে দায়ী কে হবে? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যায়? | (৫/২০৫) |
| মার্চ'১২ | জনৈক অধ্যাপক বলেন, ছাহাবীগণের মধ্যে আলী (রাঃ) সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা'। বক্তব্যটি কি সঠিক? | (১১/২১১) |
| মার্চ'১২ | হাদীছে এসেছে, কোন নাবালেগ সন্তান মারা গেলে ক্বিয়ামতের দিন সে তার পিতা-মাতার কাপড় ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। প্রশ্ন হ'ল, সেদিন তো সবাই নগ্ন অবস্থায় থাকবে, কাপড় ধরে টানবে কিভাবে? | (১৩/২১৩) |
| মার্চ'১২ | একদা মু'আবিয়া (রাঃ) মদীনার মসজিদে এশার ছালাতের ইমামতি করেন। তিনি 'সূরা ফাতিহার শুরুতে' বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম' নীরবে পাঠ করেন। ফলে আনছার ও মুহাজির ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি ছালাত চুরি করলেন না ভুলে গেলেন? পরবর্তীতে তিনি আর কখনো নীরবে পড়েননি। উক্ত ঘটনা কি সঠিক? | (৩৩/২৩৩) |

| | | |
|---|---|---|
| মার্চ'১২ | রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে কিছু শহরকে অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। কিন্তু সেখানে একজন পরহেযগার ব্যক্তি থাকায় জিবরীল (আঃ) আপত্তি করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ তার সম্মুখে পাপাচার হ'তে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয়নি *(শু'আবুল ঈমান; মিশকাত হা/৫১৫২)*। উক্ত হাদীছটি যঈফ কি? | (৩৬/২৩৬) |
| এপ্রিল'১২ | 'সৌভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস (১) সতী-সাধ্বী স্ত্রী (২) প্রশস্ত বাসস্থান বা বাড়ি (৩) সৎ প্রতিবেশী (৪) আরামদায়ক যানবাহন। আর দুর্ভাগা হওয়ার চারটি জিনিস (১) খারাপ প্রতিবেশী (২) মন্দ স্ত্রী (৩) বিপদজনক যানবাহন (৪) সংকীর্ণ বাসস্থান (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৩ ও ১৯০৩)। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। | (১৬/২৫৬) |
| এপ্রিল'১২ | জনৈক আলেম বলেন, প্রত্যেক মূর্তির সাথে নগ্ন একটি মহিলা জিন থাকে। তাই যারা মূর্তি পূজা করে তারা মূলত ঐ নগ্ন জিনের পূজা করে। উক্ত দাবী কি সঠিক? | (২৮/২৬৮) |
| এপ্রিল'১২ | যে ব্যক্তির জীবনের প্রথম ও শেষ বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' হবে তাকে কোন পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। যদিও সে পৃথিবীতে এক হাযার বছর বসবাস করে। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ? | (২৯/২৬৯) |
| এপ্রিল'১২ | আল্লাহ্র আকার প্রমাণ করতে গিয়ে জনৈক আলেম বলেন, আল্লাহ বান্দার কর্ম দেখে হাসেন। তিনি আরো বলেন, সাত যমীন ও সাত আসমানের চেয়ে কুরসি বড় এবং কুরসির চেয়ে আল্লাহ বড়। প্রশ্ন হ'ল, তাহ'লে আল্লাহ নীচের আসমানে প্রতি রাতে নেমে আসেন কিভাবে? তার তুলনায় আসমান তো ছোট। তবে কি তিনি আকার ছোট-বড় করেন? | (৩৫/২৭৫) |
| মে'১২ | মাযহাবী ভাইদের মতে কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস শরী'আতের উৎস। এ সম্পর্কে আহলেহাদীছদের বক্তব্য কি? উম্মতের সর্বসম্মত মত হল, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহ'লে তার উপর স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উপর ক্বিয়াস করে বলেছেন, কেউ কোন নারীর সাথে যেনা করলে ঐ নারীর মা ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে। উক্ত ক্বিয়াস কি শরী'আত সম্মত? | (৭/২৮৭) |
| মে'১২ | জনৈক ব্যক্তি বলেন, কোন খাবারের পাত্রে কুকুর মুখ দিয়ে খেলে সেখান থেকে খাবার ফেলে দিয়ে পাত্রের বাকি খাবার খাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ পাত্রে যদি কোন বেনামাযী হাত দেয়, তাহ'লে ঐ পাত্রের খাবার খাওয়া যাবে না। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ? | (১১/২৯১) |
| মে'১২ | ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকারের জন্য সচেষ্ট হবে এবং তার উপকার সাধন করবে, সে দশ বছর ধরে ইতিকাফকারীর চেয়েও মর্যাদাবান হবে। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? | (২০/৩০০) |
| মে'১২ | 'আল্লাহুম্মা আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনতা তাহদীনী ওয়া আনতা তুত্ব'ইমুনী ওয়া আনতা তাসক্বীনী ওয়া আনতা তুহইনী ওয়া আনতা তুমীতুনী' মর্মে দো'আ কোন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে? | (৩৭/৩১৭) |
| মে'১২ | মাদরাসা বোর্ডের বইয়ে লেখা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম আওযাঈর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করেননি। উক্ত হাদীছকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছহীহ মনে করতেন। এটা সত্য কি? | (৩৯/৩১৯) |
| জুন'১২ | আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০১১ সংখ্যায় 'পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী' প্রবন্ধে উযযা মূর্তি চূর্ণ করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। খালেদ নগ্ন মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখেন এবং দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। আসলে সেটি কি ছিল? | (২৪/৩৪৪) |
| জুলাই'১২ | ছহীহ হাদীছ দ্বারা দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে থাকলে অন্যান্য হাদীছের উপর আমল করার প্রয়োজন আছে কি? | (২২/৩৮২) |
| আগস্ট'১২ | মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে এবং সকলকে ক্ষমা করে দেন, তবে মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত *(ত্বাবারাণী)*। শবেবরাতের ফযীলত প্রমাণে উপস্থাপিত এই হাদীছটি কি ছহীহ? | (৩৯/৪৩৯) |
| নভেম্বর'১১ | জনৈক বক্তা বলেন, 'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি' একথা বলা যাবে না। কারণ শুধু ছহীহ হাদীছ দ্বারা মুসলিমগণ জীবন ধারণ করতে পারবে না। যেমন ফজরের আযানে 'আছ ছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম' বলার হাদীছ যঈফ। উক্ত দাবী কি সঠিক? | (২৫/৬৫) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন আমার নামে তোমরা নাম রেখো। কিন্তু আমার উপনামে তোমরা নাম রেখো না। এর কারণ কি? | (৩৯/৪৭৯) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকলের অন্তর আল্লাহ্র দু'আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যেভাবে খুশী সেটাকে পরিচালিত করেন'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জানিয়ে বাধিত করবেন। | (৪০/৪৮০) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | 'আল্লাহ্র রাস্তায় এক রাত পাহারা দেওয়া এক হাযার বছর নিজ বাড়িতে রাতে ইবাদত করা এবং দিনে ছিয়াম পালন করার চেয়েও উত্তম'। উক্ত মর্মের হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন। | (১৭/৪৫৭) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | 'পাঁচটি রাত্রির দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রজব মাসের ১ম রাত্রি, শা'বানের মধ্যরাত্রি, জুম'আর রাত্রি, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রি।' উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? | (৩৫/৪৭৫) |


## শিরক-বিদ'আত


| | | |
|---|---|---|
| মে'১২ | কোন্ কোন্ পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না? জুব্বুল হুযুন কী? তাতে কারা প্রবেশ করবে? | (৩৩/৩১৩) |
| জুন'১২ | শিরক এবং বিদ'আতকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কেমন শাস্তি দিবেন? শিরক ও বিদ'আত হ'তে বাঁচার উপায় কি? | (৩৩/৩৫৩) |
| অক্টোবর'১১ | শিরক কী? এর পরিণাম কী? কী কী কাজ করলে শিরক হয়? | (২১/২১) |
| নভেম্বর'১১ | লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি বললে শিরক হবে কি? মসজিদের মেহরাবের উপর উক্ত বাক্যসহ এক পার্শ্বে আল্লাহ, অপর পার্শ্বে মুহাম্মাদ লিখা যাবে কি? এর কোন উপকারিতা আছে কি? কালেমা তাইয়েবাহ কোনটি? | (৪/৪৪) |
| মার্চ'১২ | নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্মদিনের স্মরণে কোন প্রাণী যবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি? | (২১/২০১) |
| মার্চ'১২ | ছহীহ হাদীছ জানার পর যারা বিদ'আতী আমল করে থাকে তাদের পরিণতি কি হবে? | (২৪/২২৪) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | আমার অন্তরে অনেক সময় শিরকী কথার উদয় হয়। এ কারণে অস্থিরতা বোধ করি। এজন্য আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন কি? | (৮/১৬৮) |


## হালাল-হারাম


| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | ঔষধ দিয়ে পোকা-মাকড়, পিঁপড়া, মাছি, তেলাপোকা মারা যাবে কি? এগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা কি শরী'আত সম্মত? | (২৭/২৭) |
| অক্টোবর'১১ | আমরা জানি চুলে কালো কলপ দেয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ১০/১২ বছরের ছেলে-মেয়ের যদি জেনেটিক কারণে চুলে পাক ধরে তাহ'লে কি কালো কলপ দেয়া যাবে? | (৪০/৪০) |
| নভেম্বর'১১ | তাস, দাবা, কেরাম বোর্ড, লুডু খেলা শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন অপরাধ? এর শাস্তি কি? | (৬/৪৬) |
| নভেম্বর'১১ | জনৈক আলেম বলেন, আরসি, কোকাকোলা, সেভেনআপ ইত্যাদি পানীয় হারাম। কারণ এগুলো মদ জাতীয় বস্তু। কিন্তু এর নামকরণ হয়েছে ভিন্ন। উক্ত বক্তব্য কি ঠিক? | (১২/৫২) |
| ডিসেম্বর'১১ | শারঈ আইনে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি মানবাধিকার লংঘন নয়? | (১৪/৯৪) |
| ডিসেম্বর'১১ | অমুসলিমদের সদ্যপ্রসূত সন্তানের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে কোন মুসলিমের যোগদান করা ও খাওয়া-দাওয়া করা যাবে কি? | (৩৪/১১৪) |
| ডিসেম্বর'১১ | পানি পানের সময় গোফ পানিতে লাগলে সে পানি পান করা কি হারাম? | (৩৫/১১৫) |
| জানুয়ারী'১২ | মানুষের শরীরে পা লাগলে সালাম করা ও চুম্বন করা যাবে কি? পশ্চিম দিকে পা রেখে ঘুমানো যাবে কি? | (২০/১০০) |
| জানুয়ারী'১২ | জনৈক আলেম বলেন, গোবর দ্বারা রান্নাকৃত খাদ্য খাওয়া হারাম। কারণ গোবর হারাম। এটা কি সঠিক? | (৩৪/১১৪) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'হারাম খাদ্য বর্জন ঈমানের দাবী' বইয়ে বলা হয়েছে, প্যাকেটজাত দুধ, আইসক্রীম, ঘি, লাচ্ছা সেমাই, লাক্স সাবান, আর.সি, টাইগার ইত্যাদি দ্রব্যে শূকরের চর্বি মিশানো হয়। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত খাদ্য ও পণ্যগুলো গ্রহণ করা যাবে কি? | (৩/১৬৩) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | হাঁস, মুরগী, কবুতর, পাখী যবহ করার পর রক্ত বের না হ'তেই নাড়ীভুঁড়িসহ গরম পানিতে ফেলে দিলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি? | (৩৩/১৯৩) |

| | | |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী'১২ | কোন মুছল্লী জুম'আর দিনে মিষ্টি (খাজা, বাতাসা) দিয়ে দো'আ চাইলে সকলে মিলে ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? অনুরূপ ঐ মিষ্টি খাওয়া যাবে কি? | (৩৪/১৯৪) |
| মার্চ'১২ | রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেশাব, পায়খানা, রক্ত কি পবিত্র ছিল? | (২৩/২২৩) |
| মার্চ'১২ | যে ঔষধে এ্যালকোহল মিশানো থাকে সে ঔষধ খাওয়া যাবে কি? | (৩৭/২৩৭) |
| মার্চ'১২ | সাদা দাড়িতে কলপ দিয়ে কালো করা এবং দাড়ি কেটে ছোট করার অনুমোদন শরী'আতে আছে কি? | (৪০/২৪০) |
| এপ্রিল'১২ | ফিৎরা অথবা কুরবানীর পশুর চামড়ার টাকা দিয়ে ঈদগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করার জন্য পর্দার কাপড় কেনা যাবে কি? তাছাড়া উক্ত টাকা দিয়ে বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি ইসলামী গ্রন্থ কিনে মসজিদের লাইব্রেরীতে রাখা যাবে কি? | (২৩/২৬৩) |
| এপ্রিল'১২ | ঘোড়া ও গাধার গোশত খাওয়া কি হালাল? | (২৪/২৬৪) |
| এপ্রিল'১২ | দাস প্রথা কি শরী'আত সম্মত? এর হুকুম কি মানসূখ হয়ে গেছে? | (৩৭/২৭৭) |
| মে'১২ | জনৈক লেখক বলেন যে, বাঁশির শব্দে ইবনু ওমর (রাঃ) কানে আঙ্গুল দেয়াতে গান হারাম হয়েছে তা বলা যায় না *(সৌভাগ্যের পরশমণি)*। আবার রাসূল (ছাঃ) নিজে কানে আঙ্গুল দিয়েছিলেন কিন্তু ইবনু ওমর (রাঃ)-কে তা করতে বলেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খলীফাদের যুগে বাদ্যযন্ত্র ও গান নিষেধ ছিল না; বরং তা উপভোগ করা হ'ত *(তাবারী)*। তিনি আরো বলেন, কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যা গানকে হারাম করে। তাই ইবনে হাজার, ইবনু খাল্লিকান, জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, গাযালী প্রমুখ বিদ্বানদের মতে বাদ্যযন্ত্রসহ গান শোনা বৈধ। যদি তা সৎ উদ্দেশ্যে এবং কল্যাণকর কথা হয়। উক্ত দাবীগুলো কি সত্য? সৌভাগ্যের পরশমণি' এবং 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইগুলো কি গ্রহণযোগ্য? | (১/২৮১) |
| মে'১২ | হস্তমৈথুন করা কতটুকু অপরাধ? | (১৯/২৯৯) |
| মে'১২ | স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্রের ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি? রাসূল (ছাঃ) কোন ধরনের ছবি নিষেধ করেছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য কী ছিলো? বিভিন্ন প্রয়োজনে কোন ছবি ধারণ করলে পাপ হবে কি? | (২৩/৩০৩) |
| মে'১২ | পায়ে বা পায়ের পাতায় মেহদী ব্যবহারে শরী'আতের কোন বিধি-নিষেধ আছে কি? | (২৬/৩০৬) |
| মে'১২ | কোন মুক্তিযোদ্ধা বা সরকারী কর্মকর্তা মারা গেলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার নামে দাফনের পূর্বে রাইফেলের গুলি ফুটানো, বাঁশি বাজানো ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করা হয়। এগুলো কি শরী'আত সম্মত? | (৩৪/৩১৪) |
| জুন'১২ | অনেকে নিয়মিত ছালাত ও ছিয়াম পালন করে। কিন্তু সর্বদা টাখনুর নীচে কাপড় পরে। উক্ত ব্যক্তির পরিণাম কী হবে? | (৬/৩২৬) |
| জুন'১২ | বিয়ে বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিডিও করা যাবে কি? টেলিভিশন দেখা কি শরী'আত সম্মত হবে? | (২১/৩৪১) |
| জুন'১২ | ছাগল, গরু, মহিষ, ভেড়া প্রভৃতি পশুর চামড়া খাওয়া যাবে কি? | (৩৭/৩৫৭) |
| আগস্ট'১২ | 'মাসআলা ও হাকীকত' নামক বইয়ে জনৈক লেখক লিখেছেন, দাড়ির সর্বোচ্চ পরিমাণ এক মুষ্টি। এর অতিরিক্ত লম্বা দাড়ি রাখা হারাম। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দাড়ি অল্প লম্বা কর। অনুরূপ চুল-দাড়িতে কালো খেযাব, কালো মেহেদী ব্যবহার করা সুন্নাত। আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবী কালো কলপ ব্যবহার করেছেন। কালো খেযাব ব্যবহার করার বিরুদ্ধে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই জাল, যঈফ। লেখকের উক্ত দাবী কি সঠিক? | (৪/৪০৪) |
| আগস্ট'১২ | প্রচলিত তাবলীগ জাম'আতের 'ফাযায়েলে আমাল' বইয়ের 'হেকায়াতে ছাহাবা' অংশে দু'জন ছাহাবী কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ নির্গত রক্ত পানের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, 'হুজুরে পাক (ছাঃ)-এর মল-মুত্র, রক্ত সবকিছু পাক-পবিত্র। এসব সত্য কি? | (২১/৪২১) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | ব্রয়লার মুরগীর ডিম কৃত্রিমভাবে উৎপাদন করা হয়। অন্য পশুর ভ্রূণ দ্বারা লেয়ার মুরগীর সাথে প্রজনন ঘটিয়ে ডিম উৎপাদন করা হয়। এই মুরগী খাওয়া বৈধ হবে কি? | (৮/৪৪৮) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | পেটে বাচ্চা ওয়ালা গাভী অসুস্থ হলে যবেহ করে খাওয়া যাবে কি? | (২৩/৪৬৩) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | আমাদের দেশে সরকারীভাবে হিন্দুদের পূজায় টাকা দেওয়া হয়। এতে পাপ হয় কি? | (২৭/৪৬৭) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | অল্প পরিমাণ অ্যালকোহল মিশ্রিত পেপসি, সেভেনআপ, কোকাকোলা, এনার্জি ড্রিংক্স প্রভৃতি কোমল পানীয় পান করা বৈধ হবে কি? | (৩২/৪৭২) |


### রাজনীতি


| | | |
|---|---|---|
| অক্টোবর'১১ | মুহাম্মাদ (ছাঃ) মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তা কোন্ সংবিধানের আলোকে পরিচালনা করতেন? সে সংবিধানের প্রথম বাক্য কি ছিল? | (১৩/১৩) |
| অক্টোবর'১১ | বর্তমানে যেভাবে নেতা নির্বাচন করা হচ্ছে তা কি শরী'আত সম্মত? একজন সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আর একজন অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তির ভোটের মূল্য কি সমান? জ্ঞানের কোন মূল্যায়ন নেই কি? | (২৫/২৫) |
| ডিসেম্বর'১১ | মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সংগঠনের নাম কি ছিল? সে সংগঠন বাংলাদেশে আছে কি? থাকলে তার নাম কি? না থাকলে কোন সংগঠনে যোগ দিতে হবে? | (৭/৮৭) |


### চিকিৎসা


| | | |
|---|---|---|
| ডিসেম্বর'১১ | কোন অমুসলিমকে আল্লাহর কালাম দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি? | (৩৮/১১৮) |
| জানুয়ারী'১২ | জনৈক আলেম বলেন, কাউকে সাপে দংশন করলে সূরা ফাতিহা সাতবার পড়ে তার উপর দম করবে। অতঃপর অর্থহীন মন্ত্র পড়তে হবে। যেমন- সিজ্জাতুন তারানিয়্যাতুন মিলহাতু বাহরিন কাফাত্বা। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত পদ্ধতিতে ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি? | (৩/১২৩) |
| অক্টোবর'১১ | কোন রোগের কারণে গাছের শিকড় বা কোন গাছড়া মাদুলীর মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যবহার করা যাবে কি? | (১৪/১৪) |


### হাশর-বিচার


| | | |
|---|---|---|
| মে'১২ | পবিত্র কুরআনের হাফেযদেরকে ক্বিয়ামতের দিন যখন কুরআন পড়তে বলা হবে, তখন পড়তে পড়তে ভুলে গেলে কোন করণীয় থাকবে কি? না ফেরেশতাগণ বলে দিবেন? | (৩৫/৩১৫) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | কোন কিছু চুরি হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? চোরের বিচার আল্লাহ কখন করবেন? | (৯/৪৪৯) |


### জান্নাত-জাহান্নাম


| | | |
|---|---|---|
| নভেম্বর'১১ | কোন্ মহিলা জান্নাতী মহিলাদের সরদার হবেন? ফাতেমা, না মারইয়াম (আঃ)? জান্নাতে কোন্ কোন্ মহিলা সর্বাধিক সম্মানিতা হবেন? | (১৬/৫৬) |
| নভেম্বর'১১ | যে সমস্ত পাপী মুমিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে তারা কি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করবে? | (৩৯/৭৯) |
| জানুয়ারী'১২ | যেনাকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে কেমন শাস্তি দিবেন? | (২৬/১০৬) |
| জানুয়ারী'১২ | ক্বিয়ামতের পূর্বে উল্লেখযোগ্য কী কী নিদর্শন দেখা দিবে? | (২৭/১০৭) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | মহান আল্লাহ বলেন, আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব *(বাক্বারাহ ২৮৪)*। উক্ত কথার ব্যাখ্যা কী? আল্লাহ আদম (আঃ)-এর ডান স্কন্ধ থেকে যে রূহগুলো বের করেছেন সেগুলো জান্নাতী। আর যেগুলো বাম স্কন্ধ থেকে বের করেছেন সেগুলো জাহান্নামী *(মিশকাত হা/১১৯)*। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা কেন জাহান্নামী হ'ল? এর সমাধান কি? | (১৭/১৭৭) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | জনৈক ব্যক্তি বলেন, সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবেন আলেমরা। আবার জাহান্নামে যাবেন সর্বপ্রথম আলেমরা। কথাটা কতটুকু সত্য? | (৩৭/১৯৭) |
| মার্চ'১২ | চোর তওবা করার পূর্বে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কি? | (২২/২২২) |
| এপ্রিল'১২ | হাদীছে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর পরে রূহ ইল্লিয়ীন এবং সিজ্জীনে যায়। সেখানে মানুষ দলবদ্ধভাবে থাকে না এককভাবে থাকে? | (২০/২৬০) |
| এপ্রিল'১২ | মানুষ যখন জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন তার কি দুনিয়ার কথা মনে থাকবে? জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট? ক্বিয়ামতের দিন কি তা নষ্ট হয়ে যাবে? | (৩৬/২৭৬) |
| মে'১২ | জান্নাত ও জাহান্নাম কয়টি। সূরা হিজরের ৪৪নং আয়াতে বর্ণিত জাহান্নামের দরজা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? | (২৯/৩০৯) |

| | | |
|---|---|---|
| আগস্ট'১২ | ডাঃ যাকির নায়েক বলেছেন, যে সমস্ত নারী জান্নাতে যাবে আর স্বামী জাহান্নামে যাবে ঐ নারীদেরকে জান্নাতে পুরুষ হূর দেওয়া হবে। যেমন ফেরাউন ও আসিয়া। অথচ অন্যান্য আলেমগণ এর বিরোধিতা করছেন। কোনটি সঠিক? | (২৮/৪২৮) |
| আগস্ট'১২ | **আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নামের ফায়ছালা কিভাবে করবেন? মানুষের পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী হ'লেই কি সে জান্নাতে যাবে? নাকি তার পাপের কারণে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর পুণ্যের কারণে জান্নাতে যাবে?** | (৩৮/৪৩৮) |

## বিবিধ

| | | |
|---|---|---|
| নভেম্বর'১১ | আমার পিতা বৃদ্ধ মানুষ। সর্বদা অসৎ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে এবং প্রচুর অর্থ নষ্ট করে। আমরা তাকে সৎ পথে ফিরে আসার কথা বললেই বিভিন্নভাবে অভিশাপ দেয়। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? | (১৮/৫৮) |
| নভেম্বর'১১ | 'বিসমিল্লায় গলদ' একটি পরিভাষা সমাজে চালু আছে। একথা বলা যাবে কি? | (২০/৬০) |
| নভেম্বর'১১ | ইয়াতীমের অর্থ আত্মসাৎ সহ তার উপর যুলুম করলে শাস্তি কি? দরিদ্র লোকদেরকে সহায়তা দানের ফযীলত কি? | (৩৬/৭৬) |
| নভেম্বর'১১ | পৃথিবীর সকল মানুষ কি ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে? | (৩৭/৭৭) |
| ডিসেম্বর'১১ | ওয়াসওয়াসা কী? 'ওয়াসওয়াসা' কি মুমিনকে ঈমানশূন্য করতে পারে? | (২১/১০১) |
| ডিসেম্বর'১১ | দ্রাঘিমা রেখা ও অক্ষাংশ রেখার দূরত্বের কারণে এক সঙ্গে দিবা-রাত্রি হয় না। বাংলাদেশের বিপরীত স্থান চিলি। বাংলাদেশে সন্ধ্যা হ'লে চিলিতে সকাল হয়। তাহ'লে লায়লাতুল ক্বদর, প্রতি রাত্রে আল্লাহর নিম্ন আকাশে অবতরণ, আরবী তারিখের পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাখ্যা কিভাবে দেওয়া যাবে? | (২৯/১০৯) |
| জানুয়ারী'১২ | সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত হওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত কারণ চিহ্নিত না করেই পরিবহনের মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি কী? | (২/১২২) |
| জানুয়ারী'১২ | আমি একজন দোকানদার। মাঝে মাঝে অনেক রাতে দোকান থেকে বাড়ীতে আসি। কোন কোন রাতে জিন আমাকে ভয় দেখায়। কখনো রাস্তার ধারে বিশাল মূর্তি আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো কোন পশুর রূপ ধারণ করে। এ থেকে বাঁচার উপায় কী? | (১০/১৩০) |
| জানুয়ারী'১২ | ছহীহ হাদীছে আছে, যদি কোন সন্তান শিশু অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে ঐ সন্তান ক্বিয়ামতের দিন পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৫২)*। প্রশ্ন হ'ল, ঐ পিতা-মাতা যদি ছালাত আদায় না করে এবং শিরক-বিদ'আতের সাথে জড়িত থাকে তাহ'লে সেই পিতা-মাতার কী হবে? | (১২/১৩২) |
| জানুয়ারী'১২ | মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলে করণীয় কী? | (১৮/৯৮) |
| জানুয়ারী'১২ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ খুব জঘন্য। একদিকে হলের বাধ্যতামূলক অসুস্থ রাজনীতি, অন্যদিকে নগ্নতার ছোবল। নাস্তিকতার আগ্রাসন তো আছেই। এমন প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করা সত্ত্বেও ঈমান হারানোর ঝুঁকি থাকে। এমতাবস্থায় সাধারণভাবে আমল করে টিকে থাকা উত্তম হবে, না ভাল পরিবেশে থাকা উত্তম হবে? এ জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করলে তাক্বদীরের কোন পরিবর্তন হবে কি ? | (২৩/১০৩) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | আমাদের কোন ইসলামী অনুষ্ঠান হ'লে অনেক সময় হিন্দুদের নিকট হ'তে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে থাকি। কিন্তু হিন্দুদের কোন অনুষ্ঠানে সামাজিকতা রক্ষার্থে সহযোগিতা করা যাবে কি? | (১৫/১৭৫) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | অনেকে মানত করে থাকে, আমার ছেলে ভালভাবে বিদেশ থেকে ফিরলে ৫-১০ জন ইয়াতীম-মিসকীন খাওয়াব। কিংবা মেয়ের রোগ ভাল হ'লে মসজিদ বা মাদরাসায় এত টাকা দান করব। এভাবে মানত করা যাবে কি? | (২৪/১৮৪) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | জনৈক হানাফী ভাই আহলেহাদীছদেরকে বলেন, তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফাতাওয়া মানেন না। কিন্তু নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) যা বলেন তাই বিশ্বাস করেন। তিনি আরো বলেছেন, আহলেহাদীছগণ তাক্বলীদ করেন না। কিন্তু তারা আলবানীর তাক্বলীদ করেন। উক্ত দাবী কি সঠিক? | (২৫/১৮৫) |
| ফেব্রুয়ারী'১২ | হা-মীম' 'ইয়াসীন' নাম রাখা কি শরী'আত সম্মত? ইসলামে নাম রাখার মূলনীতি কী? | (৩০/১৯০)' |
| মার্চ'১২ | মানুষকে আল্লাহ তা'আলা কী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? কোন আয়াতে এসেছে পানি দ্বারা (ফুরক্বান ৫৪)। আবার কোন আয়াতে এসেছে, মাটি দ্বারা *(ত্বোয়াহা ৫৫; রহমান ১৪)*। সঠিক সমাধান কি? | (১০/২১০) |
| মার্চ'১২ | কোন সভা-সমিতি বা আলোচনা বৈঠকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করা হ'লে শ্রোতাদেরকে কেন 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলতে হয়? | (৩৮/২৩৮) |
| এপ্রিল'১২ | নতুন বাড়ীতে উঠতে কিংবা নতুন দোকান চালু করতে শারঈ কোন নিয়ম পালন করতে হবে কি? | (৮/২৪৮) |
| এপ্রিল'১২ | রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি কি ছিল? | (৯/২৪৯) |
| এপ্রিল'১২ | রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট আমল আছে কি? তাঁকে দেখলে কি জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে? | (৩৯/২৭৯) |
| মে'১২ | কোন পরহেযগার ব্যক্তি তার পরহেযগার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক না রাখলে তার ইবাদতের উপর গোনাহের প্রভাব পড়বে কি? | (৫/২৮৫) |
| মে'১২ | কোন পাখীকে তীর, ধনুক বা অন্য কিছু দ্বারা আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে যবহ করা হ'লে খাওয়া যাবে কি? | (১৬/২৯৬) |
| মে'১২ | শয়তানের কোন ছেলেমেয়ে আছে কি? তাদের কি বিয়ে হয় ও বংশ বৃদ্ধি হয় কি? | (৩০/৩১০) |
| জুন'১২ | কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার বার একই শিক্ষক দ্বারা কমিটি গঠন করা হয়। যেখানে আর্থিক সম্মানীর ব্যবস্থা রয়েছে। এতে অন্য শিক্ষকগণ অসন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে বান্দার হক বিনষ্টের কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে কি? | (২৩/৩৪৩) |
| জুলাই'১২ | বর্তমানে সরকার যে বয়স্ক ভাতা দেয় এই টাকা কাদের জন্য বৈধ? ধনী লোকেরা তাদের আব্বা-আম্মার জন্য এই টাকা গ্রহণ করতে পারবে কি? | (৩৫/৩৯৫) |
| জুলাই'১২ | ইবলীস শয়তানকে ফেরেশতাদের সরদার করা হয়েছিল কেন? | (৩৮/৩৯৮) |
| আগস্ট'১২ | জিন-ইনসানকে আল্লাহ ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইয়াজূজ, মাজূজ এবং দাজ্জালকে কি নাফরমানী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য দাজ্জালের হাতে জান্নাত-জাহান্নাম দিলেন কেন? | (১/৪০১) |
| আগস্ট'১২ | সন্তানের সৎ আমলের অংশ বিশেষ মৃত বাবা ও মা পেয়ে থাকে। তাহ'লে পাপ কাজের অংশ বিশেষ ও কি তারা পাবেন? | (৩১/৪৩১) |
| আগস্ট'১২ | কুরআন ও হাদীছের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল বুঝার মাপকাঠি কি? | (৩৩/৪৩৩) |
| আগস্ট'১২ | কোন ব্যক্তি যদি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ এবং হালাল রূযী ভক্ষণ করে। কিন্তু সে যদি কুরআন-সুন্নাহর তাবলীগ না করে বা দ্বীনের দাওয়াত মানুষের মাঝে প্রচার না করে, তা হ'লে এর জন্য কি তাকে জাহান্নামে যেতে হবে? | (৪০/৪৪০) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | জারজ সন্তান যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার সাথে চলাফেরা করা এবং তার মৃত্যুর পর জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি? | (১৬/৪৫৬) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | পিতা-মাতা আক্বীক্বা করে নাম রেখেছে। সন্তান বড় হয়ে বুঝতে পারলো যে, তার নাম অর্থহীন। এমতাবস্থায় তার নাম কি পরিবর্তন করা যাবে? | (৩১/৪৭১) |
| সেপ্টেম্বর'১২ | স্বপ্ন সম্পর্কে ভালো-মন্দ বিশ্বাস করা যাবে কি? | (৩৪/৪৭৪) |